Year 11 | Issue 15
10 - 16 MAY 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ১৫
২৭ বৈশাখ ১৪৩১
৩০ শাওয়াল ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বিখ্যাত ফোর্বস ম্যাগাজিনে ব্রিটিশ বাংলাদেশী কাজী আবিদ

বিস্তারিত ১৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে মেয়র ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন

কনজার্ভেটিভ পার্টির ভরাডুবি

- এক ধাক্কায় নেমে এলো তৃতীয় স্থানে
- ১১টি মেয়র আসনের ১০টিতে লেবার জয়ী
- কাউন্সিলার পদে : লেবার ১১৫৮, লিবডেম ৫২২, কনজার্ভেটিভ ৫১৫

দেশ ডেস্ক, ১০ মে ২০২৪ : গত ২ মে অনুষ্ঠিত হয়েছে যুক্তরাজ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন। এই স্থানীয় সরকার নির্বাচনে গত চল্লিশ বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের মুখে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের ক্ষমতাসীন দল কনজারভেটিভ পার্টি। তৃতীয় অবস্থানে থাকা রাজনৈতিক দল লিবারেল ডেমোক্রেটিকের কাছে ভরাডুবি হয়েছে কনজারভেটিভের। খবর দ্য গার্ডিয়ানের।

সারাদেশে ১০৭টি কাউন্সিলে ২,৬৬০ জন কাউন্সিলর ও ১১ জন সিটি মেয়র নির্বাচিত হওয়ার জন্য সবগুলো রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। নির্বাচিত ১১টি মেয়র আসনের মধ্যে ১০টি আসন হারিয়েছে কনজারভেটিভ। ১০টি আসনে মেয়র পদে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে কিয়ার স্টারমারের নেতৃত্বাধীন লেবার ---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

টানা তিনবার লন্ডনের মেয়র সাদিক খান

ভোটের ব্যবধান প্রায় ৩ লাখ

দেশ ডেস্ক, ১০ মে ২০২৪ : লন্ডনের মেয়র পদে টানা তিনবার নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন লেবার পার্টির প্রার্থী সাদিক খান। লন্ডনের মেয়র হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৬ সালে। তখন থেকেই পদটি ধরে রেখেছেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এই রাজনীতিক।

সাদিক খানের জন্ম লন্ডনেই, ১৯৭০ সালের ৮ অক্টোবর। এর দুই বছর আগে ১৯৬৮ সালে তাঁর মা-বাবা পাকিস্তান থেকে যুক্তরাজ্যের অভিবাসী হিসেবে পাড়ি জমান। বাবা ---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

রাশিয়াকে হারাতে ইউক্রেনকে বছরে ৩৭৫ কোটি ডলার দেবে যুক্তরাজ্য

দেশ ডেস্ক, ১০ মে ২০২৪ : ইউক্রেন চাইলে ব্রিটিশ অস্ত্র দিয়ে রাশিয়ার অভ্যন্তরে হামলা চালাতে পারে বলে মত দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। ৩ মে শুক্রবার কিয়েভ সফরকালে তিনি এ মতামতের কথা জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কিয়েভকে অভূতপূর্ব সহায়তা করার কথাও ঘোষণা দিয়েছেন।

৪ মে শনিবার বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্যামেরন বলেছেন, ইউক্রেনের যতদিন প্রয়োজন হবে, যুক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে প্রতিবছর ৩৭৫ কোটি মার্কিন ডলার করে দেওয়া হবে।

ক্যামেরন জানিয়েছেন, কিভাবে ---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

লন্ডনের রাস্তায় ক্ষেপে উঠল রাজকীয় পাগলা ঘোড়া

দেশ ডেস্ক, ১০ মে ২০২৪ : ব্রিটিশ রাজকীয় সেনাবাহিনীর হাউসহোলড ক্যাভালরির বেশ কয়েকটি ঘোড়া বন্ধনমুক্ত হয়ে লন্ডন শহরের রাস্তায় পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছে। ঘোড়াগুলোর উন্মাদ পদচারণে আহত হয়েছেন অন্তত পাঁচজন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি পর্যটকবাহী বাসসহ বেশ কয়েকটি গাড়ি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

সম্প্রতি সকালে লন্ডনের হোয়াইট হল এলাকায় প্রতিদিনের মতো সকালের অনুশীলনের জন্য ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যাচ্ছিলেন হাউসহোলড ক্যাভালরির সদস্যরা। কিন্তু এর মধ্যে কয়েকটি ঘোড়া তাদের আরোহী সেনাদের ফেলে দিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটতে থাকে। ঘোড়াগুলোর মধ্যে একটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখা গেছে।

লন্ডনের ভিক্টোরিয়ার বাকিংহাম প্যালেস রোডের ক্লারমন্ট হোটেলের বাইরে একটি ঘোড়া ভয়ংকর গতিতে একটি গাড়িতে ধাক্কা দেয়। এতে অন্তত একজন সেন্য আহত হন। আহত হন একজন পথচারীও। লন্ডনের অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস জানিয়েছে, তারা বিভিন্ন স্থান থেকে পাঁচজনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়েছে।

লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেস রোড, বেলগ্রেভ স্কয়ার, চ্যান্সারি লেন ও ফ্লিট স্ট্রিট মোড় থেকে ঘোড়াগুলোর কারণে আহত লোকদের উদ্ধার করা হয়। লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টর পুলিশ জানিয়েছে, হাউসহোলড ক্যাভালরির মোট পাঁচটি ঘোড়া নিয়ন্ত্রণহারা হয়েছিল। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ঘোড়াগুলোকে বেশ কয়েক ঘণ্টা পর লন্ডনের হাইড পার্ক এলাকার ব্যারাক থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরের একটি জায়গা থেকে আটক করা হয়। ব্রিটিশ আর্মিও বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

গাজায় যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাজ্যকে পাশে চায় বাংলাদেশ

লন্ডন, ১০ মে ২০২৪: শান্তিপূর্ণ ও সংঘাতমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠা এবং গাজা ও ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধের অবসান ঘটাতে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। বাংলাদেশের ৫৪তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে গত ১ মে বুধবার লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশন আয়োজিত কূটনৈতিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

সরকারি সফরে ইউরোপে অবস্থান করছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। হাইকমিশনের অনুষ্ঠানে গাজা ও ইউক্রেনসহ বিশ্বব্যাপী সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনরুদ্ধার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরীহ মানুষ হত্যা বন্ধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকটবর্তী ঐতিহাসিক চার্চিল হলে এ অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের স্পিকার স্যার লিন্ডসে হোয়েল প্রধান অতিথি এবং হাউজ অব কমন্সের নেতা পেনি মর্ডান্ট; যুক্তরাজ্যের মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া ও জাতিসংঘের এফসিডিও মন্ত্রী লর্ড তারিক আহমেদ; পরিবেশ, খাদ্য ও গ্রামীণ বিষয়ক ছায়াসচিব স্টিভ রিড এবং বাংলাদেশ নিয়ে সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপের চেয়ারম্যান রুশনারা আলী এমপি বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী প্রমুখের উপস্থিতিতে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সমর্থনের জন্য যুক্তরাজ্য সরকার, সে দেশের নাগরিক এবং ব্রিটিশ-বাংলাদেশি প্রবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী যুক্তরাজ্যকে বাংলাদেশের সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে অভিহিত করেন এবং রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে দ্রুত প্রত্যাবাসনে যুক্তরাজ্যের সহায়তার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অসামান্য প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, বিশ্বের নজর এখন ২০৩০ সালের মধ্যে নবম বৃহত্তম ভোক্তা বাজার এবং ২০৪১ সালের মধ্যে প্রযুক্তিনির্ভর 'স্মার্ট বাংলাদেশ' হতে চলা আমাদের দেশের দিকে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান এ সময় ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দনপত্রে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়ায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনককে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি তিনি 'বঙ্গবন্ধু-এডওয়ার্ড হিথ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাওয়ার্ড' এবং 'বঙ্গবন্ধু-হ্যারলড উইলসন ফ্রেন্ডশিপ অ্যাওয়ার্ড' চালু করার জন্য যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনারের প্রশংসা করেন।

'মুজিব অ্যান্ড ব্রিটেন' প্রকাশনা উদ্বোধন, 'বঙ্গবন্ধু-এডওয়ার্ড হিথ ফ্রেন্ডশিপ' এবং 'বঙ্গবন্ধু-হ্যারলড উইলসন' অ্যাওয়ার্ড প্রদান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাজ্যের স্পিকার, হাইকমিশনার ও বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে 'মুজিব অ্যান্ড ব্রিটেন' প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন। এছাড়াও বাংলাদেশের দুই মহান বন্ধু লর্ড মারল্যান্ড ও লর্ড স্বরাজ পলের হাতে যথাক্রমে 'বঙ্গবন্ধু-এডওয়ার্ড হিথ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাওয়ার্ড' এবং 'বঙ্গবন্ধু-হ্যারলড উইলসন অ্যাওয়ার্ড' হস্তান্তর করেন তিনি।

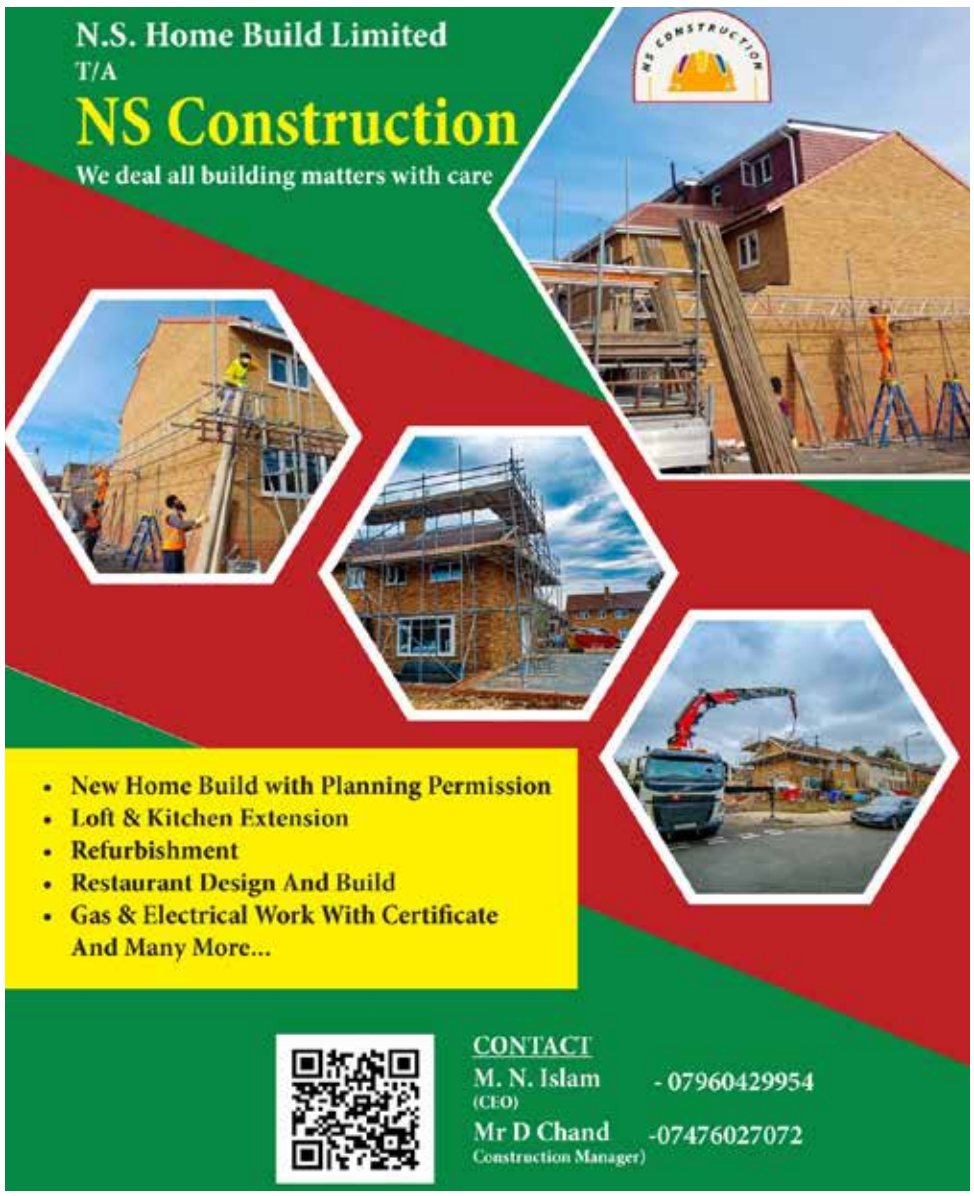

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier

07582 386 922

www.klsmanandvan.co.uk

যুক্তরাজ্যে ফিলিস্তিন ইস্যুতে সোচ্চার ভূমিকা

ব্রাডফোর্ডে ১৯ বছর বয়সে কাউন্সিলর নির্বাচিত হলেন ঈসমাইল উদ্দিন

লন্ডন, ১০ মে ২০২৪: মাত্র ১৯ বছর বয়সে যুক্তরাজ্যের ইয়র্কশায়ারের ব্রাডফোর্ড মেট্রোপলিটন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নির্বাচনে (২ মে) জিতেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ঈসমাইল উদ্দিন। তিনি বোউলিং অ্যান্ড ব্যাকার অ্যান্ড ওয়ার্ড থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে

২০ নং পৃষ্ঠা ...

সিলেটে সংবাদ সম্মেলনে ব্যারিস্টার নাজির আহমদ

পাওয়ার অব অ্যাটর্নি জটিলতায় চরম ভোগান্তিতে প্রবাসীরা

সিলেট, ১০ মে ২০২৪ : পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ইস্যু করতে গিয়ে বাংলাদেশি আইনের জটিলতায় ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা কয়েক লাখ প্রবাসী। এ সমস্যার সমাধান না হলে দেশে

- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

টাওয়ার হ্যামলেটসে নতুন লেজার সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

- ৭টি সেন্টারে থাকবে অত্যাধুনিক নানা সুবিধা
- এক মেম্বারশীপে ব্যবহার করা যাবে সব সেন্টার
- নতুন সার্ভিসে ২৫০ জনেরও বেশি কর্মীর চাকরির সুবিধা
- ১৬ উর্ধ নারী ও ৫৫ উর্ধ পুরুষদের জন্য বিনামূল্যে সাঁতার

টাওয়ার হ্যামলেটসের সাতটি লেজার সেন্টার পাবলিক মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। জিএলএল (বেটার) এর সাথে কাউন্সিলের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর গত ১ মে ২০২৪ থেকে বারার লেইজার সেন্টারগুলো সরাসরি কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে।

সারাদেশে যেখানে কাউন্সিলের লেজার সেন্টার হিসেবে পরিচিত অবকাশ কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে, সেখানে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল বারার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিশ্চিত করতে লেজার সেন্টারগুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করছে। কাউন্সিলের লেজার সেন্টারগুলোকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মেয়র লুৎফুর রহমান। ৮ মে মঙ্গলবার নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান 'বি ওয়েল' নামে যাত্রা শুরু করা কাউন্সিলের নতুন ইনসোর্সিং লেজার সার্ভিসের উদ্বোধন করেন। মাইল এন্ড লেজার সেন্টারে আয়োজিত বিশেষ এক অনুষ্ঠানে

- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

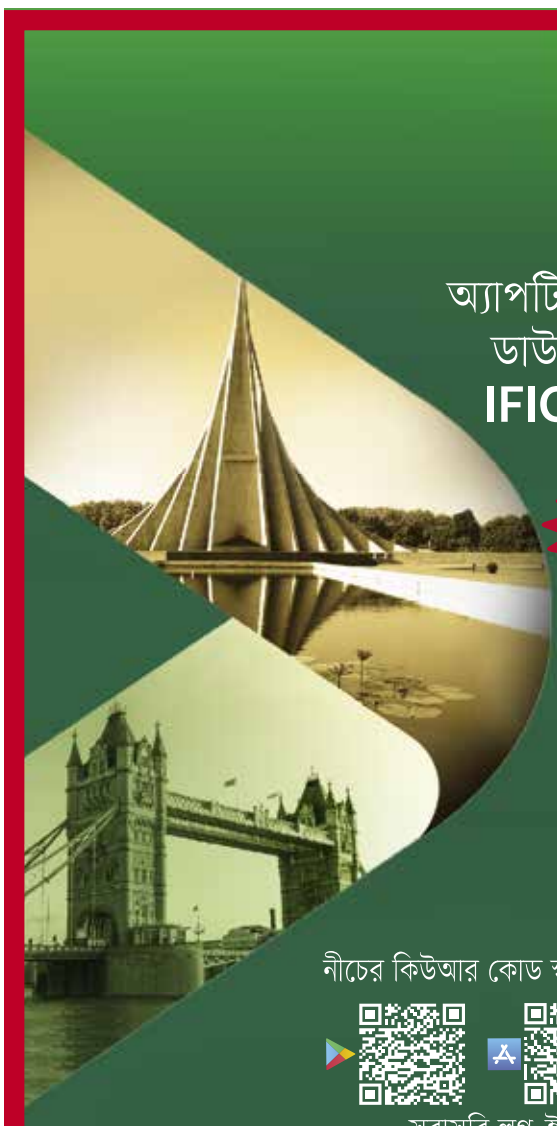

IFIC MONEY UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন

IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

50% DISCOUNT ON FEE
When you will use promo code 'DESH'

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

সেলফি তুলতে চাওয়ায় ভক্তকে চড় মারতে গেলেন সাকিব

ঢাকা, ৬ মে : বাংলাদেশের ক্রিকেটের পোস্টার বয় - সাকিব আল হাসান। নিজের পারফরম্যান্স দিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটে সমীহ আদায় করেছেন। একক নৈপুণ্যে অনেক ম্যাচ জেতালেও ক্যারিয়ারে বিতর্কের উর্ধ্বে থাকতে পারেননি এই ক্রিকেটার। ফের নতুন

বিতর্কে জড়াল এই তারকা ক্রিকেটারের নাম। আবারও মেজাজ হারালেন সাকিব।

সোমবার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে ডিপিএলে লড়ছে প্রাইম ব্যাংক আর শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব। ম্যাচ শুরুর আগে মাঠের পাশে প্রাইম ব্যাংক কোচ সালাহ উদ্দিন ও শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের কোচ সোহেল ইসলামের সঙ্গে কথা বলছিলেন সাকিব। এ সময় হঠাৎ সেলফি তুলতে যান এক ভক্ত। প্রথমবার মানা করলেও সাকিবের কথা শোনেননি সেই ভক্ত। আর তখনই মেজাজ হারান সাকিব।

এ সময় বাধ্য হয়েই তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন সাকিব। তেড়ে গিয়ে সেই ভক্তের মোবাইল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন এবং মারতে উদ্যত হন। তাকে (ভক্ত) চড় মারতে গিয়েও থেমে যান তারকা অলরাউন্ডার। শেষমেশ সেই ভক্তকে মাঠ থেকে বের করে দেন তিনি।

বিষয়টি নজর এড়ায়নি উপস্থিত গনমাধ্যমকর্মীদেরও। এখানেই শেষ নয়, সকালে স্টেডিয়ামের প্রবেশের সময়ও মেজাজ হারান সাকিব। তখনও এক ভক্ত সেলফি তোলার জন্য ফোন নিয়ে এগিয়ে আসলে তার মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে তাকে হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দেন সাকিব। সবমিলিয়ে ম্যাচের আগে বেশ আগ্রাসী ভূমিকায় দেখা গেছে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারকে।

এমন ঘটনার পর মাঠে ভক্তদের এমন অবাধ বিচরণে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। অনেক সমর্থক সাকিবের সেই ভক্তের সময়ের জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কেউ কেউ জানান, সেই ভক্ত নিরাপত্তা ভেঙে প্রবেশ করে আদতে নিয়ম ভাঙলেন। অনেকে আবার সাকিবের এমন আগ্রাসী ভূমিকায় নিন্দা জানাচ্ছে। তাদের মতে, ভক্তদের সঙ্গে এমন ব্যবহার সাকিবের থেকে মোটেই কাম্য নয়।

অবশ্য সাকিবের ক্যারিয়ারে এমন ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও নানা সময়ে ভক্তদের ওপর মেজাজ হারিয়েছেন তিনি।

কুমিল্লায় শিশুধর্ষক গ্রেপ্তার

ঘটনার লোমহর্ষক বর্ণনা দিতে গিয়ে কাঁদলেন র‍্যাব কর্মকর্তা

ঢাকা, ৩ মে : কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগে ঘাতক মফিজুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গত বুধবার র‍্যাব-১১ কুমিল্লা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়। এ সময় র‍্যাব-১১-এর পরিচালক তানভীর মাহমুদ পাশা ঘটনার বর্ণনা দিতে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। পরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দেন। এ সময় উপস্থিত অনেক সাংবাদিককেও আবেগাপ্লুত হতে দেখা যায়।

গত ২৯শে এপ্রিল সোমবার কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার গলিয়ারা উত্তর ইউনিয়নের খিলপাড়া গ্রামের মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী জাকির হোসেন (কালন) এর একমাত্র কন্যা সন্তান তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ শেষে নৃশংসভাবে হত্যা করে ধান ক্ষেতে ফেলে রেখে হত্যাকারী পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মঙ্গলবার (৩০শে এপ্রিল) রাতে চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি থানাধীন ফেরুয়া বাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে সদর দক্ষিণ উপজেলার খিলপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে মফিজুল ইসলাম প্রকাশ মফু (৩৮)। র‍্যাব-১১-এর পরিচালক তানভীর মাহমুদ পাশা জানান, ঘটনার দিন ২৯শে এপ্রিল সকালে শিশুটি স্কুলে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে বের হয়। কিন্তু বেলা ১টা পর্যন্ত সে বাড়ি না ফিরলে তার মা স্কুলে যান। সেখানে মেয়ের কোনো হদিস না পেয়ে ফেরার পথে শিশুটির সহপাঠীর কাছে জানতে পারেন সে স্কুল শেষে বাড়ি চলে গেছে। বিকালে বাড়ির অদূরে ধানক্ষেতে একটি মরদেহ পড়ে আছে বলে তিনি জানতে পারেন।

সেখানে গিয়ে তিনি তার মেয়ের মরদেহ শনাক্ত করেন। এ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েকজন জানান, গ্রেপ্তার মফিজুল ইসলাম মফুকে ঘটনাস্থলের পাশে থাকা বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে দ্রুত রাস্তায় উঠে আসতে দেখেছেন। গ্রেপ্তাকৃত আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, নিহত শিশুটিকে সে চিনতো। এই সুযোগে ২৯শে এপ্রিল সকালে ঘটনাস্থলের পাশের রাস্তায় ওত পেতে থাকে। শিশুটি ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পৌঁছালে মফু তাকে রাস্তার পাশের ধানি জমিতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। একপর্যায়ে শিশুটি চিৎকার করার চেষ্টা করলে মফু তার মুখ ও গলা চেপে ধরে। এতে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। কোনো নড়াচড়া দেখতে না পেয়ে ভিকটিমের কানে থাকা দুল ছিড়ে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে আসামি। এ ঘটনায় মামলা করলে মফু চাঁদপুরে পালিয়ে যায়। স্থানীয় এলাকাবাসী বলেন, মফু একজন মাদকাসক্ত। সে মাদকদ্রব্য গাজা সেবন করতো।

সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রতিজ্ঞা করেছিলাম দেশে ফিরে আসবই

ঢাকা, ৮ মে : ওয়ান-ইলেভেন সরকারের সময় ২০০৭ সালের ৭ মে যুক্তরাষ্ট্র থেকে লন্ডন হয়ে সরকারের বাধা উপেক্ষা করে দেশে ফেরার প্রসঙ্গে জাতীয় সংসদে অনির্ধারিত আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনা। সেদিন সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বিমানবন্দরে স্বাগত জানানোর জন্য দলের নেতা-কর্মী ও দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান আওয়ামী লীগ সভানেত্রী। ওই সময়কার ঘটনা বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বারবার গ্রেফতার হয়েছি। অনেক বাধা, সরাসরি গুলি, বোমা, গ্রেনেড সবকিছু অতিক্রম করে আজ জনগণের সেবা করতে পারছি। সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চলে জনগণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। জনগণের শক্তি নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি।

এর আগে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আবদুর রহমান ২০০৭ সালের ৭ মে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিয়ে সংসদে অনির্ধারিত আলোচনার সূত্রপাত করেন। বিষয়টি নিয়ে সরকারি দলের অপর সদস্য আহমদ হোসেনও কথা বলেন। পরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের দিনটি আমার জন্য অনন্য দিন। আমি সেদিন শত বাধা অতিক্রম করে ফিরে এসেছিলাম। সেই সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনেক উপদেষ্টাও ফোন করে বলেছিলেন আপনি আসবেন না। আপনার বাইরে থাকার যা যা লাগে আমরা করব। আবার কেউ কেউ আমাকে ধমকও দিয়েছিল। এ কথা বলা হয়েছিল, বাংলাদেশে ফিরলে বিমানবন্দরেই মেরে ফেলা হবে।

তিনি বলেন, আমি বলেছিলাম- আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশের মাটিতেই মরব। কিন্তু আমি আসব। সব এয়ারলাইনসকে নিষেধ করা হয়েছিল আমাকে যাতে বোর্ডিং পাস দেওয়া না হয়। আমেরিকার বিমানবন্দরে তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে লন্ডনে আসি। সেখানে আসার পর যখন প্লেনে উঠতে যাব, তখন আমাকে উঠতে দেওয়া হয়নি। সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম

যেভাবে হোক বাংলাদেশে আসব। এমনকি যখন আমি বিমানবন্দরে রওনা হই তখন অনেকেই ফোন করে বলেছিল আপনি আসবেন না, আসলে মেরে ফেলে দেবে। আমি পরোয়া করিনি।

আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, তখন বলা হয়েছিল কেউ যাতে বিমানবন্দরে না যায়। এমনকি আমার দলের ভিতর থেকেও... তখন দলের যিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, তিনি সবাইকে বলে দিয়েছিলেন কেউ বিমানবন্দরে গেলে বহিষ্কার করা হবে। কয়েকজনের নাম নির্দিষ্ট করা ছিল, আমাদের নেতা-কর্মী কেউ রাস্তায় থাকতে পারবে না। আমি শুধু মেসেজ দিয়েছিলাম সবাই থাকবে। তবে আমরা গেরিলা যুদ্ধ করেছি, সবাই ঘাসের সঙ্গে মিশে থাকবা। আমি প্লেন থেকে না নামা পর্যন্ত তোমরা বের হবে না।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাকে বলা হয়েছিল গাড়িতে উঠলে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি উঠে ড্রাইভারকে বলেছিলাম যেখানে মানুষ আছে সেখান দিয়ে যাবা। ফ্লাইওভারে উঠবা না। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায়। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই পার্টির নেতা-কর্মীদের, সেদিন তারা একদিকে রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেছে, আরেক দিকে আমাদের দলের কিছু লোকের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে সংবর্ধনা দিয়েছিল। এটা সংবর্ধনাই শুধু নয়, আমাকে নিরাপত্তাও দিয়েছে। যেন আমাকে কোনোদিকে নিতে না পারে। এরপর তো এক প্রকার হাউস অ্যারেস্ট (সুধা সদন) ছিলাম। কাউকে ঢুকতে দিত না। হঠাৎ কালেভদ্রে দু-একজন আসতে পারত আমার কাছে।

শেখ হাসিনা ওয়ান ইলেভেন সরকারের সময় গ্রেফতার হওয়ার আগে রাজধানীর একটি হাসপাতালে ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনকে দেখতে যাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, আমি অনেকটা গেরিলা কায়দায়ই বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কারণ আমি জানি আমাকে বের হতে দেবে না। সেই সময়ে পুলিশের চোখ এড়িয়ে সোজা হাসপাতালে চলে যাই। তখন আমি কতগুলো কথা বলেছিলাম। কারণ সেই সময় দেশ চালাচ্ছে কে সেটা আমার প্রশ্ন ছিল। সেদিন আমি খুব কড়া কথা কিছু বলি। পরদিন সকালেই পুলিশ হাজির, আর্মি হাজির এবং আমাকে অ্যারেস্ট করে। সংসদ ভবনের একটা... পরিত্যক্ত ভবনে আমাকে নিয়ে আসে। সেখানে আমাকে বন্দি করে রাখে।

ওয়ান-ইলেভেনের সময় বোন রেহানার ভূমিকা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, আমি যখন বন্দি ছিলাম, আমার ছোট বোন রেহানা, সে রাজনীতি করে না। সামনে নেই। কিন্তু সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। প্রত্যেকটা জেলা-উপজেলার সব নেতা-কর্মী সবার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। ওই লন্ডনে বসেই সে কাজ করেছে। তার জন্যও আমার দোয়া।

সাংবাদিকদের ড. মুহাম্মদ ইউনূস

এক কোটি দরিদ্র মানুষকে ব্যাংকের মালিক বানিয়েছি

ঢাকা, ৩ মে : নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস আদালত থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, আমি এক কোটি গরিব মানুষকে একটি ব্যাংকের মালিক বানিয়েছি। আমাকে যখন গ্রামীণ ব্যাংক থেকে বের করে দেয়া হয়, তখন গ্রামীণ ব্যাংকের ৯৭ শতাংশ মালিকানা আমাদের সদস্যদের কাছে ছিল। সুদ যদি গ্রহণ করে থাকেন, তারাই গ্রহণ করেছেন। আমি একজন কর্মচারী মাত্র, সেটা আপনারা জানতেন। আমি গ্রামীণ ব্যাংকের মালিক ছিলাম না কখনো। গতকাল দুপুরে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এ জামিন শুনানি শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে ড. মুহাম্মদ ইউনূস এসব কথা বলেন।

এর আগে গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারীদের লভ্যাংশের ২৫ কোটি ২২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুদকের দায়েরকৃত মামলায় ড. ইউনূসসহ ১৪ জনের জামিন মঞ্জুর করেন আদালত। আসামিপক্ষের সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে ঢাকার ৪ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক সৈয়দ আরাফাত হোসেন এ মামলায় অভিযোগ গঠনের শুনানি আগামী ২রা জুন নতুন দিন ধার্য করেন। আদালতে ড. ইউনূসের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন। তাকে সহযোগিতা করেন এডভোকেট এসএম মিজানুর রহমান।

এ মামলার অপর আসামি গ্রামীণ টেলিকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজমুল ইসলাম, পরিচালক ও সাবেক

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আশরাফুল হাসান, পরিচালক পারভীন মাহমুদ, নাজনীন সুলতানা, মো. শাহজাহান, নূরজাহান বেগম, এসএম হাজ্জাতুল ইসলাম লতিফী, এডভোকেট মো. ইউসুফ আলী, এডভোকেট জাফরুল হাসান শরীফ, গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. কামরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ মাহমুদ হাসান, প্রতিনিধি মো. মাইনুল ইসলাম এবং গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দপ্তর সম্পাদক কামরুল হাসানেরও জামিন মঞ্জুর করেন। এ ছাড়া, গ্রামীণ টেলিকমের পরিচালক পারভীন মাহমুদের পাসপোর্ট সাময়িক সময়ের জন্য ফেরত চান তার আইনজীবী শাহীনুর ইসলাম অনি।

এক্ষেত্রে দুদকের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোশাররফ হোসেন কাজল আদালতকে বলেন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। পাসপোর্ট ফেরত পেতে পারেন। পরে আদালত পাসপোর্ট ফেরত দেয়ার আবেদন মঞ্জুর করেন।

ব্যাংকের মালিক বানিয়েছি:

সকাল ১১টা ১৬ মিনিটে ঢাকা জজ কোর্টে প্রবেশ করেন ড. ইউনূস। জামিন আবেদনের শুনাসি শেষে আদালত থেকে বেড়িয়ে ড. ইউনূস সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, আমি এক কোটি গরিব মানুষকে একটি ব্যাংকের মালিক বানিয়েছি। আমাকে যখন গ্রামীণ ব্যাংক থেকে বের করে দেয়া হয়, তখন গ্রামীণ ব্যাংকের ৯৭ শতাংশ মালিকানা আমাদের সদস্যদের কাছে ছিল। সুদ যদি গ্রহণ করে থাকেন, তারাই গ্রহণ করেছেন। আমি একজন কর্মচারী মাত্র, সেটা আপনারা জানতেন। আমি গ্রামীণ ব্যাংকের মালিক ছিলাম না কখনো। বলেন, আজকে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। দুর্নীতি দমন কমিশন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে দুর্নীতির। আমি জালিয়াতি করেছি, অর্থ আত্মসাৎ করেছি, অর্থ পাচার করেছি এ রকম বহু ভয়াবহ শব্দ আমার অপরাধ হিসেবে বলা হয়েছে। আপনারা আমাকে বহুদিন থেকে চেনেন, এ অপরাধগুলো আমার গায়ে লাগানোর মতো অপরাধ কিনা আপনারাই বিবেচনা করবেন। আগে যে রকম আপনারা বিবেচনা করেছেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ড. ইউনূস বলেন, এটা আমার একার বক্তব্য নেয়ার তো দরকার নাই! দেশের কি নিয়ন্ত্রিত না নিজের ইচ্ছায় চলে। আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমি তো খালি আদালত থেকে আদালতে যাচ্ছি, আমাকে বলা হচ্ছে আমি জোচ্চোর, আমি জালিয়াত, আমি অর্থ আত্মসাৎকারী ইত্যাদি ইত্যাদি। তথ্য সব আপনাদের কাছে আছে, আপনারা বিচার করে বলেন, আমাকে দেখলে কি মনে হয়, আমি জোচ্চুরি করার জন্য এই ব্যবসায় নেমেছি? ২০২৩ সালের ৩০শে মে গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের ২৫ কোটি ২২ লাখ ৬ হাজার ৭৮০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। সংস্থার উপ-পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বাদী হয়ে মামলাটি করেন। এরপর ২০২৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দুদকের উপ-পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান। দুদকের মামলায় আসামি ছিলেন ১৩ জন। চার্জশিটে নতুন একজন আসামির নাম যুক্ত হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

মন্ত্রী-এমপিরা প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না: সিইসি

ঢাকা, ৮ মে : প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মন্ত্রী ও সংসদ-সদস্যরা (এমপি) প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না। কোনো মন্ত্রী ও এমপি ভোটে প্রভাব বিস্তার করেন কিনা, তা কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি করা হবে। তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। ভোটের দিন আমরা সতর্ক থাকব। মঙ্গলবার

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে সিইসি এসব কথা বলেন। বুধবার ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ওই নির্বাচনের প্রস্তুতি জানাতে মঙ্গলবার বেলা ১১টায় সংবাদ সম্মেলনে হাজির হন সিইসি।

কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, মন্ত্রী-এমপিদের নিবৃত করা হয়েছে। প্রভাব বিস্তারের কারণে কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে নির্বাচনের দিন কেউ যেন ভোটকেন্দ্রে অনুপ্রবেশ করতে না পারেন এবং সেখানে যেন অনিয়ম না হয় সে বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মন্ত্রী-এমপিদের স্বজনদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হাবিবুল আউয়াল বলেন, এ বিষয়ে কমিশন বেকায়দায় নেই। বরং এখানে রাজনৈতিক সদিচ্ছা স্পষ্ট হয়েছে। এটা একটা ভালো দিক যে, রাজনৈতিক সদিচ্ছা যখন বিকশিত ও স্পষ্ট হয়েছে, সেটা নির্বাচনকে অবাধ নিরপেক্ষ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বেশিরভাগ দল অংশ নিচ্ছে না-এ বিষয়ে জানতে চাইলে সিইসি বলেন, এবারের নির্বাচন দলীয় প্রতীকে হচ্ছে না। কে কোন দল করেন, কে কোন দলের প্রার্থী, নির্বাচন কমিশন তা দেখে না। নির্বাচন কমিশন দেখে প্রার্থী। কে নির্বাচনে এলো, কে এলো না, তা দেখা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নয়। এবারের নির্বাচনে প্রতিটি উপজেলায় গড়ে চারজন প্রার্থী অংশগ্রহণ করছেন। নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে, প্রার্থী আছেন কিনা। ৭ জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের কেমন পার্থক্য দেখেন-এমন প্রশ্নে সিইসি বলেন, একটা জাতীয় সংসদ নির্বাচন, আরেকটি উপজেলা পরিষদ নির্বাচন। এটাই পার্থক্য। তবে উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে প্রতিযোগিতা বেশি। উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উত্তেজনা বেশি। সে উত্তেজনা যাতে সহিংসতায় রূপ না নেয়, নির্বাচন কমিশন সে বিষয়ে সতর্ক আছে। প্রথম ধাপের প্রস্তুতির বিষয়ে সিইসি বলেন, ভোট অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে করার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। কোনো ধরনের অনিয়ম যাতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। তিনি জানান, যাতে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ হয় সে লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা পর্যায়ে কমিশন মতবিনিময়ও করেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন ও টহলের সুবিধার্থে এবার চার ধাপে ভোটের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করে কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, সংশ্লিষ্টরা নিয়মকানুন প্রতিপালন করলে নির্বাচনটা সহজ হবে। তারা যদি বিশৃঙ্খলা তৈরি করেন তাহলে দুরূহ হবে। সিইসি বলেন, মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি প্রতিদিনই সব সময় খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। তাদের বলা হয়েছে, এটা নিশ্চিত করতে হবে নির্বাচনটা যেন অবাধ, নিরপেক্ষ হয়।

বিশেষ করে নির্বাচনের দিন কেউ যেন ভোটকেন্দ্রে অনুপ্রবেশ করতে না পারে এবং সেখানে যেন অনিয়ম না হয় সে বার্তাটি রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের দেওয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশন সচিব মোঃ জাহাংগীর আলম, অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ ও ফরহাদ আহাম্মদ খান, জনসংযোগ

দেশে বেকারের সংখ্যা ২৫ লাখ ৯০ হাজার

ঢাকা, ৭ মে : দেশে বর্তমানে বেকার রয়েছেন ২৫ লাখ ৯০ হাজার। ২০২৩ সাল শেষে এই সংখ্যা ছিল ২৪ লাখ ৭০ হাজার। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপে এসব তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকের (জানুয়ারি-মার্চ) শ্রমশক্তি জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিবিএস।

বিবিএস'র হিসাব বলছে, ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকেও দেশে বেকারের

সংখ্যা ছিল ২৫ লাখ ৯০ হাজার। সেই হিসাব অনুযায়ী চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়েনি। বর্তমান বেকারের হার ৩ দশমিক ৫১ শতাংশ, যা গত বছরের গড় বেকার হারের তুলনায় কিছুটা বেশি। গত বছর গড় বেকারের হার ৩ দশমিক ৩৬ শতাংশ ছিল। এদিকে দেশে পুরুষ বেকারের সংখ্যা বেড়েছে, আর নারী বেকারের সংখ্যা কমেছে। বিবিএস'র হিসাব অনুযায়ী, গত মার্চ শেষে পুরুষ বেকারের সংখ্যা ১৭ লাখ ৪০ হাজার ছিল। এর আগে গত বছরের প্রথম প্রান্তিকে (২০২৩ সালের মার্চ-জানুয়ারি) পুরুষ বেকারের সংখ্যা ছিল ১৭ লাখ ১০ হাজার। আর গত বছরের একই সময় থেকে নারী বেকার কমেছে ৩০ হাজার। নারী বেকারের সংখ্যা এখন ৮ লাখ ৫০ হাজার।

এ ছাড়া বিবিএস জানিয়েছে, এখন শ্রমশক্তিতে ৭ কোটি ৩৭ লাখ ৫০ হাজার নারী-পুরুষ রয়েছেন। এদের মধ্যে কাজে নিয়োজিত ৭ কোটি ১১ লাখ ৬০ হাজার মানুষ। আর বাকি সবাই বেকার। আবার শ্রমশক্তির বাইরেও বিশাল জনগোষ্ঠী রয়েছে। যারা কাজে নিয়োজিত নয়, আবার বেকার বলেও গণ্য নয়। এ ধরনের মানুষ রয়েছে প্রায় ৪ কোটি ৮২ লাখ ৬০ হাজার। এরা হচ্ছেন শিক্ষার্থী, অসুস্থ ব্যক্তি, বয়স্ক নারী-পুরুষ, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি, কাজ করতে অক্ষম এবং কর্মে নিয়োজিত নয় বা অনিচ্ছুক গৃহিণী।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে খুশি রাখাই এ সরকারের পররাষ্ট্রনীতি : মির্জা ফখরুল

ঢাকা, ৮ মে : প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে খুশি রাখাই যেন ভোটারবিহীন আওয়ামী সরকারের পররাষ্ট্রনীতি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এ মন্তব্য করেন।

বুধবার ভোরে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর গুলিতে বাংলাদেশী নাগরিক আব্দুল জলিল ও ইয়াসিন আলী নিহত হয়েছেন। বিএসএফের প্রতিনিয়ত বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্মমভাবে হত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দেয়া বিবৃতিতে তিনি এ তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে নিহত বাংলাদেশীদের রক্তে প্রতিদিন বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত রঞ্জিত হচ্ছে। সীমান্তবর্তী বাংলাদেশী মানুষের জীবনের নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে বিপন্ন। বিএসএফের এ ধরনের হত্যাকাণ্ড সম্ভব হচ্ছে কেবলমাত্র ডামি আওয়ামী সরকারের নতজানু নীতির কারণে।'

তিনি বলেন, বিএসএফের কাছে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যার বিচার চাওয়া দূরের কথা, প্রতিবাদ করতেও পারে না আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী। দেশের সার্বভৌমত্ব দিন দিন দুর্বল করা হয়েছে বলেই আওয়ামী সরকার বাংলাদেশী হত্যায় নিরবতা পালন করে।

তিনি আরো বলেন, গণতন্ত্রহীন বাংলাদেশী জনগণের নিরাপত্তাকে ঠেলে দেয়া হয়েছে ভিনদেশী ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর। গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে জনগণের শাসন নেই বলেই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী নির্বিচারে নির্বিঘ্নে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। তারা জানে বাংলাদেশের অবৈধ শাসকগোষ্ঠী তাদের রক্তপাত থামাতে এগিয়ে আসবে না।

৫০ কেজি ধানে এক কেজি মাংস!

ঢাকা, ৮ মে : ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ধানের দাম কম। এ নিয়ে কৃষকদের মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কৃষক স্বপন মিয়া বলেন, এক মণ ধান বিক্রি করেও এক কেজি গরুর গোশত কেনা যায় না, ৫০ কেজি ধানে এক কেজি মাংস মিলবে। অথচ এক মণ ধান উৎপাদনে আমাদের খরচ ৮শ থেকে সাড়ে ৯শ টাকা। শ্রমিক দিয়ে ধান কাটালে ১১শ টাকা খরচ হয়ে যায়। ধানের বর্তমান বাজার মূল্য ৭শ টাকা।

কৃষক হারুন অর রশিদ বলেন, এক বাজার থেকে আরেক বাজারে ধান নিয়ে গেলেও মহাজনরা ধান কিনতে চায় না, মনে হয় আমরা ধান উৎপাদন করে 'মহাপাপ' করেছি। এই সিন্ডিকেট না ভাঙলে কৃষক বাঁচবে না।

কৃষক উজ্জ্বল মিয়া বলেন, 'বেশি বেশি আলু খান, ভাতের উপর চাপ কমান- সেই শ্লোগান এখন পালটে গেছে। এখন নতুন স্লোগান দিতে হবে- ভাত খান, ভাত খান-আলুর ওপর চাপ কমান।'

বাংলাদেশ কৃষক সমিতি ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে বুধবার আয়োজিত কৃষক সমাবেশে কৃষকরা এসব অভিযোগ তুলে ধরেন।

তারা বলেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে এ বছর উৎপাদন খরচ বাড়ায় প্রতি মণ ধানের মূল্য কমপক্ষে ১ হাজার ৫শ টাকা করতে হবে, ধানের আড়ত ও মহাজনদের ঘরে প্রতি মণে ২-৩ কেজি অতিরিক্ত নিচ্ছে। ঢলতা প্রথা চালু করে ৪০ কেজি মণের স্থলে ৪২-৪৩ কেজি ধান নিচ্ছে, এ প্রথা বাতিল করতে হবে। সরকার ঘোষিত মূল্যে ও শর্তে সাধারণ কৃষক খাদ্যগুদামে ধান বিক্রি করতে পারছে না। এখন প্রযুক্তি আছে, তা ব্যবহার করে কৃষকের জমি থেকে সরাসরি ভিজা ধান ক্রয়ের দাবি জানাচ্ছি। প্রতি মণ ধানের মূল্য ১ হাজার ৫শ টাকা, সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় ও ঢলতা প্রথা বাতিলের দাবিতে গৌরীপুর-বেখৈরহাটি সড়কের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল শেষে উপজেলার মাওহা ইউনিয়নের বীর আহাম্মদপুর ফকিরবাড়ির মোড়ে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

হয়।

কৃষক সমাবেশ সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কৃষক সমিতি গৌরীপুর শাখার সভাপতি মজিবুর রহমান ফকির। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হাসনাত। বক্তব্য রাখেন- সংগঠনের সহ-সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন হেলিম, কৃষক মো. স্বপন মিয়া, ফখর উদ্দিন মাস্টার, হারুন অর রশিদ, লুত মিয়া, উজ্জ্বল মিয়া, উসমান গণি, শরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, এ উপজেলায় ৩২ টাকা দরে ১ হাজার ৯৫২ মেট্রিক টন ধান ও ৪৫ টাকা দরে ১২ হাজার ৯০৯ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল ক্রয় করা হবে।

উপজেলা কৃষি অফিসার নিলুফার ইয়াসমিন জলি জানান, চলতি বোরো মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০ হাজার ৪১০ হেক্টর। এর মধ্যে উফশী ১৫ হাজার ২শ হেক্টর ও হাইব্রিড জাতের ৫ হাজার ২১০ হেক্টর।

উপজেলা কৃষক সমিতির সভাপতি মজিবুর রহমান ফকির জানান, কৃষকের উৎপাদিত বিক্রয়যোগ্য ধানের ৫০ ভাগের একভাগও সরকারিভাবে কেনা হচ্ছে না। সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় কেন্দ্র চালুর দাবি জানাচ্ছি।

উপজেলা নির্বাচনে টাকা ছড়ানোর অভিযোগ

২৩ লাখ টাকাসহ চেয়ারম্যান প্রার্থী আটক

ঢাকা, ৮ মে : বুধবার প্রথম ধাপের উপজেলা নির্বাচনের ঠিক আগে আগে বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থীদের টাকা ছড়ানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনেক জায়গায় ভোটারদের নগদ টাকার পাশাপাশি শাড়ি-লুঙিসহ বিভিন্ন উপহার দেওয়ারও খবর এসেছে। এসময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর লোকজন বাধা দিতে গেলে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে।

সোমবার গভীর রাতে প্রায় ২৩ লাখ টাকাসহ র‍্যাবের হাতে আটক হয়েছেন পাবনার সুজানগর উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী ও বর্তমান চেয়ারম্যান শাহিনুজ্জামান শাহীন। রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে এক চেয়ারম্যান প্রার্থীর বিরুদ্ধে টাকা ছড়ানোর অভিযোগ করেছেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী। টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে ভোট প্রত্যাশায় টাকা ও শাড়ি-লুঙি বিতরণে বাধা দেওয়ায় দুপক্ষের মারামারির ঘটনা ঘটেছে। গাজীপুরের শ্রীপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন এক চেয়ারম্যান প্রার্থী।

সুজানগর (পাবনা) : আটকের ১২ ঘণ্টা পর মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে র‍্যাব ক্যাম্প থেকে চেয়ারম্যান প্রার্থী শাহিনুজ্জামান শাহীন ও তার ১১ সহযোগীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। শাহীন সুজানগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার অভিযোগে ২২ লাখ ৮২ হাজার ৭০০ টাকাসহ শাহীন ও তার ১১ সহযোগীকে আটক করা হয়। আটকের পর মঙ্গলবার ভোরে র‍্যাব-১২ পাবনা ক্যাম্পে এক সংবাদ সম্মেলনে কোম্পানি কমান্ডার মেজর মো. এহতেশামুল হক খান বলেন, সোমবার রাত ১২টার দিকে সুজানগর উপজেলার চর ভবানীপুর মুজিব বাঁধের ওপর থেকে তাদের আটক করেন র‍্যাব-১২ পাবনা ক্যাম্পের টহল টিমের সদস্যরা। টাকা বহনে ব্যবহৃত শাহীনের একটি গাড়িও জব্দ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব কর্মকর্তা বলেন, টাকাগুলো নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে শাহীন জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন। আটকদের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তাকে জানানো হয়েছে, তারা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি বলেন, যে টাকা জব্দ করা হয়েছে সেটি নির্বাচনি ব্যয়ের সীমার মধ্যেই ছিল। জব্দকৃত টাকা ট্রেজারিতে জমা দেওয়া হয়েছে এবং শাহীনসহ সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মুক্তি পাওয়ার পর শাহীন বলেন, আমার নির্বাচনি সব ব্যয় পরিশোধের জন্য টাকাগুলো আনা হচ্ছিল। এটা কোনো অসৎ উপায়ের জন্য ব্যবহার হচ্ছিল না। সম্পূর্ণ বৈধ টাকা। আমি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার। আমার বিজয় ঠেকাতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ শুরু থেকেই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছে।

ধনবাড়ী (টাঙ্গাইল) : সোমবার গভীর রাতে ঘোড়া প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থীর পক্ষে নগদ টাকা ও শাড়ি-লুঙি বিতরণের অভিযোগে দুপক্ষের মধ্যে মারামারিতে আহত একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার সময় একটি মোটরসাইকেল ছিনতাই হয়েছে। এসব ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুরে আহত জলিল নামের এক ব্যক্তি থানায় মামলা করেছেন।

ওই রাতেই পৃথক দুই স্থানে অপর প্রার্থীর লোকজনের বাধায় টাকা বিতরণ বন্ধ করে স্থান ত্যাগ করেছেন ঘোড়া প্রতীকের প্রার্থী হারুনার রশীদ হীরা ও তার কর্মীরা।

হারুনার রশীদ হীরা সাবেক কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাকের খালাতো ভাই ও বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান।

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ওয়াদুদ তালুকদার সবুজ (মোটরসাইকেল প্রতীক) অভিযোগ করেন, সোমবার মধ্যরাতে ধোপাখালী ইউনিয়নের হাজরাবাড়ী গ্রামের মুন্সিবাড়ী এলাকায় হীরার পক্ষে তার ভাই দেলোয়ার ইঞ্জিনিয়ার, শাহীন ও অন্য কর্মীরা গাড়ি নিয়ে ভোটারদের নগদ অর্থ, শাড়ি-লুঙি দিচ্ছিলেন। স্থানীয়রা তাদের এলাকায় আটক করে ভিডিও করেন। তাদের আটকের খবর পেয়ে ধোপাখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আ.লীগ নেতা আকবর হোসেন, তার ছেলে আপনের নেতৃত্বে মোটরসাইকেলে একদল ভাড়াটে কর্মী এসে স্থানীয়দের ওপর হামলা করে। পীরপুর গ্রামের মৃত আফছার আলীর ছেলে আব্দুল জলিল (৫০) পালাতে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিলে সেখান থেকে তুলে বেদম মারধর করে। প্রশাসনকে জানালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান, ওসি হাবিবুর রহমান ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিবেশ শান্ত করেন। আহত জলিলকে উদ্ধার করে ধনবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় হারুনার রশীদ হীরার মোবাইলে বারবার ফোন করে বন্ধ পাওয়ায় তার বক্তব্য নেওয়া যায়নি।

গোদাগাড়ী (রাজশাহী) : রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলা নির্বাচনে এক প্রার্থীর বিরুদ্ধে অবাধে টাকা ছড়ানোর অভিযোগ তুলেছেন প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থী রবিউল আলম। মঙ্গলবার দুপুরে গোদাগড়ীর ডাইংপাড়ায় নির্বাচনি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থী বেলাল উদ্দিন সোহেলের বিরুদ্ধে অবাধে টাকা বিতরণের অভিযোগ আনেন।

রবিউল আলম বলেন, এমন নির্বাচন আমি আগে কোনোদিন দেখিনি। চেয়ারম্যান প্রার্থী বেলাল উদ্দিন সোহেল মাঠে-ঘাটে ঘরে-বাইরে যেখানে পারছেন সেখানেই টাকা ছড়াচ্ছেন।

গোদাগাড়ীর চেয়ারম্যান প্রার্থীর অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও রাজশাহীর সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা শাহিনুর ইসলাম প্রামাণিক বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর গোদাগাড়ীর বিভিন্ন প্রার্থীর একাধিক নির্বাচনি ক্যাম্প অপসারণ করা হয়েছে। বুধবার সুষ্ঠুভাবে ভোট হবে বলে তিনি আশা করছেন।

শ্রীপুর (গাজীপুর) : বিধি ভেঙে নির্বাচনি সমাবেশ করায় গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে ঘোড়া প্রতীকের প্রার্থী জামিল হাসান দুর্জয়ের সমাবেশ ভেঙে দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। পরে আবারও একই স্থানে অনুমতি ছাড়া সভা পরিচালনা করায় ওই প্রার্থীর এক কর্মীকে সাজা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলাকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন প্রার্থী দুর্জয় ও তার কর্মী-সমর্থকরা। মঙ্গলবার দুপুরে শ্রীপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাইখা সুলতানা নগরহাওলা গ্রামে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার নগরহাওলা গ্রামে চেয়ারম্যান প্রার্থী দুর্জয়ের নির্বাচনি সভা উপলক্ষ্যে কর্মীদের জন্য খাবারের আয়োজন করা হয়। নির্বাচনি আচরণ বিধি ভেঙে সভা ও খাবার রান্না করায় ভ্রাম্যমাণ আদালত হারুনুর রশিদ বাবুল নামে জামিল হাসান দুর্জয়ের এক কর্মীকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেন এবং রান্না করা খাবারগুলো জব্দ করে এতিমখানায় পাঠান।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাইখা সুলতানা বলেন, প্রথমবার জরিমানা করে খাবারগুলো এতিমখানায় দিয়ে দেওয়া হয়। সে সময় তাদের সভা বন্ধের কথা বলা হয়। তারা নির্দেশ অমান্য করে পুনরায় সভা পরিচালনা করে কর্মীদের মধ্যে খাবার বিতরণ করছিলেন। খবর পেয়ে ফের সেখানে অভিযান পরিচালনা করে জামিল হাসান দুর্জয়ের এক কর্মীকে ভ্রাম্যমাণ আদালত সাজা দেওয়ার প্রস্তুতি নিলে প্রার্থী জামিল হাসান দুর্জয় ঘটনাস্থলে এসে ভ্রাম্যমাণ আদালতের সঙ্গে অসৌজন্যসূলক আচরণ করেন। এ ঘটনা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এ ঘটনায় চেয়ারম্যান প্রার্থী জামিল হাসান দুর্জয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে রাজি হননি।

ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপে ঢোকা অভিবাসীদের ২১% বাংলাদেশি

ঢাকা, ৮ মে : ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে পৌঁছানো মানুষের সংখ্যার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে এই পথ দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে যত মানুষ ইউরোপে ঢুকেছে, তার মধ্যে ২১ শতাংশ বাংলাদেশি।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) মহাপরিচালক অ্যামি পোপ এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের মানুষ জলবায়ু পরিবর্তন ও সংঘাতের কারণে অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি সংখ্যায় অভিবাসী হয়েছেন। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপুলসংখ্যক মানুষ অভিবাসী হচ্ছেন কি না, সেটা বোঝার জন্য তথ্য-উপাত্ত ও গবেষণার প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সফরে আসা আইওএমের এই শীর্ষ কর্মকর্তা গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপের সময় এসব কথা বলেন। তিনি এর আগে ওই হোটেলে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রতিবেদন-২০২৪' প্রকাশ করেন।

আইওএমের চলতি বছরের বৈশ্বিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রায় ১৫ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এ নিয়ে জানতে চাইলে অ্যামি পোপ বলেন, শুধু বাংলাদেশে নয়, গত বছর বিশ্বজুড়ে জলবায়ুর প্রভাব ও সংঘাতের কারণে নতুন বাস্তুচ্যুতির সংখ্যা বেশি হয়েছে। এটা চমকে দেওয়ার মতো। তিনি বলেন, লাখ লাখ মানুষ এখন জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে বাস করেন।

অ্যামি পোপের মতে, কোন কোন উপাদান মানুষকে অভিবাসনে বাধ্য করে, তার যথাযথ চিত্র নেই। তাই সঠিক চিত্র বোঝার জন্য সরকারগুলোকে বিনিয়োগ করতে হবে।

২১% বাংলাদেশি

বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইউরোপে অভিবাসন বাড়ছে। এ নিয়ে জানতে চাইলে অ্যামি পোপ বলেন, এসব অভিবাসীর অনেকেই মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করছেন। ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপ পাড়ির প্রবণতা ২০১৫ সাল থেকে বেড়েছে। ২০২৩ সালে ৫ হাজার অভিবাসী মারা গেছেন। তাঁদের মধ্যে ৫২৪ জন মারা গেছেন ভূমধ্যসাগরে, যে রুট (পথ) দিয়ে সাধারণত বাংলাদেশের মানুষেরা ইতালিতে যান।

বাংলাদেশি কতজন মারা গেছেন জানতে চাইলে অ্যামি পোপ বলেন, ২০১৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশি মারা গেছেন ২৮৩ জন (ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপে যাওয়ার পথে)।

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের ১৬ হাজার ২০০ নাগরিক এই পথ দিয়ে ইউরোপে পৌঁছেছেন উল্লেখ করে অ্যামি পোপ বলেন, এর মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিক ৩ হাজার ৪২৫ জন। ২০২৩ সালে ভূমধ্যসাগর হয়ে অনিয়মিত অভিবাসনের তালিকায় চতুর্থ স্থানে ছিল বাংলাদেশের মানুষ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অপতথ্য অভিবাসনের ক্ষেত্রে কতটা চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে জানতে চাইলে অ্যামি পোপ বলেন, মানব পাচারকারীরা পরিশীলিতভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে থাকে। কারণ, তারা সারা বিশ্বের পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রাখে। কাজেই অভিবাসী হতে আগ্রহী লোকজনের জন্য যে পর্যাপ্ত বৈধ পথ নেই, শুধু সেটিই নয়, অভিবাসনের বৈধ উপায় সম্পর্কে জানার বিষয়ে যথেষ্ট অর্থ বিনিয়োগ করা হয় না। এমনকি বৈধ পথে অভিবাসনের জন্য তাঁদের কী ধরনের দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং এর উপায় কী সে সম্পর্কে তথ্য তাঁরা যথাযথভাবে জানতে পারেন না।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কিংবা ডিজিটাল মাধ্যমে মানব পাচারকারীদের প্রতিহত করতে হলে মানুষকে বৈধ অভিবাসনের পথ সম্পর্কে যথাযথভাবে জানাতে হবে বলে উল্লেখ করেন অ্যামি পোপ।

রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আইওএমের ভূমিকার বিষয়ে জানতে চাইলে অ্যামি পোপ বলেন, এটা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি। মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি বা অর্থনৈতিক প্রাপ্যতা নিয়ে সরকার চ্যালেঞ্জে রয়েছে।

রোহিঙ্গাদের প্রশিক্ষণ ও কাজের সুযোগের প্রসঙ্গ টেনে অ্যামি পোপ বলেন, 'রোহিঙ্গারা যাতে শিক্ষা ও কাজের সুযোগ পেতে পারে, সে কথা বলছি। এটা এ জন্য বলছি যে তা না হলে তাঁরা পুরোপুরি মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।'

রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা কমার প্রসঙ্গ টেনে অ্যামি পোপ বলেন, এটা উদ্বেগজনক। করোনা মহামারি, বিশ্বজুড়ে মূল্যস্ফীতি ও বিশ্বের কয়েকটি স্থানে সংঘাতের অনিবার্য ফল এই সহায়তা কমে যাওয়া।

বিএনপির নেতা-কর্মীদের পাশে পাচ্ছেন না বহিষ্কৃতরা

ঢাকা, ৮ মে : উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া বহিষ্কৃত নেতারা ভোটে বিএনপির নেতা-কর্মীদের খুব একটা পাশে পাচ্ছেন না। এসব প্রার্থী নিজেদের আত্মীয়স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সমর্থকদের নিয়ে নির্বাচনী কার্যক্রম চালাচ্ছেন। তবে কোথাও কোথাও তাঁরা স্থানীয় বিএনপির একটি অংশকে পাশে পাচ্ছেন।

চার ধাপে অনুষ্ঠেয় উপজেলা নির্বাচনের প্রথম ধাপে আজ বুধবার ১৩৯টি উপজেলায় ভোট হবে। এ নির্বাচনে বিএনপির ৭৫ জন নেতা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে অংশ নিচ্ছেন। নির্বাচন বর্জনের দলীয় সিদ্ধান্ত না মেনে প্রার্থী হওয়ায় তাঁদের ইতিমধ্যে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বহিষ্কৃতদের মধ্যে তিনজন কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার বিএনপির তিন নেতা মো. ইমান আলী, সেকান্দার আলী ও তাজমিন নাহার। ইমান আলী রৌমারী উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও বিএনপির সহসভাপতি। এবারও তিনি চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী। আর উপজেলা বিএনপির সদস্য সেকান্দার আলী ও মহিলা দলের সহসভাপতি তাজমিন নাহার ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী। দল থেকে বহিষ্কার হওয়ার পর তাঁদের নির্বাচনী প্রচারণায় বিএনপির কাউকে সেভাবে অংশ নিতে দেখা যায়নি। নিজেদের আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে তাঁরা প্রচার চালান।

এ বিষয়ে জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসিবুর রহমান বলেন, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে নির্বাচনে অংশ নিয়ে তাঁরা দলের সঙ্গে বেইমানি করেছেন। বহিষ্কারের পর বিএনপির সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই নির্বাচনে সহযোগিতা করার প্রশ্নই আসে না।

তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নেতাদের বহিষ্কারের পরও অনেক উপজেলায় বিএনপির নেতা-কর্মীরা নির্বাচন নিয়ে বিভক্ত বা দোটানায় রয়েছেন। এর একটি পিরোজপুরের ইন্দুরকানি উপজেলা। সেখানে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের তিনজন প্রার্থীর বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফায়জুল কবির তালুকদার।

এই উপজেলায় বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক বেশি বলে মনে করা হয়। ২০০৯ সালে এই উপজেলার প্রথম নির্বাচনে ফায়জুল কবিরের ভাই ইকরামুল কবির তালুকদার চেয়ারম্যান হন। ২০১৪ সালে চেয়ারম্যান হন জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ছেলে মাসুদ সাঈদী। ২০১৯ সালে বিএনপি ও জামায়াত নির্বাচন বর্জন করলে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এম মতিউর রহমান চেয়ারম্যান হন। এবারও তিনি চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী। দলের আরও দুজন নেতা জিয়াউল আহসান গাজী ও শেখ আবুল কালাম আজাদও প্রার্থী হয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, আওয়ামী লীগের তিন প্রার্থীর বিপরীতে ভোটের হিসাব-নিকাশে ফায়জুল কবির অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছেন। তবে এটি নির্ভর করবে সুষ্ঠু ভোট এবং কেন্দ্রে বিএনপি-জামায়াতের ভোটারদের উপস্থিতির ওপর। যদিও এরই মধ্যে বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ফায়জুল কবির বিপাকেই পড়েছেন।

এ বিষয়ে ইন্দুরকানি উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর কবির বলেন, বিএনপির নেতা-কর্মীদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। ফায়জুল কবির তালুকদার দীর্ঘদিন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক থাকায় দলের সমর্থক সাধারণ ভোটাররা তাঁকে বিএনপির লোক মনে করেন। সে জন্য হয়তো কেউ কেউ তাঁকে ভোট দেবেন।

বহিষ্কারের পরও বিএনপির নেতারা নির্বাচন থেকে সরছেন না। এর অন্যতম কারণ, এবারের উপজেলা নির্বাচনে 'নৌকা' প্রতীক না থাকা, একই সঙ্গে এক উপজেলায় আওয়ামী লীগের একাধিক নেতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দেখা গেছে, যেসব উপজেলায় বিএনপির নেতারা প্রার্থী হয়েছেন, তার সব কটিতেই আওয়ামী লীগদলীয় একাধিক প্রার্থী রয়েছেন। নির্বাচনে জয়ের জন্য তাঁরা এ দুটিকেই সুযোগ হিসেবে দেখছেন।

সুনামগঞ্জের দিরাই ও শাল্লা উপজেলার দুটিতেই চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের সাত প্রার্থীর বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিএনপির (বহিষ্কৃত) দুই নেতা। দিরাই উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ রায়, জেলা আওয়ামী লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক আজাদুল ইসলাম, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি রঞ্জন কুমার রায় ও জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি রিপা সিনহা প্রার্থী। তাঁদের সঙ্গে লড়ছেন উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক (বহিষ্কৃত) মো. গোলাপ মিয়া।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংবাদ সম্মেলন বয়কট করলেন সাংবাদিকরা

ঢাকা, ৮ মে : সাংবাদিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা তুলে না নেয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডাকা সংবাদ সম্মেলন বয়কট করেছেন গণমাধ্যমকর্মীরা। বুধবার দুপুর আড়াইটায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডাকা জরুরি সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে প্রায় শতাধিক সংবাদকর্মী প্রোগ্রামটি বয়কট করেন।নিষেধাজ্ঞা তুলে না নেয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সব অনুষ্ঠান বর্জনের ঘোষণা দেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যালয়ের চতুর্থ তলায় সুদহারের নতুন পদ্ধতি ও ডলারের বিনিময় হার নিয়ে সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর হাবিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। সাংবাদিকেরা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে প্রবেশাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুললে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা তার কোনো সুরাহা দিতে পারেননি। এর প্রতিবাদে সাংবাদিকেরা তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ সম্মেলন বর্জন করে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে অবস্থান নেন সাংবাদিকেরা।

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

IATA | Biman | BRITISH AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR | KUWAIT | Emirates

Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824

We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro

Worldwide Money Transfer

Bureau De Exchange

Cargo Services

আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।

আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।

ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।

Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877

We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm

For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS

আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

যে কারণে উপজেলায় বিএনপি'র এত নেতা প্রার্থী

ঢাকা, ৮ মে : ৭ই জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচনে গেলেই নিশ্চিত এমপি হওয়ার সুযোগ ছিল বিএনপি নেতাদের সামনে। সরকারি দলের তরফ থেকে অনেকটা প্রকাশ্যেই দেয়া হয়েছিল এমন লোভনীয় অফার। কিন্তু দলীয়ভাবে বর্জন করায় দু-একজন ছাড়া বিএনপি'র কোনো নেতাই একতরফা ওই নির্বাচনে অংশ নেননি। এমনকি দলটির ভোট বর্জনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাধারণ ভোটাররা কেন্দ্রমুখী হননি। কিন্তু উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চিত্র ভিন্ন। দলের হাইকমান্ডের নির্দেশনা উপেক্ষা করে চার ধাপের উপজেলা নির্বাচনে বিএনপি'র তৃণমূলের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী প্রার্থী হয়েছেন। দফায় দফায় কেন্দ্রের শোকজ ও বহিষ্কারাদেশের পরও প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেননি তারা। উলটো বহিষ্কৃত প্রার্থীদের পক্ষে মাঠে প্রচারণা চালাচ্ছেন মাঠ পর্যায়ের অনেক নেতা। যেখানে নিশ্চিত সংসদ সদস্য হওয়ার সুযোগ থাকার পরও যেসব নেতা জাতীয় নির্বাচনে যাননি তারা কেন উপজেলায় প্রার্থী হলেন। এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন বিএনপি'র দায়িত্বশীল একাধিক নেতা।

তারা বলেছেন, ৭ই জানুয়ারির নির্বাচনের আগে বিএনপি'র তৃণমূল নেতাকর্মীদের ধারণা ছিল- পশ্চিমা বিশ্বের তৎপরতার কারণে এবার একতরফা নির্বাচন করতে পারবে না সরকার। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ৭ই জানুয়ারির নির্বাচনের পর তাদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা বিরাজ করছে। এলাকায় রাজনৈতিক অবস্থান ধরে রাখতে ও হতাশা কাটিয়ে উঠতে অনেক নেতা উপজেলায় প্রার্থী হয়েছেন। এ ছাড়া উপজেলায় বিএনপি'র যেসব নেতা প্রার্থী হয়েছেন তাদের একটি অংশ দলের কমিটি গঠনের সময় অবমূল্যায়িত হয়েছেন কিংবা পদবঞ্চিত হয়েছেন। অনেককে আগে থেকেই বহিষ্কার করে রাখা হয়েছে। অনেকের আবার এলাকায় জনপ্রিয়তা ও পারিবারিক-সামাজিক অবস্থান রয়েছে। তারা মনে করছেন- প্রায় প্রতিটি উপজেলায় সরকার দলের একাধিক প্রার্থী রয়েছে। আওয়ামী লীগের ভোট তাদের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। সেক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে বিএনপি প্রার্থীরা। তাদের বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। সেই সমীকরণ থেকে অনেকে প্রার্থী হয়েছেন।

এ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার বাইরে থাকার কারণে অনেকে মামলা-হামলার শিকার হয়েছেন, অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য হারিয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। দলের এমন অনেক নেতা ও নেত্রী ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়েছেন। তাদের বিশ্বাস- নির্বাচনে জয়ী হতে পারলে সরকারের মামলা-হামলার নিপীড়ন থেকে বাঁচা যাবে।

এদিকে উপজেলায় প্রার্থী হওয়া নেতাদেরকে নির্বাচন থেকে সরানোর ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। শুধু কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে বহিষ্কারের হুমকি ও শোকজ নোটিশ পাঠিয়ে দায় এড়ানো হয়েছে। প্রার্থিতা প্রত্যাহার করানোর জন্য স্ব স্ব জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র নেতাদের দিলে ফলাফল অন্য রকম হতো বলে মনে করছেন তারা।

বিএনপি'র দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে প্রথম ধাপে বিভিন্ন উপজেলায় ৮১ জন নেতা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়েছেন। গত ২৬শে এপ্রিল ৭৩ জন, ২৭শে এপ্রিল ৩ জন, ২৯শে এপ্রিল আর ১ জন এবং ৩০শে এপ্রিল ৪ নেতাকে বহিষ্কার করে বিএনপি। এরপর দ্বিতীয় ধাপে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে ৬১ জন নেতা প্রার্থী হন। তাদের মধ্যে চেয়ারম্যান প্রার্থী ২৬ জন, ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী ১৯ জন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী ১৬ জন রয়েছেন। গত ৪ঠা মে তাদের সকলকে দলের সব ধরনের পদ থেকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি। এ ছাড়া দ্বিতীয় ধাপে প্রার্থী হওয়ায় গতকাল আরও ৩ নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এদিকে তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বিপুলসংখ্যক বিএনপি নেতা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদেরও পর্যায়ক্রমে বহিষ্কার করা হবে।

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার চেয়ারম্যান প্রার্থী ও জেলা বিএনপি'র মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় মুক্তিযুদ্ধ দলের যুগ্ম সম্পাদক মো. আব্দুল মান্নান বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। এখানে দলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তখন বিএনপি'র ভোট

বয়কটের সিদ্ধান্ত ছিল সঠিক। কিন্তু উপজেলা পরিষদ নির্বাচন কোনো দলীয় নির্বাচন নয়। আমি স্বতন্ত্র নির্বাচন করছি। এই নির্বাচনে ভোট বয়কটের বিষয়টি যদি আরও কয়েক মাস আগে দেয়া হতো বিষয়টি বিবেচনা করা যেতো। কিন্তু এখন নির্বাচনে মাঠে নেমে গেছি, তাই সরে দাঁড়ানোর সুযোগ নেই। ভোটারদের কাছে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। তাছাড়া ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার কারণেই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি। পাশাপাশি আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা।

প্রথম ধাপের প্রার্থী ও নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলা বিএনপি'র সাবেক সভাপতি এবং দুইবারের সাবেক চেয়ারম্যান আতাউর রহমান মুকুল বলেন, এখানে ৪ জন প্রার্থীর মধ্যে আমার মাঠের অবস্থান খুব ভালো। জনপ্রিয়তায় আমার ধারে কাছে কেউ নেই। সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আমার বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। তিনি আরও বলেন, স্থানীয় প্রার্থী বেশি হওয়ায় জাতীয় নির্বাচনের চেয়ে উপজেলায় ভোটার উপস্থিতি বেশি হবে। সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার চেয়ারম্যান প্রার্থী ও উপজেলা বিএনপি'র সাবেক সহ-সভাপতি এবং উত্তর বড়দল ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কাসেম বলেন, ঠুনকো অভিযোগে আমাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দল বর্জন করলেও আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছি। এলাকায় আমার বিপুল জনপ্রিয়তা রয়েছে। সুষ্ঠু ভোট হলে বিজয়ের ব্যাপারে আমি শতভাগ আশাবাদী।

এ বিষয়ে বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, বিএনপি নেতাদের প্রার্থী হওয়ার মূল কারণ হলো- গত ১৭ বছর ধরে জোর করে ক্ষমতা দখল করে রাখায় স্থানীয় পর্যায়ে তারা বঞ্চিত হয়ে আসছেন। আমাদের দলের তৃণমূলের কিছু নেতা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। সে কারণে দলীয় নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে তারা প্রার্থী হয়েছেন। এতে দলীয় শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটায় তাদের বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, সরকার একতরফা জাতীয় নির্বাচন করার পর দেশে-বিদেশে আস্থার সংকটে ভুগছে। সেজন্য উপজেলা নির্বাচনকে প্রলোভনের ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করছে। আমাদের দলের কিছু নেতা এই প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়েছে। তবে সেই সংখ্যাটা বেশি নয়। দলের নির্দেশনা অমান্য করে তারা বিশ্বাসঘাতকার পরিচয় দিয়েছে। ইতিমধ্যে তাদের বহিষ্কার করে দলকে আগাছামুক্ত করেছি। কিন্তু যারা আন্দোলন-সংগ্রামে ছিলেন তারা কেউই উপজেলায় প্রার্থী হননি।

বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, বিএনপি'র যারা চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়েছেন তারা ৫-১০ বছর আগে দল করতো, এখন আর তারা পদ-পদবিতে নেই। ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী যারা হয়েছেন তারা কেউ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের চাপে হয়েছেন কেউ বা অর্থের লোভে হয়েছেন। কিন্তু তারা মাঠে প্রচারণার জন্য কর্মী পাচ্ছে না। এই নির্বাচন নিয়ে কারও কোনো আগ্রহ নেই।

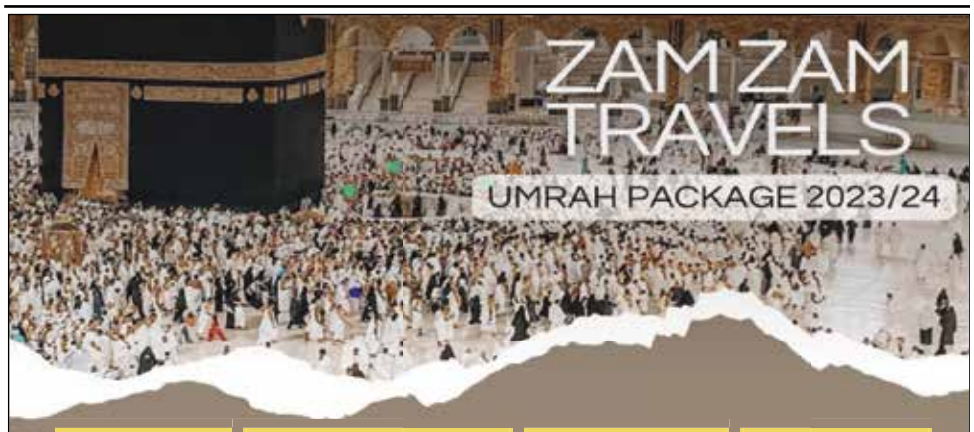

	DATES	HOTEL	ROOM PRICES
OCTOBER	DEPARTURE 18 OCT 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 28 OCT 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,480 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,535 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,640 PER PERSON
DECEMBER	DEPARTURE 21 DEC 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 30 DEC 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ROYAL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,730 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,795 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,940 PER PERSON
FEBUARY	DEPARTURE 8 FEB 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 17 FEB 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,520 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,565 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,685 PER PERSON

THESE PACKAGES INCLUDE: TICKETS, VISA, HOTELS IN MAKKAH & MADINA, FULL TRANSPORT INCLUDING ZIARAH

ZAMZAM TRAVELS
388 GREEN STREET LONDON E13 9AP
TEL: 02084701155 MOB: 07984714885 EMAIL: MAIL@ZAMZAMTRAVELS.COM

সাইন লিংক | SIGNS | PRINTS

Sign Link সাইন লিংক SIGN MAKER Est. over 25 years

- Shop Signs
- Banners
- Light Boxes
- Menu Boxes
- 3D Signs
- Metal Trays
- Vinyl Graphics
- Takeaway Menu
- In Menu
- Bill Books
- T-Shirts / Bags
- Rubber Stamps
- Leaflet / Poster
- Business Cards

Signs - Banners - Stamps - Printing & Arts

17 Fordham Street, London E1 1HS | Tel: 0207 377 7513 Mob: 07944 244295 | Email: signlink@yahoo.com Web: www.signlinklondon.co.uk

Good News | Islamic & English Nikah Register Office | সুখবর সুখবর কাজী অফিস লন্ডন

মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে চ্যারিটি কমিশনের পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে মুসলিম নিকাহ, ম্যারিজ সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।

Good News: We arrange Nikah, Marriage Certificate and Divorce Certificate for Charity Commission

Charity Commission Authority Charity No: 1125118

জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা, নয়া লখাহাটি, ছাতক
এর পক্ষ থেকে দেশবাসী ও প্রবাসী মুসলমান ভাই ও বোনদের খেদমতে সাহায্যের আবেদন
শিশ শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) পর্যন্ত নরানী, হিফজ ও আলিমি বিভাগ ৭৫০ ছাত্রী, ২৭ শিক্ষক
নবী করিম (সা.) বলেছেন মৃত্যুর পর মানুষের সকল আমল বন্ধ হয়ে যাবে কেবল তিন ধরনের আমল জারী থাকবে ১. ছদকায়ে জারিয়া ২. উপকারি ইলম ৩. ইয়াদগার নেক সন্তান । (আল হাদিস)
উক্ত মাদরাসায় আপনাদের লিল্লাহ, সাদাকা, যাকাত, ফিতরা গরিব, ইয়াতিম এবং অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন। বিশেষ করে মাহে রমজানে বেশি বেশি করে সাহায্য করুন
Help The Poor & Needy Children Get The Right Islamic Education

Uk Bank Account
Madinatul Uloom Welfare Trust
Natwest Bank
Ac No: 10472649
Sort Code: 60-02-63

Uk Bank Account
Madinatul Uloom Welfare Trust
HSBC BANK
Ac No: 41538829
Sort Code: 40-02-33

আকবরী হজ্জ ও ওমরাহ সার্ভিস
দক্ষ আলিমদের সাথে হজ্জ ও ওমরাহ করার সুবিধা প্রতি সাপ্তাহ এবং প্রতি মাসে আমাদের গ্রুপ প্যাকেজ রয়েছে

আরবি ও ইসলামিক পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে
দক্ষ ইমামদের দ্বারা বাচ্চাদের পড়ানো হয় কায়েদা, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সিরাহ, দোয়া
কুরআন ও হাদিস দ্বারা ইসলামিক রুকাইয়্যা করার ব্যবস্থা রয়েছে

Printing | Wedding | Catering Services
Office Adreess
7a, Burslem Street, London, E1 2LL
E: shamsul1997@hotmail.co.uk M: 07484639461

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)
চেয়ারম্যান - মদিনাতুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে
খতিব আল আকসা মসজিদ , ওকলেন্ড লন্ডন
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সপাল -
জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা, নয়া লখাহাটি, ছাতক

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

বাংলাদেশ বিমানকে বাঁচান

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস আর লোকসান একসময় সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছিল। খাতাপত্রে লোকসান কমলেও ঋণের বোঝা বহন করা এ সংস্থার নিয়তির লিখন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিমানের রথী-মহারথীদের একাংশের কর্মকাণ্ড আরব্য উপন্যাসের বাগদাদের চোরকেও যে হার মানায় তা একটি ওপেন সিক্রেট। বিশ্ব পরিসরে যাত্রী পরিবহনে বিমানের অবস্থান আফ্রিকার দরিদ্র দেশ ইথিওপিয়ার বিমান সংস্থারও অনেক অনেক নিচে। অথচ বাংলাদেশের অন্তত ১ কোটি মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত। তারা দেশে আসা এবং কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিমানে চলাচল করাই পছন্দ করেন। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে হজ ও ওমরাহ পালন করেন কয়েক লাখ মানুষ। তারপরও বিমান লোকসান গুনেছে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার সুবাদে। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) ও পদ্মা অয়েল কোম্পানির কাছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের রয়েছে বিপুল পরিমাণ দেনা। গত বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বেবিচকে দেনা ছিল ৫ হাজার ৬১৭ কোটি টাকা। আয়-ব্যয় বিবরণীতে লাভ দেখালেও গত নভেম্বর পর্যন্ত বিমানের কাছে পদ্মা অয়েলের পাওনা ছিল ১ হাজার ৯৯৭ কোটি টাকা। বিমান ২০২২-২৩ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রুটে ৩১ লাখ যাত্রী পরিবহন করেছে। আগের অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ২২ লাখ। এক বছরের ব্যবধানে ৯ লাখ বেশি যাত্রী পরিবহন করলেও এর প্রতিফলন নেই বিমানের নিট মুনাফায়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৩৭ কোটি টাকা মুনাফা করলেও গত অর্থবছরে করেছে কেবল ২৮ কোটি টাকা। রুটভিত্তিক লাভ-লোকসানের দিক থেকে বিমান সবচেয়ে বেশি লোকসান করে ঢাকা-ম্যানচেস্টার রুটে। শুরু থেকে এ রুটে শুধু লোকসান গুনছে। ঢাকা ও কানাডার টরন্টো রুটেও অভিন্ন অবস্থা। মধ্যপ্রাচ্য বিমানের রেভিনিউ জেনারেটিং রুট হিসেবে বিবেচিত হলেও কুয়েত-আবুধাবি দুবাইয়ের মতো জনপ্রিয় রুটেও প্রতিদিন ১ কোটির বেশি টাকা গচ্চা যাচ্ছে। দেশের মর্যাদার স্বার্থেই লোকসানি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিমানের যে দুর্নাম গড়ে উঠেছে তা রোধে সক্রিয় হতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রক্ষা করুন

এ কে এম শাহনাওয়াজ

আশির দশকের পর থেকে বলা যায় আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় বড় রকমের ধস নেমেছে। বিশেষ করে যখন থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কলুষিত রাজনীতির থাবা পড়েছে।

বিএনপি, আওয়ামী লীগ আর জাতীয় পার্টি যে দল যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছে, সব দলের নেতারাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক ঔজ্জ্বল্যের কথা না ভেবে সেগুলোকে নিজ দলের রাজনৈতিক শক্তির আখড়া বানাতে চেয়েছে। অনেক নৈরাজ্যের পর জাতীয় পার্টি প্রধান রাষ্ট্রপতি এরশাদ যখন সুবিধা করতে পারেননি, তখন ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতিতে কিছুটা রাশ টানার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু বিএনপি আর আওয়ামী লীগ নেতারা রাজনৈতিক শক্তি কুক্ষিগত করতে কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে চাননি। বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান সৃষ্টির পীঠস্থান হওয়া উচিত কিনা এসব রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকের ভাবার বিষয় নয়-রাজনৈতিক শক্তির চর্চায় কতটা এগিয়ে এটি তাদের রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য। তাই আশির দশকের পর থেকে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আর ফজলুল হালিম চৌধুরী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বা খান সরওয়ার মুর্শীদের মতো পণ্ডিত শিক্ষাবিদদের উপাচার্য হিসাবে পাইনি।

যারা ক্ষুদ্র রাজনৈতিক মতাদর্শে আবদ্ধ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে কালিমা লিপ্ত করেননি। রাজনৈতিক দীক্ষা নয়, ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্য ও ধীশক্তি দিয়েই তারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করেছেন। তাদের সময় ছাত্র রাজনীতি ষণ্ডাতন্ত্রে পরিণত হয়নি। শিক্ষক রাজনীতি এর সৌন্দর্য হারায়নি। আজ কালিমাযুক্ত রাজনীতি এমনভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে, এখন আর একাডেমিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে অহংকার করার আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে মাঝেমধ্যে পাণ্ডিত্য-মেধায় উল্লেখ করার মতো উপাচার্য পাওয়া যায়নি তেমন নয়; কিন্তু তারাও নষ্ট রাজনীতির ঘেরাটোপ থেকে বেরোতে পারেননি। অনেক কিছুর সঙ্গে আপস করে চলতে হয়েছে। সুতরাং, এমন পরিবেশে জ্ঞানচর্চা করা কঠিন। এ কারণেই বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে তলানিতেও খুঁজে পাওয়া যায় না দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে।

এ নিয়ে আমাদের শাসকদের মাথাব্যথা থাকে না। তাদের রাজনীতিটা শানিত থাকলেই ভালো। আর শিক্ষাক্ষেত্রে বড় কোনো উন্নতিরও সম্ভাবনা নেই। কারণ, কোনো বিজ্ঞ শিক্ষাবিশেষজ্ঞ নন, সংকীর্ণ রাজনীতির দীক্ষা পাওয়া ব্যক্তিরাই দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিচালনা করছেন। তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরামর্শ দিচ্ছেন দলীয় বলয়ের বিশেষজ্ঞরা। ফলে শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুণগত পরিবর্তন আশা করব কেমন করে! নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘনঘন উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন হতে দেখিনি। রাজনীতিকরণ না হওয়ায় উপাচার্যরা প্রশাসন পরিচালনায় অনেকটা সমদর্শী ছিলেন। ন্যায়নুগভাবে প্রশাসন পরিচালনা করায় ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারী কারও মধ্যে বড় কোনো ক্ষোভ তৈরি হতো না। ছোটখাটো যা অসন্তোষ তৈরি হতো, তা উপাচার্য ও তার প্রশাসনের সহকর্মীদের মেধা ও ব্যক্তিত্বের শক্তি দিয়ে সমাধান করা সম্ভব হতো। এখন তো সে অবস্থা নেই বললেই চলে।

এখন উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য নিয়োগ হচ্ছে পাণ্ডিত্য ও মেধা বিচারে নয়-দলীয় আনুগত্য বিচারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি আর শিক্ষক রাজনীতি কোনোটিই মুক্তবিবেক দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে না। সুতরাং, একজন উপাচার্য নিয়োগ পাওয়ার পরই দলীয় শিক্ষক রাজনীতির বলয়ে বাঁধা পড়ে যান। দলীয় ছাত্রনেতাদের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে উপাচার্যের ওপর। এসবের কারণে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে ভাঙন ধরে। দলীয় রাজনীতিতে অংশ না নিলে বা ভিন্ন দল-মতে থাকলে তারা সব ধরনের ন্যায্য সুবিধাবঞ্চিত হন; সাধারণ শিক্ষার্থীরা নিগৃহীত হয় দাপুটে দলীয় ছাত্রদের হাতে।

এসবের কারণে ক্রমেই প্রশাসনবিরোধী একটি সংগঠিত শক্তি বড় হতে থাকে। আর এর বিরূপ ফল হিসাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে জোরালো আন্দোলন দানা বাঁধে। আমাদের দলীয় সরকার আন্দোলনের যৌক্তিকতা বিচার করে শুরুতেই সমাধানের পথে হাঁটে না। খুব ঘোলাটে হয়ে গেলে, শিক্ষা পরিবেশের অনেকটা ক্ষতি হলে সিদ্ধান্তে আসে।

সম্প্রতি এমনই একটি অচল অবস্থা চলছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সংকটটি হঠাৎ করে হয়নি। দলীয় উপাচার্য হলেও এর আগের দু-একজন উপাচার্য সাফল্যের সঙ্গে তাদের সময়কাল অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। কিন্তু শুনেছি বর্তমান উপাচার্য আসার অল্প সময় পর থেকে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। এর দায় উপাচার্য মহোদয়, না অন্য পক্ষের বেশি, সে বিচার আমি করতে পারব না।

তবে তিনি যে উদারভাবে নীতিনির্ধারণ না করে একটি বলয়ের ভেতর নিজেকে আটকে ফেলেছিলেন, তা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের বিশ্লেষণে এবং দুপক্ষের নানা লিফলেটের বক্তব্য পড়ে বোঝা যায়। যতই বিরুদ্ধ মত থাক, একজন সফল উপাচার্যের উচিত সব পক্ষের দূরত্ব কমিয়ে আনা। বর্তমান উপাচার্য সম্ভবত সে পথে হাঁটেননি। কয়েক মাস আগেও শিক্ষক সমিতির শিক্ষকদের সঙ্গে উপাচার্য, ট্রেজারার ও অনুগত রেজিস্ট্রার, প্রক্টর প্রমুখ এবং ছাত্রলীগের বহিরাগতদের হাতে শিক্ষক সমিতির শিক্ষকদের লাঞ্ছিত হওয়ার কথা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল।

অবশ্য উপাচার্যের পক্ষ থেকে উলটো অভিযোগও ছিল। তবে যে ভিডিও তখন প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে ছাত্রলীগের বহিরাগত সন্ত্রাসীরা শিক্ষকদের ওপর হামলে পড়েছিল, তেমন চিত্রই দেখা গিয়েছে। অবশ্য এমন ভিডিও দেখে পূর্ণ বিচার করা সম্ভব নয়। কয়েকদিন আগের ঘটনাটি অনেক বেশি ন্যক্কারজনক। ভিসিবিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় একপর্যায়ে ভিসি ও রেজিস্ট্রারের অনুপস্থিতিতে তাদের কক্ষ তালা দেন শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তারা। এ সংস্কৃতিটিও বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। তবে তেমন পরিস্থিতিতে উভয়পক্ষের আলোচনার বৈঠকে বসে মীমাংসার পথে হাঁটা উচিত ছিল। কিন্তু উপাচার্য মহোদয় ছাত্রলীগ নামধারী বহিরাগতদের এনে শক্তি প্রয়োগের পথে হেঁটেছেন।

এ নিয়ে পালটা বক্তব্যও আমরা শুনেছি। তবে অনেক ভিডিওচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। দেখা গেল এবারও বহিরাগত ছাত্রলীগের ছেলেদের ব্যবহার করা হয়েছে। ওরা জমায়েত হওয়া শিক্ষকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে শিক্ষকদের। একাধিক শিক্ষকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে জেনেছি, প্রক্টর একজন শিক্ষক হয়েও প্রতিবাদী শিক্ষকদের দু-একজনকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছেন। আমি অগ্র-পশ্চাৎ সব হিসাব বাদ দিয়ে বলব, আন্দোলন দমন করতে ছাত্রলীগ এবং বহিরাগতদের ব্যবহার করা একজন ভিসির জন্য নৈতিক পরাজয়।

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে থানায় পালটা জিডি করাটা প্রশাসনের জন্য কি শোভন হয়েছে? সমাধানের জন্য যৌক্তিক কোনো পথে ভিসি কেন হাঁটলেন না, এ এক বিস্ময়! প্রশাসনের বড় দুর্বলতা প্রকাশ পেল আন্দোলনের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার চিত্রে। আমাদের দেশে নষ্ট ছাত্র রাজনীতির যুগে হলে হলে মারামারি হলে, উত্তেজক অবস্থা বিরাজ করলে, আরও ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে জরুরি সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে হল খালি করার নোটিশ দেয়। কিন্তু শিক্ষক আন্দোলনের মুখে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা ভিসি ও তার সহযোগীদের আত্মরক্ষার কৌশল ছাড়া অন্য কিছু নয়। এটি প্রশাসনের বড় রকমের দুর্বলতা।

আরও বিস্ময়কর কথা জানলাম সংবাদমাধ্যমে, যেখানে এ আন্দোলনে সাধারণ ছাত্রদের সংশ্লিষ্টতা নেই, সেখানে হলগুলো বন্ধ করা হলো কেন, এমন প্রশ্নে ভিসি মহোদয় বললেন, হলগুলোতে নাকি অনেক অস্ত্র ঢুকেছে। তাহলে এর সমাধান হল বন্ধ করা কেন? প্রশাসনের কর্তব্য ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় অস্ত্র উদ্ধার করা। এসব ছন্নছাড়া কথা, আচরণ ও সিদ্ধান্তে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনায় মারাত্মক সংকট তৈরি হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তে এখন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এক ধরনের অনাস্থা তৈরি হয়েছে। তারা হল না ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেশ বড় মানববন্ধনও করে ফেলেছে। আমরা মনে করি, মন্ত্রণালয়ের এখন এগিয়ে আসা উচিত। এখনি ভূমিকা না রাখলে মন্ত্রণালয়কেও জবাবদিহি করতে হবে।

গণমাধ্যমের খবরে জানা গেল, প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব পালন করা অনেক শিক্ষক উপাচার্যের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে পদত্যাগ করছেন। অর্থাৎ প্রশাসনের সমর্থক শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমে ছোট হয়ে আসছে। এ ঘটনার পর শিক্ষক সমিতি ও সাধারণ শিক্ষকের বড় অংশ ভিসি অপসারণের এক দফা আন্দোলন ঘোষণা করেছে। নিকট অতীতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় একই ধরনের আন্দোলনে আমরা দেখেছি সহজ সমাধানের পথে না হেঁটে সরকারপক্ষ লেবু কচলে সময়ক্ষেপণ করে শেষ পর্যন্ত তিক্ততা বাড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মাটির পৃথিবীতে নেমে আসতে হয়। ততক্ষণে শিক্ষা পরিবেশের অনেকটা ক্ষতি হয়ে যায়। আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সরকারকে অনুরোধ করব, সূচনায় যৌক্তিক সমাধান দেওয়া পরাজয় নয়। বরঞ্চ জলঘোলা করে পিছুহটাটা লজ্জার।

শুনেছি সিংহভাগ শিক্ষক ভিসি মহোদয়ের প্রতি অখুশি। অনেকদিন থেকেই ক্ষোভ তৈরি হচ্ছিল। অনেকের অভিযোগ, তিনি শিক্ষকদের প্রমোশন ও শিক্ষাছুটি দেওয়ার ব্যাপারে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেননি। তার প্রতি নানা দুর্নীতিরও অভিযোগ রয়েছে। পরিস্থিতি যখন জটিল হচ্ছিল, তখনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত করে দেখা উচিত ছিল। জটিল জট পাকানোর পর হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের পরও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী স্কুল খোলা রাখার পক্ষে আপিল করার চিন্তা করেছিলেন। পরে অবশ্য মন্ত্রণালয় সরে এসেছে। স্কুল খোলা রাখার পক্ষে মন্ত্রী মহোদয় যেসব যুক্তি দিয়েছেন, তা আমার ভালো লেগেছে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ক্ষতি নিয়ে তার ভাবনা অভিভাবকসুলভ। আমরা আশা করি, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে অচল অবস্থার দিকে যাচ্ছে, তা তিনি হতে দেবেন না। আন্দোলন যদি তিনি অহেতুক মনে করেন এবং উপাচার্যের অবস্থানকে ঠিক মনে করেন, তবে সে আলোকেই সমাধান দিন। আর উলটোটি হলে ব্যবস্থা নিন। যেহেতু এখন মেধাবী পণ্ডিত অধ্যাপকদের বেছে বের করার প্রয়োজন দলীয় সরকারগুলোর নেই। আর বর্তমান বাস্তবতায় তাদের আগ্রহও থাকবে না। তাই উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়ার মতো উৎসাহী দলীয় অধ্যাপক খুঁজে পাবেন সহজেই। সেখান থেকে কোনো একজনকে নিয়োগ দিয়ে উদ্ভূত সংকটের নিরসন করুন। আমাদের বড় চাওয়া কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্রুত শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসুক।

আমাদের সরকারপক্ষের দায়িত্বশীলদের বলছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে অতি দলীয়করণ কখনো সুফল বয়ে আনে না। এতে করে শিক্ষা ও গবেষণা যেমন বিপদাপন্ন হয়, প্রশাসনেও তৈরি হয় অস্থিরতা। উন্মত্ত ছাত্র রাজনীতি এবং সংকীর্ণ শিক্ষক রাজনীতি দিন দিন মর্যাদা নষ্ট করছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। আর কালক্ষেপণ না করে নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে।

এ কে এম শাহনাওয়াজ : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রামে চলন্ত অটোরিকশায় প্রেমিক ও চালকের হাতে তরুণী ধর্ষিত

ঢাকা, ৮ মে : চট্টগ্রাম নগরীর ইপিজেড এলাকায় সিএনজিচালিত চলন্ত অটোরিকশায় এক তরুণীকে তার প্রেমিক ও ওই অটোরিকশাচালক পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ করেছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত দুই জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার রাতে নগরের ডবলমুরিং ও হালিশহর থানা এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলো- তরুণীর প্রেমিক সাগর (১৯) ও অটোরিকশাচালক আক্তার (৩০)।

ডবলমুরিং থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার সন্ধ্যায় ডবলমুরিং এলাকা থেকে সাগর নামে এক যুবক তার বান্ধবীকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার জন্য আক্তারের গাড়িতে ওঠে। আক্তার আর সাগর আগে থেকে পরিচিত ছিল। সন্ধ্যা ৭টায় ইপিজেড এলাকার নির্জন রাস্তায় চলন্ত গাড়িতে সাগর তার বান্ধবীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

রাত ৮টার দিকে চালক আক্তার নির্জন জায়গায় গাড়ি থামালে সাগর তার বান্ধবীকে মারধর করে। একপর্যায়ে সাগরকে ফেলে তার বান্ধবীকে ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করে। পরে রাত ১১টায় ডবলমুরিং থানা এলাকায় তাদের নামিয়ে দিয়ে চলে যায় চালক আক্তার। এদিকে এই ঘটনায় ভুক্তভোগী তরুণী থানায় অভিযোগ করে।

পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান শুরু করে। পুলিশের তৎপরতা টের পেয়ে ডবলমুরিং এলাকার মিস্ত্রিপাড়া লাল মসজিদের পাশে সিএনজিটি রেখে পালিয়ে যায় চালক আক্তার। এরপর ডবলমুরিং এলাকা থেকে সাগরকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে বন্দরটিলা এলাকায় আক্তারকে ধরতে অভিযান শুরু করে পুলিশ। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আক্তার ভোলায় পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। খবর পেয়ে ডবলমুরিং থানার কয়েকটি টিম বড়পোল, অলংকার, একে খান এবং ভাটিয়ারীতে বিভিন্ন বাসে তল্লাশি চালাতে থাকে। দিবাগত রাত ২টায় বাসে করে পালানোর সময় হালিশহরের বড়পোল বাসস্ট্যান্ড থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফজলুল কাদের পাটোয়ারী বলেন, এক তরুণীকে তার প্রেমিক সিএনজি অটোরিকশায় প্রথমে ধর্ষণ করেছে।পরে অটোরিকশাচালক প্রেমিককে মারধর করে ফেলে এই তরুণীকে ধর্ষণ করে। এই বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে আমরা পর্যায়ক্রমে দুই অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করেছি।

সংসদে মুজিবুল হক এমপি

ব্যারিস্টার সুমন ফেসবুকে যা বলেছেন, তাতে সংসদ সদস্যরা বিব্রত, ভুক্তভোগী

ঢাকা, ৮ মে : ফেসবুকে একজন নতুন সংসদ সদস্যের দেওয়া বক্তব্যের কারণে অন্য সংসদ সদস্যরা ভুক্তভোগী হচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ মুজিবুল হক। সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে নতুন ওই সংসদ সদস্যের দেওয়া বক্তব্যে বাকি ৩৪৯ জন সংসদ সদস্য সম্পর্কে ভুল বার্তা যাবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে অনির্ধারিত আলোচনায় অংশ নিয়ে মুজিবুল হক স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য সৈয়দ সায়েদুল হকের (ব্যারিস্টার সুমন) দিকে ইঙ্গিত করে এসব কথা বলেন। অবশ্য মুজিবুল হক তাঁর বক্তব্যে সায়েদুল হকের নাম উল্লেখ করেননি।

মুজিবুল হক বলেন, 'আমাদের হাউসের একজন সংসদ সদস্য, নামটা বলতে চাই না। তিনি নতুন নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ফেসবুকে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে আমরা সবাই ভুক্তভোগী।'

বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ বলেন, তিনি (ওই সংসদ সদস্য) বলেছেন, 'আপনারা জানেন, এমপিরা কত টাকা বেতন পান? তারা তো বলে না, গোপন করে।' তিনি বলেছেন, '১ লাখ ৭২ হাজার টাকা বেতন (মাসিক) পেয়েছেন। আমরা কত টাকা বেতন পাই, তা লুকানোর কিছু নেই, ওয়েবসাইটে গেলে পাওয়া যাবে।'

মুজিবুল হক আরও বলেন, ওই সংসদ সদস্য বলেছেন তিনি ৩ মাসে ২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছেন।

স্পিকারের উদ্দেশে মুজিবুল হক বলেন, 'এই ২৮ কোটি টাকা কি আমি পেয়েছি, আপনি (স্পিকার) কি পেয়েছেন? প্রধানমন্ত্রী কি পেয়েছেন? ইতিমধ্যে ফেসবুক দেখে আমাকে অনেকেই বলছেন ২৮ কোটি টাকা পেয়েছেন, এই টাকা কই?'

মুজিবুল হক বলেন, 'তিনি (সায়েদুল হক) আরও বলেছেন, এমপি হলে যদি এত লাভ হয়, তাহলে আরও আগে এমপি হতাম।'

স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে মুজিবুল হক বলেন, 'কোনো সংসদ সদস্য যদি এমন কোনো কথা বলেন, যে কথায় প্রধানমন্ত্রী, স্পিকারসহ ৩৪৯ জন এমপি সম্পর্কে ভুল বার্তা যাবে। তাঁর সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য যদি এ ধরনের কথায় ভুল বার্তা যায়, বিষয়টা আপনি দেখতে পারেন। আমরা এখানে অনেক কথা বলব, বিতর্ক করব, এমন কথা বলবার অধিকার নেই, যাতে ৩৪৯ এমপির ইজ্জত যাবে। ... তাই অভিভাবক হিসেবে ওই সংসদ সদস্যকে ডেকে তাঁকে কী করবেন, এটা ব্যবস্থা নেবেন।'

প্রসঙ্গত, গত ৮ এপ্রিল সায়েদুল হকের একটি ফেসবুক পেজে সংসদ সদস্যদের বেতনসংক্রান্ত একটি স্ট্যাটাস দেওয়া হয়।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

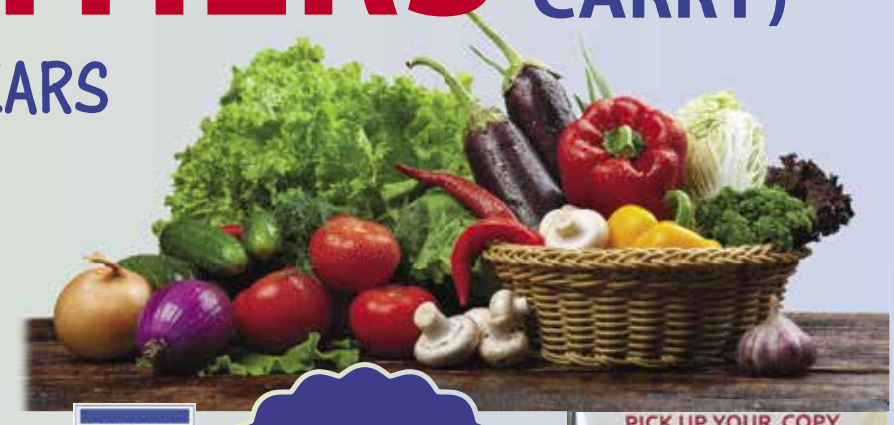

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

যথাযোগ্য মর্যাদায় আলতাব আলীকে স্মরণ

পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডে বর্ণবাদীদের হাতে নৃশংসভাবে আলতাব আলীকে হত্যার ৪৬তম বার্ষিকীতে স্মরণ করার জন্য শনিবার ৪ মে একটি স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সদ্য বিবাহিত ২৫ বছর বয়সী বাঙালি যুবক আলতাব আলী ছিলেন পোশাক কারখানার কর্মী, এবং নিহত হওয়ার মাত্র কিছুদিন আগে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে ফিরেছিলেন তিনি।

১৯৭৮ সালে ব্রিক লেনে কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পথে হোয়াইটচ্যাপেলের পার্কে বর্ণবাদীরা তাকে মারাত্মকভাবে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছিলো, যে পার্কটি এখন তার নাম বহন করে।

টাওয়ার হ্যামলেটস-এ জাতিগত বিদ্বেষ থেকে অনুপ্রাণিত হত্যাকাণ্ড ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেওয়ার জন্য কমিউনিটিকে সংগঠিত করেছিল এবং পূর্ব লন্ডনের জাতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়কে চিহ্নিত করেছিল।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেছেন, "৪ মে আলতাব আলী দিবস আমাদের কমিউনিটির জন্য তাঁর আত্মত্যাগ ও উত্তরাধিকারদের একত্রিত হওয়ার একটা সুযোগ। টাওয়ার হ্যামলেটসে এ ধরনের ঘৃণা প্রতিহত করার একটি দীর্ঘ এবং গর্বিত ইতিহাস রয়েছে এবং দিনটি অতীত থেকে শিক্ষা, কমিউনিটিগুলোর সংহতি এবং বর্ণবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার গুরুত্বের একটি মর্মস্পর্শী অনুস্মারক।"

পুষ্পস্তবক অর্পণ, কবিতা পাঠ এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি হোয়াইটচ্যাপেলের আলতাব আলী পার্কে কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত আলতাব আলী দিবস স্মরণ অনুষ্ঠানের অংশ।

এছাড়াও আলতাব আলী দিবস উপলক্ষে "ফাইটিং ফ্যাসিজম ইন ফোকাসঃ ১৯৭৮" শিরোনামের একটি প্রদর্শনী হোয়াইটচ্যাপেলের ব্র্যাডি আর্টস সেন্টারে ২৫ মে পর্যন্ত প্রদর্শিত হবে (সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ৯টা - সন্ধ্যা ৭টা এবং শনিবার সকাল ১০.৩০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।)

প্রদর্শনীতে ফটোগ্রাফি, পোস্টার আর্ট এবং গ্রাফিক্স ডিজাইনের মাধ্যমে ১৯৭৮ সালের সময় এবং পরে তৈরি করা কাজ রয়েছে, যা ইস্ট এন্ডের ইতিহাসে এবং যুক্তরাজ্যের বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটিকে ধরে রেখেছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

স্বতন্ত্র প্রবাসী ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন যুক্তরাজ্য সফর করেন। তাদের এ সফরকালীন তারা বিভিন্ন সভা সমাবেশে যোগদান করেন। এর একপর্যায়ে হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশ ইউকের পক্ষ থেকে আলাদা আলাদাভাবে তাদের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এতে প্রবাসীদের জন্য অবিলম্বে একটি সতন্ত্র ট্রাইব্যুনাল গঠনের জোরালো দাবী জানানো হয়। এতে উল্লেখ করা হয় যে, প্রবাসীরা দেশে গেলে কুচক্রী মহলের মাধ্যমে নানা হয়রানী ও মিথ্যা মামলার শিকার হন। এতে তারা মারাত্মকভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন ও ক্ষতিগ্রস্ত হন। সাথে সাথে দেশে তাদের সহায় সম্পত্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অহরহ জবরদখল ও বেহাত হচ্ছে। কিন্তু এর কোন প্রতিকার হচ্ছে না। এমতাবস্থায় এ সমস্ত সমস্যা মোকাবেলা করতে গিয়ে তারা দীর্ঘসূত্রিতায় পড়েন। তাই সল্পতম সময়ে এগুলি সুরাহা করতে এ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নাই। এমতাবস্থায় এইচআরপিবিএর পক্ষ থেকে ২০১৯ সাল থেকে এ ট্রাইব্যুনাল গঠনের ক্যাম্পেইন করে আসছে। সাথে সাথে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ থেকে মন্ত্রী-এমপিসহ নানা জনপ্রতিনিধি যুক্তরাজ্য সফরে আসলে তাদের কাছে এ দাবি উত্থাপন করা হয়। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে ট্রাইব্যুনাল গঠনের রুপরেখাও তুলে ধরা হয়েছে -যা এ স্মারকলিপিতে উল্লেখ আছে।

স্মারকলিপি হস্তান্তরকালে মন্ত্রীরা এ দাবির প্রতি তাদের নৈতিক সমর্থনের কথা জানান ও এ ব্যাপারে তাদের সার্বিক ভূমিকা ও সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। এ স্মারকলিপি সংগঠনের পক্ষ থেকে যারা এটা হস্তান্তর ও সহযোগিতা করেন তারা হচ্ছেন, সংগঠনের সভাপতি প্রবিণ সাংবাদিক মো. রহমত আলী, জেনারেল সেক্রেটারী সাবক স্পিকার আয়াস মিয়া, ট্রেজারার শিক্ষক মিসবাহ কামাল, জয়েন্ট সেক্রেটারী আবুল হোসেন, লিগাল সেক্রেটারী সলিসিটর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনি প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক
FISH
RICE
MEAT
CHICKEN
রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

উৎসবমুখর পরিবেশে বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

মাফিজ খান সভাপতি, গুলজার খান সেক্রেটারি, আখলাকুর রহমান কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত

খালেদ মাসুদ রনি, লন্ডন: উৎসবমুখর পরিবেশে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিশ্বনাথবাসীর সর্ববৃহৎ সংগঠন বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাষ্ট ইউকের সাধারণ সভা ও নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। গত ৫ মে নির্বাচনের দিন সকাল থেকে দেশটির বিভিন্ন শহর থেকে ট্রাস্টিরা লন্ডনে এসে জড়ো হন। বেলা বাড়ার সাথে সাথে লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে পূর্ব লন্ডনের ইস্প্রেশন হল।

বিশ্বনাথীদের উপস্থিতিতে নির্বাচন যেন

মিলন মেলায় পরিণত হয়। একে অন্যের সাথে খোশ গল্পে মেতে উঠেন। দীর্ঘ ৭ বছর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় ট্রাস্ট্রিরা উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি নির্বাচিতরা আগামী দিনে এরকম আয়োজন করে একে অন্যের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দিবেন বলে প্রত্যাশা করেন।

এদিকে, দুপুর ১২টা থেকে একটানা বিকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ। রাত ১১ টার পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আলহাজ্ব মানিক মিয়া, কমিশনার জাজ বেলায়েত হোসেন এবং এ কে এম ইয়াহইয়া ফলাফল ঘোষণা করেন। এবারের নির্বাচনে মাফিজ-গুলজার-মনির প্যানেল এবং তাহির-আজম এবং আখলাক প্যানেলের হয়ে ৩৪জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন।

নির্বাচনে ২৮৪ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মাফিজ খান, তাঁর নিকটতম প্রতিদন্দ্বী শেখ তাহির উল্লাহ পেয়েছেন ২৩৫ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে ৩০৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন গুলজার খান, তাঁর নিকটতম প্রতিদন্দ্বী আজম খান পেয়েছেন ২১৪। (১) সহ-সভাপতি পদে ৩০৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন মিসবাহ উদ্দিন, তার নিকটতম প্রতিদন্দ্বী ফারুক মিয়া পেয়েছেন ২৬১ ভোট।

(২) সহ-সভাপতি পদে ফরিদ আহমদ ২৬২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদন্দ্বী শাহ জয়নাল আবেদীন পেয়েছেন ২১০ ভোট। (১) সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে ৩০৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুর রহিম রনজু (২) এবং ২৪৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন কবির মিয়া।

কোষাধ্যক্ষ পদে ২৭৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন আখলাকুর রহমান। তার নিকটতম প্রতিদন্দ্বী মনির আহমেদ পেয়েছেন ২৫৭ ভোট। সহ-কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন হাসিনুজ্জামান নুরু। প্রাপ্ত ভোট ৩২৪। তাঁর নিকটতম প্রতিদন্দ্বী বাবুল হোসেন পেয়েছেন ২৪৪ ভোট।

প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সম্পাদক পদে ২৮৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন শরিফুল ইসলাম। তার নিকটতম প্রতিদন্দ্বী মানিক মিয়া পেয়েছেন ২২৮ ভোট। কালচারেল সেক্রেটারি পদে ২৬৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন দৌলত হোসেইন, তার নিকটতম প্রতিদন্দ্বী হাবিবুর রহমান পেয়েছেন ২৩৯ ভোট।

এছাড়াও কার্যনির্বাহী সদস্য পদে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে নির্বাচিতরা হলেন-আবুল হোসেন মামুন ৩০২, খালেদ খান ২৯৮, সিরাজুল ইসলাম ২৭২, নেছার আলী লিলু ২৮৪, আব্দুস সালাম ২৬৮, শেখ মোবাশির আলী ২৬৫, গয়াস মিয়া ২৫৮। এছাড়া পরাজিত প্রার্থীরা পেয়েছে এম এ গনি ২৪১, মোঃ শামিম আহমেদ ২৩৪, আব্দুল ওয়াদুদ সাহেল ২২৭, শামীম আহমদ ২১৪, মোহাম্মদ আলী ১৯১, কামাল উদ্দিন ২৪৩, সফিক মিয়া ১৮১।

দুপুর ২ টায় ভোট গ্রহন চলাকালী শুরু হয় সাধারণ সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন ট্রাষ্ট্রের সভাপতি মতসির খান। সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ উদ্দিনের পরিচালনায় সভায় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ।

এবারের নির্বাচনে হঠাৎ এসে চমক দেখিয়েছে মাফিজ-গুলজার এবং মনির প্যানেল। নির্বাচিতরা আগামি দিনে সংগঠনকে আরও গতিশীল এবং শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশীজের পক্ষ থেকে গাজার জন্য ৩৬,০০ পাউন্ড প্রদান

ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশীজ-এর পক্ষ থেকে গত ২৯ এপ্রিল সোমবার গাজার নির্যাতিত ফিলিস্তিনীদের জন্য আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা আল খায়ের ফাউণ্ডেশনের কাছে ৩ হাজার ৬শ' পাউণ্ড হস্তান্তর করা হয়েছে।

আল খায়ের ফাউন্ডেশনের পূর্ব লন্ডনের ফিলডগেইট স্ট্রীটস্থ অফিসে অর্থ

হস্তান্তর করেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ড. হাসনাত এম হোসেইন এমবিই। ইন্টারন্যাশনাল ডাইরেক্টর ও সুরমা পত্রিকার সম্পাদক শামসুল আলম লিটন, একাডেমিক ডাইরেক্টর শায়েখ অধ্যাপক আব্দুল কাদের সালেহ ও মিডিয়া ডাইরেক্টর কে এম আবু তাহের চৌধুরী। আল খায়ের ফাউণ্ডেশনের পক্ষে এ নগদ অর্থ গ্রহণ করেন শায়েখ মাওলানা আব্দুল বাছিত ও ইক্বরা বাংলা টিভির প্রোগ্রাম প্রডিউসার রানা হামিদ।

শায়েখ আব্দুল বাছিত গাজার নির্যাতিত মজলুমদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশীজ নামক সংগঠনের সকল কর্মকর্তা ও দাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ড. হাসনাত এম হোসেইন এমবিই বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে গাজায় ও রাফায় আল খায়ের ফাউণ্ডেশনের ত্রাণ তৎপরতা ও মহতি কার্যক্রমের ভূয়শী প্রশংসা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

৯৫তম জন্মদিনে আয়োজিত স্মরণসভায় বক্তারা

জাহানারা ইমাম বাঙালির হৃদয়ে জ্বেলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শিখা

দেশমাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে নিজ সন্তানকে উৎসর্গ করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সব মুক্তিযোদ্ধাদের মা। আর একাত্তরের ঘাতকদের বিচারের দাবিতে গণআদালত গঠন করে বাঙালির হৃদয়ে তিনি জ্বেলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শিখা। তাঁর মৃত্যু নেই। বাঙালির হৃদয়ে তিনি অমর হয়েই থাকবেন।

শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ৯৫তম জন্মদিন উপলক্ষে গত ৩ মে শুক্রবার সন্ধ্যায় লন্ডনে অনুষ্ঠিত এক ভার্চুয়াল স্মরণ সভায় এমন মন্তব্যই উঠে আসে বক্তাদের মুখে।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, যুক্তরাজ্য শাখা আয়োজিত এই স্মরণ অনুষ্ঠানে মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন সংগঠনের দুই উপদষ্টা ব্রিটেনে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মাহমুদ এ রউফ ও রনাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীণ সাংবাদিক, সত্যবাণীর উপদেষ্টা সম্পাদক আবু মুসা হাসান। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ আনাস পাশার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবৃত্তিকার মুনিরা পারভিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি সৈয়দ এনামুল ইসলাম, সহ সভাপতি সাংবাদিক নিলুফা ইয়াসমীন, সহ সভাপতি জামাল আহমেদ খান, সহ সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রাজ, সাংগঠনিক সম্পাদক সুশান্ত দাশ প্রশান্ত, গোলাম কিবরিয়া ও যুক্তরাজ্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সহ সভাপতি এবং ওয়েলসের সভাপতি সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর প্রমুখ।

সভায় বক্তারা শহীদ জননীকে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের অন্যতম অভিভাবক মন্তব্য করে বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনার একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেই তিনি নিজের সন্তানকে যুদ্ধের মাঠে উৎসর্গ করেছিলেন। তার এই আত্মত্যাগ ছিলো নজিরবিহীন।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে যুক্তরাজ্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুনিরা পারভিন একটি কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে শহীদ জননীকে স্মরণ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মুসলিম ছাত্রদের নামাজ নিষিদ্ধের প্রতিবাদে কমিউনিটির জরুরী বৈঠক

ভয়েস ফর জাস্টিস ইউকের উদ্যোগে উত্তর পশ্চিম লণ্ডনের মিকেলা কমিউনিটি স্কুলে মুসলিম ছাত্রদের নামাজ নিষিদ্ধকরণের প্রতিবাদে গত ৬ মে সোমবার বিকালে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের এক জরুরী পরামর্শ সভা পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ ও কমিউনিটি নেতা ড. হাসনাত এম হোসেইন এমবিইর সভাপতিত্বে ও সংগঠণের সচিব কে এম আবুতাহের চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনায় অংশ নেন- সলিসিটর মোঃ তানজিম আকঞ্জি, ব্যারিষ্টার আব্দুস শহীদ, কমিউনিটি নেতা রফিক উল্লাহ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহবাব হোসেন চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, কমিউনিটি নেতা আমীর উদ্দিন আহমদ মাষ্টার, আলহাজ্ব নুর বখশ, হাজী মোহাম্মদ হাবিব, খান জামাল নুরুল ইসলাম, জামান সিদ্দিকী, এম আর কোরেশী, আখলাকুর রহমান, মুক্তাদির চৌধুরী, মিলন খান ও মিসেস দিবা মালিক ।

সভায় বক্তারা- মিকেলা কমিউনিটি স্কুলে মুসলিম ছাত্রদের নামাজ নিষিদ্ধ করার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে স্কুলের প্যারেন্টস ও কমিউনিটির পক্ষ থেকে স্কুল গভর্নিং বডি, ব্রেন্ট কাউন্সিলের লিডার, এডুকেশন ও হোম সেক্রেটারীর সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত হয়। সব ধর্মের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য স্কুলে মালটি ফেইথ প্রেয়ার রুম অথবা কোয়াইট রুম ফর মেডিটেশনের জন্য ক্যাম্পেইন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। শেষ পর্যন্ত আইনী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আইনজ্ঞদের সাথে পরামর্শ ও ক্যাম্পেইন জোরদার করার জন্য প্যারেন্টস, কাউন্সিলার ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করা হয়। সভায় আন্দোলনের অগ্রগতি ও সকলের সুখ শান্তি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন মুফতি সৈয়দ মাহমুদ আলী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS & COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্টের সভা অনুষ্ঠিত

রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্টের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ মে রবিবার ট্রাস্টের ইসি মেম্বার আমিন আহমেদ এর বাসভবনে এই সভার আয়োজন করা হয়।

রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি শাহিন চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রেস পাবলিসিটি সেক্রেটারি মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামাল। সভায় ট্রাস্টের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যরা এই ট্রাস্ট্রের মাধ্যমে কীভাবে আরো এলাকার বাসিন্দাদের উপকারে আসে, বিশেষ করে নেইবারহুড যোগাযোগ বৃদ্ধি, ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো অবদান, কর্মসংস্থান বা হাউজিং সমস্যার সহযোগিতা প্রদানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

সভায় জরুরী কিছু পরিকল্পনা ও প্রস্তাব উপস্থাপন করেন ইসি মেম্বার ডাঃ সৈয়দ মাসুক আহমেদ। সভায় উপস্থিত থেকে আগামীতে সামার হলিডের আগে ৭ জুলাই ডে আউট ও তার পরবর্তী পবিত্র ঈদুল আজহার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা ভিত্তিক একটি আলোচনা অনুষ্ঠান ও ঈদ পুনর্মিলনী আয়োজনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট আফসর হোসেন এনাম, সেক্রেটারি শাহিন চৌধুরী, ট্রেজারার এনামুল হক এনামসহ অনেককে দায়িত্ব দিয়ে কর্মসূচি এগিয়ে নেওয়ার কথা আলোচনা করা হয়।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ফারুক উদ্দিন, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নিয়াজ চৌধুরী সুভন, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি জয়নুল চৌধুরী, সোশিয়েল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি মোহাম্মদ আবু তারেক চৌধুরী, ইসি মেম্বার মামুন রহমান, রেজাউল করিম রাজু, শাহিন আহমেদ, আবু সোহেল, মকসুদ আহমেদ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত ৫ নভেম্বর রেডব্রিজ অক্সলেন চার্চ হলে বিশেষ করে রেডব্রিজের ও অন্য কয়েকটি বরার জিসিএসই ও এ লেভেল পরীক্ষার ছাত্র ছাত্রীদের ভালো ফলাফলের জন্য প্রায় ৩০ জন ছাত্র ছাত্রীকে এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের জন্য ট্রাস্ট সদস্যরা সহ নেইবারহুডের কাছে প্রশংসা পাওয়া যায় বলে অনেকে উল্লেখ করেন। পরে খাবার পরিবেশন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মাওলানা মামুনুল হকের কারামুক্তি উপলক্ষে লন্ডনে শোকরানা মাহফিল

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব শায়খুল হাদিস আল্লামা মামুনুল হকের কারা মুক্তি উপলক্ষে তাৎক্ষণিক শোকরানা মাহফিল করেছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখা। গত ৩ মে শুক্রবার

সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের আল খায়ের কনফারেন্স হলে এই শোকরানা মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া।

সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দারুল উলুম ফোর্ড স্কোয়ার মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস, যুক্তরাজ্য খেলাফত মজলিসের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য আব্দুর রহমান মনোহরপুরী, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব ও ইউকে শাখার সভাপতি মাওলানা শুয়াইব আহমদ, বিশিষ্ট লেখক ও সংগঠক ডক্টর এম এ আজিজ, মাওলানা আব্দুল আজিজ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহকারী আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ, বিশিষ্ট আলেম হাফিজ মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম চৌধুরী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আলহাজ্ব মাষ্টার আমীর উদ্দিন আহমেদ।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি শায়খ মাওলানা নাজিম উদ্দিন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সহ সভাপতি হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মিছবাহুজ্জামান হেলালী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমান, লন্ডন মহানগর শাখার সহ সভাপতি মাওলানা মুহি উদ্দিন খান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাহান সিরাজ, সহ সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্ব বদরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুছা আহমদ চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য মাওলানা নাঈম আহমদ, সাবেক ছাত্র নেতা মাওলানা আব্দুল মুহাইমিন সুন্নাহ। শোকরানা মাহফিলের শুরুতে পবিত্র কুরআনে মাজিদ থেকে তেলাওয়াত করেন লন্ডন মহানগর শাখার বায়তুলমাল সম্পাদক হাফিজ শরিফ উদ্দিন। মাহফিলের বক্তারা বলেন, দীর্ঘ তিন বছরের অধিককাল কারা ভোগের পর আল্লামা মামুনুল হকের মুক্তিতে আমরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জানাচ্ছি। জালেম শক্তি সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দিয়ে থাকে দীর্ঘদিন কারাগারে আটক রেখেছিল। আলহামদুলিল্লাহ, শায়খুল হাদীস আল্লামা মামুনুল হকের বিরুদ্ধে জালেমের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে।

পরে মামুনুল হকের নেক হায়াত, সুস্থ জীবন ও দেশ জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন শায়খুল হাদিস মুফতী আব্দুর রহমান মনোহরপুরী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ড্যানিয়েল স্টোন নর্থাম্পটনশায়ারের নতুন পুলিশ, ফায়ার এন্ড ক্রাইম কমিশনার নির্বাচিত

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম : যুক্তরাজ্যের নর্থাম্পটনশায়ারে পুলিশ ফায়ার-ক্রাইম কমিশনার নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। গত ২ মে অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনে নর্থাম্পটনশায়ারের নতুন পুলিশ, ফায়ার অ্যান্ড ক্রাইম কমিশনার হিসেবে লেবার দলের প্রার্থী কাউন্সিলর ড্যানিয়েল স্টোন নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ৪৩ হাজার ৬৮৪ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রার্থী কনজারভেটিভ প্রার্থী মার্টিন এমবারসন পেয়েছেন ৩৯ হাজার ৭৪০ ভোট এবং লিবডেম প্রার্থী আনা স্যাভেজ গুন পেয়েছেন ২৭ হাজার ৭৯৯ ভোট।

কাউন্সিলর স্টোন, যিনি ২০১১ সাল থেকে কাউন্সিলর ছিলেন এবং বর্তমানে ওয়েস্ট নর্থাম্পটনশায়ার কাউন্সিলে বসেছেন, কনজারভেটিভ প্রার্থী মার্টিন এমবারসন এবং লিব ডেম প্রার্থী আনা স্যাভেজ গুন উভয়কেই পরাজিত করেছেন।

নবনির্বাচিত ড্যানিয়েল পিএফসিসি স্টিফেন মেয়রের কাছ থেকে দায়িত্ব নেবেন, যিনি ২০১৬ সাল থেকে দুই মেয়াদে কাউন্টির দায়িত্ব পালন করেছেন।

এই বছর নির্বাচনে ভোটদানে কিছুটা ভিন্নতা ছিল- পূর্ববর্তী পিএফসিসি নির্বাচনে একটি সম্পূরক ভোট ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়েছিল যেখানে ভোটাররা প্রথম এবং দ্বিতীয় পছন্দের প্রার্থীকে চিহ্নিত করতে পারে। এবার 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে ভোটারদের একটি ভোট দেওয়া হয়েছে।

ফলাফল ঘোষণার আগে স্থানীয় গণতন্ত্র পরিষেবার সাথে কথা বলার সময়, ড্যানিয়েল স্টোন বলেছিলেন, আমার মনে হচ্ছে আমি এখানে আসার জন্য মাইল মাইল হেঁটেছি। আমি মনে করি সম্প্রদায়ের মধ্যে, প্রার্থীদের উচ্চ প্রত্যাশা রয়েছে যা আমি আশা করি আমি হতাশ হতে যাচ্ছি না।

নির্বাচনের সময় তার পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি আমাকে উদ্বিগ্ন করছে তা হলো মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে নিরাপদ বোধ করে না। আমরা গুরুতর অপরাধের শিকারদের সম্পর্কেও কথা বলছি না, এটি উচ্চ রাস্তায় এমন পরিবেশ যেখানে কিছু ঠিক মনে হয় না। লোকেরা খুব দুর্বল বোধ করে এবং তারা দৃশ্যমান পুলিশিং হারানোর জন্য অনুতপ্ত। প্রচারণা এমন কিছু যা আমি সবসময় করেছি। আমি যদি এখন জিততে না পারি, আমি কাউন্সিলর হিসাবে একইভাবে কাজ করব এবং আমার সম্প্রদায়ের জন্য লড়াই করব। জয় লাভের পর ড্যানিয়েল বলেন, আমি খুব আনন্দিত। আমি

প্রবাসী বালাগঞ্জ-ওসমানীনগর প্যানেলের আলোচনা সভা

প্রবাসী বালাগঞ্জ-ওসমানীনগর প্যানেলের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ এপ্রিল সোমবার ব্রিকলেন ক্যাফে গ্রীল রেষ্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শেখ আশরাফুজজামান। পবিত্র কোরাআন থেকে তেলায়াত করেন হাফিজ মাহদি খান।

সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আবদুল মালিক। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বদরুল ইসলাম খান সাহেব, আনছার মিয়া। সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফরহাদ খান। সভায় গঠনমূলক বক্তব্য রাখেন অলিউর রহমান অলি, ডা. শাহেদ হায়দার, ফরুখ আহমদ, শেখ মোঃ ইকবাল মুকতাদির, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাহতাব মিয়া, আক্তার হোসেন বাবলু, শেখ সাজ্জাদুজজামান, ছানাওর আলী, ছুরুক আহমদ চৌধুরী ও আবদুল আজিজ প্রমুখ।

আরো উপস্থিত ছিলেন মসুদ আলী, বিলাল আহমদ, জহুর আলী, খন্দকার শামিম আহমদ, লেফাছ মিয়া, মোঃ সুমন আহমদ, শেখ আজাদুজজামান, তায়েফ খলিল প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

EC
STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT
■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে অনলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

বিখ্যাত মার্কিন ম্যাগাজিন ফোর্বসে ব্রিটিশ বাংলাদেশি তরুণ কাজী আবিদ

ইব্রাহিম খলিল

বিখ্যাত মার্কিন ম্যাগাজিন 'ফোর্বস'-এর তৈরি করা কম বয়সী উদ্যোক্তা ও সমাজ পরিবর্তনকারী (চেঞ্জমেকার) ২০২৪ সালের তালিকায় স্থান পেয়েছেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি তরুণ কাজী আবিদুর রহমান। তিনি ইউকের নামীদামী ফারফিউম ব্রান্ড সুন্না মাসকের কো ফাউন্ডার।

৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যবসা-

কাজী আবিদুর রহমান

বাণিজ্যে বিশেষ অবদানের জন্য 'থার্টি আন্ডার থার্টি' বা '৩০ অনূর্ধ্ব ৩০' তালিকাটি প্রণয়ন করে আসছে 'ফোর্বস' ম্যাগাজিন। সেখানে ব্রিটিশ বাংলাদেশি তরুণ আবিদুর রহমান তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি ও অবদানের জন্য স্থান করে নিয়েছেন।

ফোর্বসে কাজী আবিদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ২০০৯ সালে কাজী আবিদ ও তাঁর ভাই মিলে চালু করেন আতরের লাক্সারী ব্রান্ড সুন্না মাসক। মিডলইস্ট থেকে উৎসাহিত হয়ে এই ব্রান্ডটি ইউকেতে চালু করেন তারা। সম্পূর্ন পারিবারিক মালিকানাধীন এই ব্রান্ডটি গত বছর ২০২৩ সালে রেকর্ড টার্নওভার করেছে ১৭ মিলিয়ন পাউন্ড। এর মধ্যে ১৫ শতাংশ ব্যবসা এসেছে অনলাইনে বিক্রির মাধ্যমে। ২০২৪ সালে এই ব্যবসার পরিধি ছাড়িয়ে যাবে ২৬ মিলিয়ন পাউন্ডে বলে আশা করছেন কাজী আবিদ। সুন্না মাসকের ব্রান্ড শপ এখন ইউকের সবকটি বড় বড় শহরের শপিং মলে রয়েছে। পাশাশাশি রয়েছে ফ্রান্সের প্যারিস ও নেদারল্যান্ডের স্টকহোমে। বর্তমানে ইউকে এবং ইউরোপে সুন্না মাসকের রিটেইল লোকেশন প্রায় ৩৬টি। আরো কয়েকটি দেশে শীঘ্রই চালু হচ্ছে শপ।

কাজী আবিদুর রহমান পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে পঞ্চম । সবার বড় মাওলানা কাজী আব্দুর রহমান। তাঁর দারুন পছন্দ সুগন্ধি । ভাইয়ের এই পছন্দের সুগন্ধি নিয়ে ব্যবসার আইডিয়া আসে

চার ভাইয়ের সঙ্গে কাজী আবিদুর রহমান সর্বডানে। বাম থেকে শায়েখ লুৎফুর রহমান (দ্বিতীয় ভাই), ক্বারী শফিকুর রহমান (তৃতীয় ভাই), মাওলানা আব্দুর রহমান (বড় ভাই), মাওলানা শায়খ আশিকুর রহমান (চতুর্থ ভাই)।

তৃতীয় ভাই কাজী শফিকুর রহমানের মাথায়। যেমন চিন্তা তেমন কাজ । বড় ভাইয়ের পরামর্শে ও শায়খ কাজী লুৎফুর রহমানের সার্বিক তত্বাবধানে মাত্র ৬শ পাউন্ড মূলধন নিয়ে শুরু করেন সুগন্ধি ব্যবসা। মিশর থেকে আমদানী করেন প্রথম আতর। যে সুগন্ধির আইডিয়া দেন শায়খ কাজী লুৎফুর রহমান।

শুরুতে বিভিন্ন মসজিদে নামাযের পর গাড়ি নিয়ে আতর বিক্রি করে ব্যাপক সাড়া পান। ব্যবসার প্রথম দিন পূর্ব লন্ডনের ইব্রাহিম কলেজে সামনে বৃষ্টিস্নাত দিনে বিক্রি করেন মাত্র ২৮ পাউন্ডের আতর। এভাবেই শুরু হয় সফলতার যাত্রা। কিছুদিনের মধ্যেই হোয়াইটচাপল মার্কেটে চালু করেন প্রথম ফ্লাগশীপ স্টোর। এর পর লন্ডনের উডগ্রীন মলে দ্বিতীয় শপ, ৩য় শপ চালু করেন বিশ্বখ্যাত ও ব্যস্ততম শপিং মল ওয়েস্টফিলডে। এই শপটি দিয়েই ব্যাপক সফলতা আসে।

কাজী আবিদ বলেছেন, পারিবারিক অর্থায়নে গড়ে উঠা এই ব্যবসায় এক পেন্সও লোন নেই এবং কোনও ধরনের ব্যাংকিং ও ক্রেডিট সুবিধা ছাড়াই কম সময়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন মালটি মিলিয়ন পাউন্ডের এম্পায়ার। কোম্পানীর বহরে এখন রয়েছেন প্রায় ৪ শতাধিক স্টাফ।

সিলেটের জকিগঞ্জের কলাকোঠা গ্রামের প্রখ্যাত আলেম পরিবারে জন্ম কাজী আবিদের। তার পিতা বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন মরহুম কাজী আব্দুস সোবহান সিলেট বন্দর বাজার মসজিদ ও লন্ডনের এনফিলড জামে মসজিদের খতিব ছিলেন। তাঁর মাতামহ (নানা) ছিলেন দেশের অন্যতম বুজুর্গ ও আলেমেদ্বীন হযরত মাওলানা আব্দুল গফ্ফার শায়েখে মামরখানী।

কাজী আবিদের বড় ভাই মাওলানা

আব্দুর রহমান লন্ডনের মিম্বর একাডেমীর প্রধান খতিব। দ্বিতীয় ভাই শায়েখ লুৎফুর রহমান লন্ডনের অন্যতম প্রধান মসজিদ বিখ্যাত রিজেন্ট পার্ক মসজিদের খতিব, তৃতীয় ভাই ক্বারী শফিকুর রহমান সুন্না মাসকের কো-ফাউন্ডার। চতুর্থ ভাই হাফিজ মাওলানা শায়খ আশিকুর রহমান লন্ডনের দারুল উম্মাহ মাসকের ইমাম ও খতিব । এমন একটি দারুন আলোকিত পরিবারে জন্ম নেওয়া কাজী আবিদ নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুন্না মাসকের মতো ওয়ার্লডক্লাস ব্রান্ডের।

সৌদি থেকে ফিরে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর কমলগঞ্জে স্ত্রীর গলা কাটলেন স্বামী

দেশ ডেস্ক, ১০ মে ২০২৪ : মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে সৌদিফেরত গৃহবধূকে হত্যা করে রক্তাক্ত দা নিয়ে থানায় হাজির হন স্বামী। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনার সত্যতা পায়। ওই যুবকের অভিযোগ-তাঁর স্ত্রী পরকীয়া সম্পর্কের মাধ্যমে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত মা-বাবাসহ ওই যুবক থানা হেফাজতে রয়েছেন। গত ০৬ মে রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা সদর ইউনিয়নের বাঘমারা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নারীর নাম শিল্পী বেগম (২৩)। তিনি শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভাড়াউড়া রোডের মুক্তার মিয়ার মেয়ে। তাঁর স্বামী নাম সফর আলী (৩০) । সফর আলী বাঘমারা গ্রামের কুদ্দুস আলীর ছেলে। এই দম্পতির এক ছেলেসন্তান রয়েছে।

অভিযুক্ত সফর আলীর মা ও স্বজনেরা জানান, সফর আলী পেশায় একজন রংমিস্ত্রি। নারায়ণগঞ্জ শহরে অবস্থান করে কাজ করেন। ২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রেম করে বিয়ে করেন শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভাড়াউড়া রোডের মুক্তার মিয়ার মেয়ে শিল্পী বেগমকে। তাঁদের সংসারে সোহাগ নামের পাঁচ বছরের এক ছেলেসন্তান রয়েছে। পাঁচ মাস ধরে স্ত্রী শিল্পীর সঙ্গে নানা বিষয়ে বনিবনা হচ্ছিল না সফর আলীর। এ অবস্থায় রোজা শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে হেলাল নামের এক দালালের সহযোগিতায় এজেন্সির মাধ্যমে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই সৌদি আরবে যান শিল্পী। হেলালের বাড়ি মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে।

এদিকে বিষয়টি জানার পর স্ত্রীকে দেশে ফিরে আনতে ওই দালালকে চাপ দিচ্ছিলেন সফর আলী। স্বামীর চাপে দালাল এজেন্সির মাধ্যমে টিকিটের টাকা পরিশোধ করে শিল্পী আক্তারকে দেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। গত ৫ মে শনিবার দেশে ফিরে স্বামীর বাড়িতে ওঠেন শিল্পী। স্বামীর বাড়িতে ওঠার পর স্বামী সফর আলী জানতে পারেন, তাঁর স্ত্রী তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা। বিষয়টি শোনার পরই পার্শ্ববর্তী

ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সোলেমান হোসেনের কাছে যান সফর আলী। তিনি অভিযোগ শুনে সফর আলীকে তাঁর নিজ ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আব্দুল মতিনের কাছে বিষয়টি জানানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু স্ত্রীর অভিযোগ নিয়ে ইউপি সদস্য আব্দুল মতিনের কাছে যাননি সফর আলী।

সফর আলীর মা সরুফা বেগম বলেন, বাড়ি ফেরার পথে অন্য এক সালিস বিচারকের কাছে গেলে তিনি সফর আলীকে বলেন, বউ কথা না শুনলে, জবাই করি দে। তারপর বাড়ি ফিরেই বউকে মারধর করে ছেলে। তবে ওই সালিস বিচারকের নাম বলেননি সফরের মা সরুফা বেগম।

প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় এক নারী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, নিহত শিল্পীর গোপনাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, গলা কেটে হত্যার আগে তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছে।

নিহত শিল্পীর ছোট বোন স্বপ্না বেগম বলেন, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আপা ফোনে নির্যাতনের কথা জানায়। এরপরই খবর আসে তাঁকে খুন করা হয়েছে।

এদিকে থানায় পুলিশকে স্ত্রী হত্যার লোমহর্ষক ঘটনা জানিয়ে, দালাল হেলালের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন দাবি করেন সফর। আর এ কারণে স্ত্রীকে হত্যা করেছেন বলে জানান তিনি।

পরে কমলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম ও তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। খবর পেয়ে সহকারী পুলিশ সুপার (শ্রীমঙ্গল-কমলগঞ্জ সার্কেল) আনিসুর রহমানও ঘটনাস্থলে যান।

এ বিষয়ে সহকারী পুলিশ সুপার আনিসুর রহমান বলেন, আসামি পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। ঘটনা তদন্তের জন্য পরিবারের অন্য সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ওসি সাইফুল আলম বলেন, গৃহবধূ শিল্পীকে গলা কেটে হত্যা করা হলেও তার শরীরে আঘাত রয়েছে। তাই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সফর আলীর বাবা কদ্দুস মিয়া ও মা সরুফা বেগমকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়াধীন। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মৌলভীবাজার মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সিলেটে পুলিশি পোশাকে ব্রিটিশ নাগরিক অপহরণের অভিযোগ

দেশ ডেস্ক, ১০ মে ২০২৪ : সিলেটে ডিবি পুলিশের পোশাকে ও পিকআপভ্যান ব্যবহার করে এক বাংলাদেশি বংশদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিককে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। শহরসংলগ্ন কাজির বাজার ব্রিজে গত ০৩ মে বৃহস্পতিবার রাত ৯টার কিছু আগে ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় সিলেটের দক্ষিণ সুরমা থানায়

মামলা করেছেন অপহৃত যুবক দিলওয়ার হোসেন ওরফে আলী হোসেনের (৩২) স্ত্রী। ঘটনার ৪ দিনেও এ অপহরণকাণ্ডের কোনো অগ্রগতি নেই পুলিশের কাছে।

মামলার এজাহারে অপহৃত যুবক দিলওয়ার হোসেনের স্ত্রী শারমিন জাহান উল্লেখ করেন, দিলওয়ার হোসেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক। দিলওয়ারের বাবা সাকিব মিয়াসহ পরিবারের সবাই যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন। ১০ বছর আগে দিলওয়ার দেশে চলে আসেন এবং তাকে (শারমিন জাহান) বিয়ে করে বাংলাদেশেই থেকে যান।

এজাহারে বলা হয়, ২ মে বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে তিনি খবর পান তার স্বামীর ব্যবহৃত প্রাডো গাড়িটি দক্ষিণ সুরমার লাউয়াই এলাকার এলাহী সিএনজি পাম্পের সামনে ইঞ্জিন চালু অবস্থায় রাখা কিন্তু গাড়িতে তার স্বামী নেই। তাকে ১০-১৫ জনের একটি দল গাড়ি থেকে নামিয়ে একটি হাইয়েস গাড়িতে তুলে ঢাকার দিকে চলে যায়। এ সময় গাড়িটির পেছনে একটি পুলিশের পিকআপও ছিল। অনুসন্ধানে শাহিদ মিয়া নামে একজন প্রত্যক্ষদর্শীকে পাওয়া যায়। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার রাত ৯টার আগে নগরীর কাজির বাজার ব্রিজের দক্ষিণ অংশে একটি প্রাডো গাড়িকে পুলিশের লাল সিগন্যাল সম্বলিত লাঠি দিয়ে থামানো হয়। এ সময় একটি পুলিশের পিকআপ ও একটি সিলভার কালার হাইয়েস গাড়ি পাশে দাড়িয়ে ছিল। একপর্যায়ে প্রাডো গাড়ির চালককে (দিলওয়ার) নিচে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করেন ৭-৮ জন লোক। শাহিদ মিয়া নিশ্চিত করেন, যারা তাকে মারধর করে গাড়িতে তুলেছে তাদের সবাই ডিবি পুলিশের পোশাকে ছিল।

তিনি জানান, দিলওয়ারকে গাড়িতে তুলে নেওয়ার সময় তাদেরই একজন প্রাডো গাড়িটি চালিয়ে ঢাকা সিলেট হাইওয়ের দিকে যায়। তাকে অনুসরণ করে হাইয়েস ও পুলিশের পিকআপটি।

সিলেটে বিএনপির আরও ১৫ নেতা নেত্রী বহিষ্কার

দেশ ডেস্ক, ১০ মে ২০২৪ : সিলেট বিভাগে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপে দলীয় সিদ্ধান্তকে অমান্য করে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হওয়ায় বিএনপি'র আরও ১৫ জন নেতানেত্রীকে দল থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট জেলার ৩ জন, সুনামগঞ্জ জেলার ৭ জন, হবিগঞ্জ জেলার ৩ জন ও মৌলভীবাজার জেলার ২ জন রয়েছে। গত ০৫ মে শনিবার বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত পৃথক পত্রে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃতরা হলেন- সিলেট জেলা বিএনপি'র কোষাধ্যক্ষ ও গোয়াইনঘাট উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী শাহ আলম স্বপন, সিলেট জেলা মহিলা দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ও জৈন্তাপুর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী পলিনা রহমান ও ফতেহপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি সাদ উদ্দিন সাদ্দাম।

কানাইঘাটে মসজিদের জমি নিয়ে বিরোধ

একে একে প্রাণ গেলো ৩ ভাইয়ের

দেশ ডেস্ক, ১০ মে ২০২৪ : মসজিদের জমি নিয়ে বিরোধ। আপন ভাতিজাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। ভাতিজারা কথা মানছিলো না। একপর্যায়ে সংঘর্ষ

বাধে। আর এই সংঘর্ষে একেক করে মারা গেলেন তিন ভাই। এরমধ্যে ঘটনার দিনই মারা যান একজন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন আরও দু'জন। ঘটনায় স্তব্ধ কানাইঘাট। এমন ঘটনা কেউ মেনে নিতে পারছেন না। এলাকায় ক্ষোভও বিরাজ করছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন-কানাইঘাট উপজেলার হারাতৈল মাঝবড়াই গ্রামের মৃত আছদ আলীর ৭ ছেলে। তার মধ্যে সমছুল হক পিতার বসত বাড়ি ছেড়ে হারাতৈল মাঝবড়াই জামে মসজিদের পাশে আলাদা বাড়ি করে সেখানে পরিবার নিয়ে বসবাস করে আসছেন। গ্রামের জামে মসজিদের সীমানার জায়গার মাপজোখ নিয়ে সমছুল হকের সঙ্গে গ্রামের অনেকের ও তার আপন ছোট ভাই সাবেক ইউপি সদস্য জয়নাল আবেদীনের বিরোধ দেখা দেয়। উভয়পক্ষ থানায় পালটাপালটি দরখাস্তও করেন। এ নিয়ে আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে এজন্য থানা পুলিশ দু'পক্ষের বিরুদ্ধে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে আদালতে প্রসিকিউশন দেন। তারপরও মসজিদের সীমানার জায়গা শনাক্ত নিয়ে বিরোধ থামেনি। এর জের ধরে গত ২২ এপ্রিল সকাল ১১টায় মসজিদের ইমাম থাকার পাকা ঘর নির্মাণের জন্য মসজিদের সীমানা চিহ্নিত করতে গ্রামবাসী অনেকের সঙ্গে সাবেক ইউপি সদস্য জয়নাল আবেদীন একমত পোষণ করেন। এতে মসজিদের পাশে বসবাসরত তার আপন বড় ভাই সমছুল হক ও ভাতিজা আলমাছ উদ্দিন, কামাল আহমদ, সুহেল আহমদ, রুহুল আহমদসহ তাদের লোকজন জয়নাল আবেদীনের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে তারা বাড়িতে এসে ভাই ও ভাতিজারা জয়নাল আবেদীনকে ডাকাডাকি শুরু করে। জয়নাল আবেদীন ওইদিন বিকালে ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদের পূর্ব পাশের রাস্তায় যাওয়া মাত্র পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশীয় ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভাই সমছুল হক ও ভাতিজা আলমাছ উদ্দিন ও তাদের সহযোগীরা তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। তাদের এলোপাতাড়ি ভাবে কুপিয়ে জয়নাল আবেদীনকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার পাশে ফেলে রাখে। জয়নাল আবেদীনকে প্রাণে বাঁচাতে এগিয়ে আসলে হামলাকারীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে অপর বড় ভাই দুবাই প্রবাসী ছয়ফুল্লাহ ও ওমান প্রবাসী আব্দুল্লাহসহ আরও কয়েকজনকে গুরুতর আহত করে। ঘটনার দিন সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে পথিমধ্যে মারা যান সাবেক ইউপি সদস্য জয়নাল আবেদীন। পরবর্তীতে একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৮শে এপ্রিল মারা যান বড় ভাই ছয়ফুল্লাহ এবং সিলেট ইবনে সিনা হাসপাতালের আইসিইউতে থাকা ভাই আব্দুল্লাহ গত ২ মে মারা যান।

সরজমিন গিয়ে দেখা যায়; তিন ভাইয়ের হত্যাকারী বড় ভাই সমছুল হক ও তার দুই ছেলে সুহেল আহমদ, কামাল আহমদ হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে জেলহাজতে থাকায় পরিবারের অন্য সদস্যরা ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পলাতক রয়েছেন। অপরদিকে হত্যাকা–ের মূল মদতদাতা আনসার সদস্য আলমাছ উদ্দিন এখন পর্যন্ত পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার না হওয়ায় এলাকার লোকজনদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

কানাইঘাট থানার অফিসার ইনচার্জ জাহাঙ্গীর হোসেন সরদার জানান, মসজিদের সীমানার জায়গা নিয়ে সংঘর্ষে আপন ভাই-ভাতিজাদের হাতে পর পর মারা যাওয়া ৩ ভাইয়ের হত্যাকারী ৪ আসামিকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে চিহ্নিত করা হয়েছে, কেউ ছাড় পাবে না। মামলার অপরাপর আসামিদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তদন্তপূর্বক যারাই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং মদত দিয়েছে তাদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার ওসি (তদন্ত) উজায়ের আল মাহমুদ আদনান জানিয়েছেন, আসামি ধরতে পুলিশ প্রযুক্তিরও সহযোগিতা নিচ্ছে। ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

ফিলিস্তিনে হামলার প্রতিবাদ, গ্রেফতার

বিশ্ব কাঁপছে বিক্ষোভে

দেশ ডেস্ক, ১০ মে ২০২৪ : নির্বিচারে ফিলিস্তিনিদের হত্যা বন্ধের দাবিতে আমেরিকার ৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু আমেরিকা নয়, এ বিক্ষোভ এখন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ফ্রান্স, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, কানাডা, জাপান, ইতালি, মেক্সিকো, লেবানন, বৈরুতসহ বিশ্বের বিভিন্ন শহরে এই বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা অবিলম্বে গাজায় ইসরায়েলের হামলা বন্ধের দাবি জানাচ্ছেন। পাশাপাশি ইসরায়েল ও গাজা যুদ্ধকে সমর্থন করে, এমন সব

কোম্পানির সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি তোলা হচ্ছে।

সূত্র : রয়টার্স, বিবিসি, আলজাজিরা।

খবরে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাস থেকে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভকারীদের হটাতে যে দমন-পীড়ন চালানো হচ্ছে, তা মানুষকে প্রতিবাদে শামিল করতে উৎসাহিত করছে। অন্যদিকে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি সামাল দিতে বিতর্কিত ভূমিকা নিয়েছে দেশটির প্রশাসন। এরই মধ্যে ২ হাজার ৪ শতাধিক বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করেছে মার্কিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এসব আন্দোলনে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা গণমাধ্যমের কাছে তুলে ধরেছেন মার্কিন শিক্ষার্থীরা। এদিকে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ অব্যাহত থাকায় শিক্ষার্থী, আইনজীবী ও পরামর্শকেরা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়ার কথা জানিয়েছেন। তারা বলেন, টেক্সাস সরকার তাদের ধ্যানধারণা বদলাতে বাধ্য করছে ও সরকারের স্পষ্ট বৈরিতার শিকার হচ্ছেন তারা। ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ বছর স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উত্তেজনার মধ্যেই ক্যাম্পাসগুলোতে স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠানের সময় হয়ে এসেছে। এসব আয়োজনে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা বাধা দিতে পারেন বলে আশঙ্কা করছে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ। প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, ফ্রান্সের সবচেয়ে নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম প্যারিসের সায়েন্সেস পো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তাঁবু টাঙিয়ে অবস্থান নিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি ভবনের চত্বরেও তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান নিয়েছেন যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভকারীরা। এ ছাড়া লিডস, ব্রিস্টল ও ওয়ারউইক শহরের শিক্ষার্থীরাও তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভবনের বাইরে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান নিয়ে গাজা যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ করছেন। একইভাবে অস্ট্রেলিয়ার অন্তত সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁবু টাঙিয়ে অবস্থান নিয়েছেন যুদ্ধবিরোধী ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভকারীরা। গত শুক্রবার অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁবু স্থাপন করে অবস্থান নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের চলমান আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন তারা। মেলবোর্ন, ক্যানবেরাসহ অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য শহরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও একই ধরনের তাঁবু গড়ে উঠেছে। ভারতের খ্যাতনামা নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়েও (জেএনইউ) কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভকারীদের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভের আঁচ পড়েছে প্রতিবেশী কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও। মন্ট্রিলের উপকণ্ঠে ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁবু টাঙিয়ে বিক্ষোভ করছেন ফিলিস্তিনপন্থি শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া টরন্টো এবং ভ্যাঙ্কুভারের ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও কয়েকটি ক্যাম্পাসে তাঁবু খাটিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেছেন শিক্ষার্থীরা। ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে যুক্তরাজ্যের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে আগেই বিক্ষোভ করেছিল শিক্ষার্থীরা। তবে দিনকে দিন বৃহৎ আকার নিচ্ছে এই আন্দোলন। এরই মধ্যে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে তাঁবু টাঙিয়ে অবস্থান নিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি ভবনের চত্বরেও অবস্থান নিয়েছে তারা।

যুদ্ধবিরতিতে হামাসের সম্মতির জবাবে যা জানাল ইসরাইল

দেশ ডেস্ক, ১০ মে ২০২৪ : গাজায় যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীদের সংগঠন হামাস। দলটির সম্মত হওয়ার পর এর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ইসরাইল।

তারা জানিয়েছে, হামাসের এ ধরনের হালকা প্রস্তাব তারা গ্রহণ করবে না। সোমবার রাতে আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ইসরাইলি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতির যে প্রস্তাব হামাস অনুমোদন করেছে তা তারা গ্রহণ করবে না। ইসরাইলের ওই কর্মকর্তা হামাসের প্রস্তাবকে হালকা প্রস্তাব বলেও উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, মিসরের মধ্যস্থতায় হামাসের সম্মত হওয়া যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সুদূরপ্রসারী সমাপ্তি রয়েছে। এ ধরনের প্রস্তাব ইসরাইল সমর্থন করবে না।

ইসরাইলের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমও একই তথ্য জানিয়েছে। তারা জানিয়েছে, গাজায় যুদ্ধবিরতির বিষয়ে হামাসের চুক্তি ইসরাইল সরকার গ্রহণ করেনি।

এদিকে সোমবার হামাস নেতা খলিল আল-হায়া বলেছেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মধ্যস্থতাকারীরা। ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতা করছে মূলত কাতার ও মিসর।

সোমবার হামাসের এক বিবৃতিতে বলা হয়, তাদের রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইসমাইল হানিয়ে কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল থানিকে ফোনে যুদ্ধবিরতির চুক্তির প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়টি জানিয়েছেন। মিসরের গোয়েন্দাবিষয়ক মন্ত্রী আব্বাস কামেলকেও একই কথা বলেছেন তিনি।

গাজায় যুদ্ধবিরতির চুক্তি বাইডেন প্রশাসনের অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে রয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। সোমবার তিনি বলেছেন, বর্তমানে যুদ্ধবিরতির চুক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা-সিআইএর প্রধান বিল বার্নস কাজ করছেন। বাইডেন প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায় থেকে সবাই এখন যুদ্ধবিরতির চুক্তির জন্য চেষ্টা করছেন।

প্রসঙ্গত, গত ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে প্রবেশ করে নজিরবিহীন হামলা চালিয়ে ১২০০ ইসরায়েলিকে হত্যার পাশাপাশি প্রায় ২৫০ ইসরায়েলি ও বিদেশি নাগরিককে গাজায় বন্দি করে নিয়ে আসে হামাস। একই দিন হামাসকে নির্মূল এবং বন্দিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী এই সংগঠনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইসরায়েল। গত নভেম্বরে সাতদিনের যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিনিময়ে ১১০ ইসরায়েলি বন্দিকে হামাস মুক্তি দিলেও এখনো তাদের হাতে শতাধিক বন্দি আছেন।

অন্যদিকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ৩৪ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশ নারী ও শিশু। এ ছাড়া এ পর্যন্ত ৭৭ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছে।

স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় একসঙ্গে ৫ সন্তানের জন্ম!

দেশ ডেস্ক, ১০ মে ২০২৪ : স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় (নরমাল ডেলিভারি) একসঙ্গে ৫ কন্যাশিশুর জন্ম দিয়েছেন তাহেরা বেগম নামে এক নারী। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, রোববার ভোর ৫টার সময় ইসলামপুরের আমবাগান এলাকায় এক বেসরকারি নার্সিং হোমে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হন ওই প্রসূতি। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে পাঁচ কন্যাশিশুর জন্ম দেন তিনি। জানা গেছে, বিহারের ঠাকুরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা জাভেদ আলম। তার স্ত্রী তাহেরা বেগম। গর্ভধারণের দুই মাস পর আলটাসোনোগ্রাফির মাধ্যমে চিকিৎসক ফারজানা নুরি ওই প্রসূতিকে জানান, তার গর্ভে পাঁচটি শিশু সন্তান রয়েছে। সাধারণভাবে দেখা যায়, গর্ভে ২টি সন্তান থাকলেই কোনও না কোনও সমস্যা হয় প্রসূতির। এক্ষেত্রে তেমন কোনও সমস্যাও হয়নি। প্রসূতি তাহেরা বেগম বলেন, আগে থেকেই জানতাম। পাঁচ মেয়ে হয়েছে। আমি খুশি।

চিকিৎসক ফারজানা নুরি বলেন, প্রসব যন্ত্রণা নিয়েই প্রসূতি এসেছিলেন। প্রসূতি সিজারের জন্য তৈরি ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। তাই নরমাল ডেলিভারিই হয়েছে। সব বাচ্চা সুস্থ রয়েছে। আমারও চিকিৎসক জীবনে এটাই প্রথমবার ৫ সন্তান একসঙ্গে দেখলাম। কোনও জটিলতা ছিল না। পাঁচ বাচ্চা হওয়ায় কম ওজন হয়েছে তাদের। সবচেয়ে বেশি ওজন হয়েছে সাড়ে সাতশো গ্রাম। সাত মাসের মাথায় ডেলিভারি হয়েছে।

গাজা ইস্যুতে চরম বিপাকে বাইডেন, হারতে পারেন নভেম্বরের নির্বাচনে!

দেশ ডেস্ক, ১০ মে ২০২৪ : বিক্ষোভে উত্তাল যুক্তরাষ্ট্র। গাজায় ইসরাইলি হামলার প্রতিবাদে বেশ কিছু দিন ধরেই বিক্ষোভ চলছে দেশটির বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছেন শিক্ষার্থীরা। চলছে ধরপাকড়। ঘটছে নির্বিচার আটকের ঘটনাও। এদিকে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে ইসরাইল ও হামাসের মধ্যকার শান্তি আলোচনায় মধ্যস্থতার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে জড়ো হয়েছেন কূটনীতিকরা।

অন্যদিকে ইসরাইলকে অস্ত্র সহায়তা দেওয়া নিয়ে নতুন করে নিজ দল ডেমোক্রেটিক পার্টির চাপের মুখেও রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। দেশে-বিদেশে, এমনকি নিজ দলে এমন পরিস্থিতি বাইডেনকে নতুন এক অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকটে ফেলে দিয়েছে। যার প্রভাব পড়তে পারে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও। সব মিলিয়ে চরম বিপদেই রয়েছেন বাইডেন। টাইমস অব ইসরাইল, রয়টার্স।

গত বছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইল হামলা শুরু করলে, বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। তখনি ইসরাইলের পাশে দাঁড়ায় যুক্তরাষ্ট্র। ইসরাইলকে কয়েক দফায় অস্ত্র সহায়তা দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট সদস্যরা এ বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন না। দেশটির অস্থিরতার মধ্যেই প্রতিনিধি পরিষদের ৮৮ ডেমোক্র্যাট সদস্য ইসরাইলের কাছে অস্ত্র বিক্রি স্থগিতের কথা বিবেচনা করতে জোর আহ্বান জানিয়ে বাউডেনের কাছে চিঠি লিখেছেন। বাইডেনকে পাঠানো চিঠিতে লিখেছেন, এই ধরনের সহযোগিতা গাজায় অব্যাহতভাবে ইসরাইলের মানবিক সহায়তাকে সীমিত করছে। ফেব্রুয়ারিতে গাজার মানবাধিকার রক্ষায় একটি স্মারকলিপিতে সই করে ইসরাইল। স্মারকলিপি অনুযায়ী, ইসরাইল গাজায় ত্রাণ সহায়তায় বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু ইসরাইল ত্রাণ সরবরাহে বাধা দিয়ে সেই আইন লঙ্ঘন করেছে। তাই ইসরাইলের কাছে অস্ত্র সহায়তা স্থগিত করতে বাইডেনের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন ডেমোক্র্যাট সদস্যরা। এতে নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন করে চাপে পড়লেন বাইডেন।

হজের প্রস্তুতি নিন এখনই

মাহমুদ আহমদ

ইসলামে হজের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহপাকের পবিত্র ঘর বায়তুল্লাহ এবং বিশ্বনবি হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পবিত্র রওজা মোবারক জিয়ারতের সাধ প্রতিটি মুসলমানেরই হৃদয়ে জাগে, তবে আল্লাহপাক যেহেতু বান্দার অন্তর দেখেন তাই তিনি অন্তঃকরণের হজকেই গ্রহণ করেন।

যাদের অন্তর অপবিত্র তাদের সঙ্গে আল্লাহপাকের যেমন কোনো সম্পর্ক নেই তেমনি তারা কুরআনের শিক্ষার ওপর আমলের ক্ষেত্রেও থাকে উদাসীন। যেভাবে কুরআনে বলা হয়েছে, 'আসলে তাদের হৃদয় এ কুরআন থেকে উদাসীন। আর এছাড়া তাদের আরও অনেক মন্দ কর্ম রয়েছে, যা তারা করে চলেছে' (সূরা আল মুমিনুন, আয়াত : ৬৩)।

অপরদিকে যারা মুমিন তাদের অন্তর থাকে পবিত্র আর এদের সম্পর্কেই আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, 'হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভু প্রতিপালকের দিকে সন্তুষ্ট হয়ে এবং তার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আস। অতএব, তুমি আমার বান্দাদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' (সূরা আল ফজর, আয়াত : ২৭-৩০)।

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম পর্যায় হচ্ছে, সে তার প্রভুর ওপর পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট এবং তার প্রভুও তার ওপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট। এমন অবস্থাকে বেহেশতি অবস্থা বলে, যে আত্মার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট সে আত্মাও তার রবের প্রেমে এমনভাবে বিলীন ও একীভূত হয়ে যায় যে, এমন অন্তর তখন আর আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না।

আসলে যারা আল্লাহপাকের মুমিন বান্দা তারা ইহকালেই তার কাছ থেকে 'হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা' এ আহ্বানের ডাক শুনতে পায়। সে এ জগতেই আল্লাহপাকের জান্নাতের প্রবেশাধিকার লাভ করে এবং তার অন্তর সর্বদা তার জিকিরে মশগুল থাকে। সে কথা বলবে ঠিকই কিন্তু তার কথার মধ্যে এমন পবিত্রকরণ শক্তি থাকে যা অন্য কারও মাঝে পাওয়া যায় না। তার কথা, কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই তখন কেবল আল্লাহর জন্য হয়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চাহেন তো এ বছর আমাদের দেশ থেকে প্রায় এক লাখ ধর্মপ্রাণ মুসলমান হজ পালন করবেন। আমাদের কামনা থাকবে তারা যেন হজের সঠিক নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে এবং সুস্থতার সঙ্গে হজ সম্পন্ন করে দেশে ফিরে আসতে পারেন। হজের মাধ্যমে বিশ্ব মানবের মহামিলনের নিদর্শন প্রস্ফুটিত হয়। হজই বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম মানবতার মহামিলনের এক অনন্য ব্যবস্থা, যা আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত একটি ব্যবস্থা আর কাবাকেন্দ্রিক এ ব্যবস্থা সর্বপ্রাচীন। মূলত আল্লাহপাকের সঙ্গে প্রেমময় এক গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির নামই হজ।

ইতোমধ্যেই আল্লাহর ঘরের মেহমানদের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। যারা হজে যাওয়ার নিয়ত করেছেন তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য কয়েকজন হাজিদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে শেয়ার করছি। হজে যাওয়ার সময় অবশ্যই ভালো জামাকাপড় নেওয়ার চেষ্টা করবেন। জুতা, স্যান্ডেল, ব্রাশ, টুপি, হাতব্যাগ, বেলট যা না হলেই নয় তা সঙ্গে নেবেন। সুই-সুতা, সেফটি পিন, রেজার, কাঁচি, ঘড়ি, কলম, কাগজ, নোটবুক, মোবাইল, চার্জার, নেইল কাটার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস লাগেজ এবং হ্যান্ডব্যাগে রাখবেন। মনে রাখবেন, বোঝা যত ছোট রাখা যায় ততই ভালো। তবে হাজিদের প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসই মক্কা ও মদিনা শরিফে পাওয়া যাবে, তবে দাম একটু বেশি পড়বে আর এগুলো ক্রয়ের জন্য অনেক সময়ও ব্যয় হবে। যেহেতু পবিত্র স্থানে যাচ্ছেন ইবাদতের জন্য তাই যত বেশি সম্ভব ইবাদত এবং দোয়ায় রত থেকে সময় অতিবাহিত করাই উত্তম।

যাওয়ার আগে সঙ্গী নির্বাচন করাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদেশে অসুস্থ হয়ে পড়লে অথবা কোনো অসুবিধা হলে সাধারণত সঙ্গের লোকেরাই অধিক সহযোগিতা করেন। এমনিতেও কমপক্ষে তিনজনের একটি ঘনিষ্ঠ দল থাকলে উত্তম হয়। কেননা ভিড়ে হারিয়ে গেলে অথবা পথ হারিয়ে ফেললে বা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লে তিনজনের পারস্পরিক সহযোগিতায় অনেক কাজ সহজ হয়ে যায়। দল ছোট হোক বা বড় অবশ্যই একজনকে আমিরে কাফেলা নির্বাচন করবেন। অর্থাৎ দলের একজন নেতা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

যাকে দলের নেতা নির্বাচন করা হবে তার আদেশ-নিষেধকে মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। সবাই যদি তার দলের আমিরের আনুগত্য করেন তাহলে দেখবেন সফর কতই না বরকতময় হয়। এছাড়া বিভিন্ন তথ্যাদি সংরক্ষণ করাও প্রয়োজন। যেমন পাসপোর্ট বা হজ পাসের ফটোকপি এবং প্রয়োজনীয় দেশি-বিদেশি টেলিফোন নম্বর দুটি পৃথক স্থানে রাখা উচিত। যারা চশমা ব্যবহার করেন তারা দুজোড়া চশমা সঙ্গে রাখুন। জরুরি ওষুধ যেমন হার্টব্যাধি, ডায়াবেটিস, প্রেসার ইত্যাদির ওষুধ দুটি ভিন্ন জায়গায় রাখা দরকার আর অবশ্যই হাতের কাছে রাখবেন যাতে সহজেই পাওয়া যায়। যারা পবিত্র হজব্রত পালন করতে যাচ্ছেন তারা অবশ্যই পানি বেশি পান করবেন।

তবে মনে রাখবেন খাবার বেশি খাবেন না, যতটুকু খেলে চলে ততটুকুই খাবেন। কেননা হজের দিনগুলোতে আপনি যদি অধিক আহার করেন তাহলে আপনার ইবাদতে কষ্ট হবে। রোদের জন্য ছাতা ব্যবহার করতে পারেন। তাই ছোট একটি ছাতা সঙ্গে নিয়ে গেলেই ভালো হয়। যদি কোনো কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে ভয় না পেয়ে হাজিদের জন্য যে চিকিৎসা ক্যাম্প রয়েছে সেখানে যাবেন। তারা আপনাকে ভালের চিকিৎসাসেবা দেবেন।

মহিলা হাজিদেরও হজব্রত পালন করতে তেমন কোনো সমস্যা হয় না। তবে যেসব মহিলারা হজে যাওয়ার নিয়ত করেছেন তারা একটা বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখবেন, তা হলো নিজের ক্যাম্প থেকে বের হয়ে কোথাও একা একা যাবেন না। এতে হয়তো আপনি রাস্তা ভুলে যেতে পারেন আর নিজ ক্যাম্পে ফেরত আসাটা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। তাই কোথাও যেতে হলে যার সঙ্গে হজে যাচ্ছেন তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং আপনার ক্যাম্পকে চিনে রাখার জন্য কোনো না কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।

আরেকটি বিষয়, বিশেষ যে দোয়াগুলো রয়েছে তা এখন থেকেই আমাদের মুখস্থ করে ফেলা উচিত। বিশেষ করে হজের তালবিয়া 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকা লাকা'। আল্লাহপাক সব হাজিকে হজের সব নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে হজ সম্পন্ন করার তৌফিক দান করুন, আমিন। লেখক : ইসলামি গবেষক ও কলামিস্ট

ইসলামে শ্রম ও শ্রমিকের অধিকার

আবদুল্লাহ নুর

ইসলাম সাম্যের ধর্ম। মানবতা ও সহানুভূতি ইসলামের অন্যতম মূলনীতি। শ্রমিকের শ্রম ও মালিকের ক্ষমতায়নে রয়েছে ইসলামে বিশেষ নির্দেশনা। আল্লাহ তার ইবাদতের পরে মালিক ও শ্রমিক উভয়কে আয়-রোজগারের খোঁজে বেরিয়ে যেতে বলেছেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন- 'অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে জীবিকা উপার্জনের জন্য তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।' (সূরা জুমা-১০)

রাসূল সা: বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন হালাল রোজগার করার জন্য। এমনকি প্রত্যেকের জন্য হালাল উপার্জন করা ফরজও। হাদিস শরিফে রাসূল সা: বলেন, 'হালাল জীবিকা সন্ধান করা নির্ধারিত ফরজগুলোর পরে বিশেষ একটি ফরজ।' (শুআবুল ইমান, বায়হাকি, কানযুল উম্মাল-৯২০৩)

শ্রমের মর্যাদা : পৃথিবীর সব মুসলমানের জন্য হালাল জীবিকা উপার্জন করা ফরজ। আর হারাম উপার্জন করা নিষিদ্ধ। হারাম উপার্জনের অর্থে পালিত দেহ কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। নবী সা: একবার হজরত কা'ব বিন উজরাহ রা:-কে ডেকে বললেন, হে কা'ব! শুনে রাখো, ওই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম থেকে সৃষ্ট। কেননা জাহান্নামের আগুনই তার অধিক উপযোগী।' (সুনানে তিরমিজি-৬১৪)

হালাল কর্ম যতই ছোট হোক না কেন, তাকে তুচ্ছ করা ঠিক না। যুগে যুগে প্রত্যেক নবীই কোনো না কোনো কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। আর হাদিসে নিজ হাতের উপার্জনের খাদ্যকে উত্তম খাদ্য বলা হয়েছে। হজরত মিকদাদ রা: বলেন, রাসূল সা: বলেছেন, 'এর চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নেই, যা মানুষ নিজ হাতে উপার্জনের মাধ্যমে ক্রয় করে। নবী দাউদ আ: নিজ হাতে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।' (বুখারি-২০২৭)

শ্রমিকের অধিকার : প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ স্তর অনুযায়ী কিছু অধিকার রয়েছে। মালিক-শ্রমিকও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে দু'জনের মধ্যে সহানুভূতিশীলতা ও দায়িত্ববোধ থাকলে উভয়েই উপকৃত হতে পারবে। বিশেষত মালিককে তার শ্রমিকের প্রতি হতে হবে দয়াশীল। আর তার থাকতে হবে ক্ষমার মতো মহৎ গুণ। কেননা, যে ব্যক্তি কাজ করে ভুল তারই বেশি হয়। রাসূল সা: শ্রমিককে প্রতিদিন ৭০ বার ক্ষমা করতে বলেছেন। হাদিসে এসেছে এক ব্যক্তি এসে রাসূল সা:-কে জিজ্ঞেস করলেন, কর্মচারীকে কতবার ক্ষমা করব? রাসূল সা: কোনো উত্তর না দিয়ে নীরব থাকলেন। তিনি আবারো জিজ্ঞেস করলে নবীজী সা: এবারো কোনো উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করার পর উত্তরে বললেন, 'প্রতিদিন ৭০ বার ক্ষমা করবে'। (সুনানে আবু দাউদ-৫১৬৬)

একজন শ্রমিক গায়ের রক্ত ঘামে পরিণত করে হালাল রুজি রোজগার করেন। চুক্তি অনুযায়ী বেতন-ভাতা তার প্রাপ্য। আর এই প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে দেয়ার দায়িত্ব হলো মালিকের। মালিক যদি শ্রমিকের বেতন দিতে গড়িমসি করে তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। হাদিসে এসেছে, রাসূল সা:-এর ইন্তেকালের আগ মুহূর্তে যখন তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল, স্বর একেবারেই ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, তখন উম্মতের উদ্দেশে সর্বশেষ ওসিয়ত করেছেন এ বলে, 'তোমরা অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।' (সুনানে আবি দাউদ-৫১৫৮)

মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক : পৃথিবীর সব মুসলমান এক দেহের মতো। সবাই পরস্পর ভাই। তবে মালিক ও শ্রমিক উভয়ে ভিন্ন ধর্মের অনুসারী হলেও উভয়ে পরস্পর ভাইয়ের সম্পর্ক। তাকে তুচ্ছরূপে গণ্য করা নিষিদ্ধ। ইসলাম মালিক ও শ্রমিকের পোশাক, খাবার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধায় উভয়কে সমান অধিকার দিয়েছেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা: মালিকপক্ষকে লক্ষ করে বলেন, এসব শ্রমিক তোমাদের ভাই, মহান আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের অধীনস্থ শ্রমিককে তাই খেতে দেবে যা তুমি নিজে খাও এবং তাকে এমন পোশাক দেবে যেমন পোশাক তুমি নিজে পরিধান কর এবং তাদের সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু তাদের উপর চাপিয়ে দেবে না। যদি কোনো কষ্টকর কাজ তাদের উপর চাপিয়ে দাও তাহলে অবশ্যই তোমরা তাদের সাহায্য করবে।' (মুসলিম শরিফ-১৬৬১)

তবে একজন শ্রমিকেরও রয়েছে দায়িত্ব। দায়িত্ববান শ্রমিক মালিকের কাজকে সর্বদা নিজের কাজ মনে করবে এবং কাজকে আমানতদারিতার সাথে আনজাম দেবে। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। হাদিসে এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা: বলেন, রাসূল সা: বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককে সে দায়িত্ব সম্পর্কে জবাব দিতে হবে।' (বুখারি-৭১৩৮)

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	১০	৩:৩১	৫:১৩	০১:০২	৬:১৪	৮:৪২	৯:৫৩
শনিবার	১১	৩:২৮	৫:১১	০১:০২	৬:১৫	৮:৪৪	৯:৫৫
রবিবার	১২	৩:২৭	৫:১০	০১:০২	৬:১৬	৮:৪৫	৯:৫৬
সোমবার	১৩	৩:২৪	৫:০৮	০১:০২	৬:১৭	৮:৪৭	৯:৫৭
মঙ্গলবার	১৪	৩:২৩	৫:০৭	০১:০২	৬:১৮	৮:৪৮	৯:৫৮
বুধবার	১৫	৩:২০	৫:০৫	০১:০২	৬:১৯	৮:৫০	১০:০০
বৃহস্পতিবার	১৬	৩:১৯	৫:০৪	০১:০২	৬:২০	৮:৫১	১০:১০

কনজার্ভেটিভ পার্টির ভরাডুবি

পার্টি।
তৃতীয় অবস্থানে থাকা দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির কাছেও হার মেনেছে কনজারভেটিভ, রিশি সুনাকের দলকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় অবস্থান দখল করে নিয়েছে লিবডেম। চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী, ১১৫৮টি কাউন্সিলর পদে জয় পেয়েছে লেবার। লিবারেল ডেমোক্রেটিক পেয়েছে ৫২২টি, কনজারভেটিভ পার্টি পেয়েছে ৫১৫টি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট পেয়েছে ২২৮টি, গ্রীন পার্টি ১৮১টি, রেসিডেন্স অ্যাসোসিয়েশন পেয়েছে ৪৮টি। ১১টি মেয়র পদের মধ্যে, লেবার যে ১০টি এলাকায় জিতেছে - গ্রেটার লন্ডন, ইস্ট মিডল্যান্ডস, গ্রেটার ম্যানচেস্টার, লিভারপুল সিটি রিজিয়ন, নর্থ ইস্ট, সালফোর্ড, সাউথ ইয়র্কশায়ার, ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস, ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ার এবং ইয়র্ক এণ্ড নর্থ ইয়র্কশায়ার।
শুধু টিজ ভেলি সিটিতে কনজার্ভেটিভের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।
নির্বাচনী ফলাফলে হতাশা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে লেবার পার্টির বড় জয় হলেও আগামী জাতীয় নির্বাচনে এই প্রেক্ষাপট থাকবে না। বরং কনজারভেটিভকেই বেছে নিবে জনগণ। কনজারভেটিভ পার্টিকেই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে।
অন্যদিকে লেবার নেতা স্যার কিয়ার স্টারমার নির্বাচনী ফলাফলে উচ্ছ্বসিত। তিনি আগামী জাতীয় নির্বাচনের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাককে। কিয়ার স্টারমার জাতীয় নির্বাচনের ঠিক আগমুহূর্তে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ফলাফলই জনগণকে পরিবর্তনের আগাম বার্তা দিয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

টানা তিনবার লন্ডনের মেয়র

আমানউল্লাহ ছিলেন বাসচালক। মা শেহরুন করতেন দরজির কাজ। সাত ভাই ও এক বোনের মধ্যে সাদিক পঞ্চম।
সাদিক খানের পড়ালেখা ইউনিভার্সিটি অব নর্থ লন্ডন থেকে। বিষয় ছিল আইন। পড়াশোনা শেষে মানবাধিকার-বিষয়ক আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। কম বয়সেই তিনি যোগ দিয়েছিলেন লেবার পার্টির রাজনীতিতে। ১৯৯৪ সালে লেবার পার্টির হয়ে লন্ডনের ওয়ান্ডসওর্থ বারার কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হন সাদিক খান। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৪ বছর। ২০০৬ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ২০০৫ সালে যুক্তরাজ্যের জাতীয় নির্বাচনে দক্ষিণ লন্ডনের টুটিং আসন থেকে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন।
২০০৮ সালে গর্ডন ব্রাউন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন স্থানীয় সরকারের পার্লামেন্টারি আন্ডার সেক্রেটারি এবং পরবর্তীতে যোগাযোগ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন সাদিক খান। ২০১০ সালে লেবার পার্টি বিরোধী দলে গেলে তিনি ছায়া মন্ত্রিসভায় বিচার-বিষয়ক ছায়া মন্ত্রী, লর্ড চ্যান্সেলর (ছায়া অর্থমন্ত্রী) ও লন্ডন-বিষয়ক ছায়া মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।
২০১৬ সালে লন্ডনের মেয়র পদে নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করেন সাদিক খান। ওই বছরের ৯ মে কনজারভেটিভ পার্টির জ্যাক গোলডস্মিথকে হারিয়ে প্রথমবার লন্ডনের মেয়র নির্বাচিত হন। এরপর ২০২১ সালে কনজারভেটিভ পার্টির সোন বেইলিকে পরাজিত করে মেয়র পদ ধরে রাখেন সাদিক।
এবার তৃতীয় দফায় সাদিক খানের জয় আগামী জাতীয় নির্বাচনে লেবার পার্টির মনোবল আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ৪ মে শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে লন্ডন মেয়র নির্বাচনের ফল প্রকাশ করা হয়। তাতে দেখা যায়, সাদিক খান পেয়েছেন ১০ লাখ ৮৮ হাজার ২২৫ ভোট। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সোসান পেয়েছেন ৮ লাখ ১১ হাজার ৫১৮ ভোট। অর্থাৎ, দুজনের ব্যবধান প্রায় ৩ লাখ ভোট।
এবার লন্ডনের মেয়র নির্বাচনে ১৪টি নির্বাচনী এলাকার মধ্যে নয়টিতেই জিতেছেন সাদিক খান। এর মধ্যে কনজারভেটিভদের দুটি এলাকায় জিতেছেন তিনি। এবার নির্বাচনে ভোট পড়েছে ২৪ লাখ, যা মোট ভোটারের ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ। ভোট পড়ার হার গতবারের চেয়ে কিছুটা কম।
ব্যক্তিগত জীবনে সাদিক খানের দুই সন্তান রয়েছে। রাজনীতির পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতিও আগ্রহ রয়েছে তাঁর। সাদিক খানের পছন্দের খেলা ফুটবল, ক্রিকেট ও বক্সিং। ২০১৪ সালে লন্ডন ম্যারাথনে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। ২০১৮ সালে জনপ্রিয় সাময়িকী টাইম ম্যাগাজিনে বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় জায়গা করে নেন সাদিক খান।

রাশিয়াকে হারাতে ইউক্রেনকে

ব্রিটিশ অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে তা ইউক্রেনের ওপর নির্ভর করছে। রাশিয়ার ভূখণ্ডে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার অধিকার তাদের রয়েছে। যতদিন প্রয়োজন ততদিন যুক্তরাজ্য প্রতিবছর ইউক্রেনকে ৩৭৫ কোটি ডলার দিয়ে যাবে।
ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'রাশিয়া যেভাবে ইউক্রেনের অভ্যন্তরে হামলা চালাচ্ছে, তা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন কেন ইউক্রেন নিজেকে রক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে।' ক্যামেরনের এই মন্তব্যের নিন্দা জানিয়েছে রাশিয়া। একে 'ভয়ংকর বিবৃতি' বলে মন্তব্য করেছে দেশটি।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবন ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, 'এটি ইউক্রেনের সংঘাতকে ঘিরে সরাসরি উত্তেজনা বৃদ্ধির প্ররোচনা, যা সম্ভবত ইউরোপীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করবে।' ইউক্রেনকে একাধিকবার রাশিয়ার অভ্যন্তরে তেল শোধনাগারগুলোতে হামলা চালাতে নিষেধ করে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির আশঙ্কা, এতে উত্তেজনা আরও বাড়বে।
রুশ সেনারা সম্প্রতি ইউক্রেনের কয়েকটি অঞ্চলে সামনে অগ্রসর হয়েছে। ইউক্রেনের অস্ত্র ও সেনা ঘাটতির সুযোগ নিয়ে কয়েকটি শহর ও গ্রামের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। ইউক্রেনের অন্যান্য শহরেও হামলা অব্যাহত রেখেছে রুশ বাহিনী। শুক্রবার রাতে (স্থানীয় সময়) রাশিয়ার ড্রোন হামলায় ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিভে ছয়জন আহত হয়েছেন।
তাদের মধ্যে দুজন নারী ও একটি শিশু রয়েছে। শনিবার ভোরে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স। টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপে খারকিভের আঞ্চলিক গভর্নর ওলেহ সিনেহুবভ বলেছেন, বিধ্বস্ত রাশিয়ান ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানলে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় একটি অফিস ভবনে আগুনও লেগে যায়। তিনি আরও বলেছেন, ১৩ বছর বয়সি একটি শিশু এবং এক নারীকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আহত আরেক নারীকে ঘটনাস্থলেই চিকিৎসা দেওয়া হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে জরুরি পরিষেবা কাজ করছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

টাওয়ার হ্যামলেটসে নতুন

তিনি সাংবাদিক ও ব্যবহারকারীদের নিয়ে সেন্টারের বিভিন্ন সার্ভিস ও সুবিধাদি ঘুরে দেখেন।
কাউন্সিলের নতুন লেজার সার্ভিসেস 'বি ওয়েল' স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর ফোকাস করবে, পাশাপাশি বাসিন্দাদের অংশগ্রহণ এবং অ্যাক্সেস বাড়ানোর সাথে নারী ও মেয়ে, বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকা বা তাদের সাথে বসবাসকারী ব্যক্তির উপরও বিশেষ নজর দেয়া হবে।
এই সার্ভিস বাসিন্দাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের নতুন সুবিধা প্রদান করবে, যার মধ্যে রয়েছে- বারার ১৬ বছরের বেশি বয়সী মেয়ে ও মহিলাদের জন্য এবং ৫৫ বছরের বেশি পুরুষদের জন্য বিনামূল্যে সাঁতারের সুবিধা, যা ২০২৪ সালের গ্রীষ্ম থেকে শুরু হবে। একটি মেম্বারশীপের অধীনে ছয়টি অবকাশ কেন্দ্রে অ্যাক্সেস সুবিধা। নতুন ফিটনেস সরঞ্জাম এবং ক্লাস প্রোগ্রাম। স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার ক্লাস এবং প্রোগ্রাম। ইয়র্ক হলের স্পা, জন অরওয়েলের একটি নতুন স্পিন স্টুডিও এবং মাইল এন্ডের পিচগুলিকে সংস্কার করা সহ কেন্দ্রগুলোকে আধুনিকায়ন করা। নতুন এই সার্ভিসে ২৫০ জনেরও বেশি কর্মী জিএলএল থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে। এছাড়া নতুন পরিষেবার শূন্যপদগুলিতে নিয়োগ কার্যক্রম শুরু হলে বারার বাসিন্দারা লেজার সেক্টরে ক্যারিয়ার গড়ার অর্থাৎ চাকুরির সুযোগ পাবেন।
শেডওয়েলের সেন্ট জর্জেস লেজার সেন্টারের স্থানে কাউন্সিল একটি নতুন অবকাশ কেন্দ্র এবং আবাসন সুবিধার নির্মাণে ৫৫ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি বিনিয়োগ করছে, যা বাসিন্দাদের জন্য নতুন বাড়ির পাশাপাশি আরও ভাল মানের লেজার সুবিধা প্রদান করবে।
৭ মে মাইল এন্ড লেজার সেন্টারে আয়োজিত 'বি ওয়েল' নামের নতুন লেজার সার্ভিসের যাত্রা শুরুর অনুষ্ঠানে মেয়র লুৎফুর রহমান, ডেপুটি মেয়র মাইয়ুম তালুকদার, কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী স্টিফেন হলসি এবং কেবিনেট মেম্বার ফর কালচার এন্ড রিক্রিয়েশন, কাউন্সিলর ইকবাল হোসেন, কাউন্সিলের ডিরেক্টর ফর কমিউনিটিজ সায়মন বেক্সটার ও ডিরেক্টর ফর কালচার জাওয়ার আলী সহ পদস্থ কর্মকর্তারা অংশ নেন।
টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি ডিসেবিলিটি লার্নিং সার্ভিস (সিএলডিএস), অলিম্পিক কোচ ক্রিস্টোফার জাহ এবং ক্রীড়াবিদ হেইলি ম্যাকলিন এবং কলম্বা ব্লাঙ্গো সেন্ট লুকস প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে, সেন্ট পলস স্কুলের শিক্ষার্থীরাও এই উদযাপনে যোগ দিয়েছিলেন।
মেয়র লুৎফুর রহমান ফিতা কেটে সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বলেন, "আমি 'বি ওয়েল' সার্ভিসে নতুন ও বিদ্যমান গ্রাহকদের স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত। বারার যেসকল বাসিন্দা লেজার সার্ভিসের সুবিধা ভোগে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন, তাদের জন্য সুযোগ তৈরি করা, বিশেষ করে মহিলা ও মেয়েদের ওপর অধিকতর দৃষ্টি দেয়া এবং লেইজার সার্ভিসে অ্যাক্সেস বাড়ানোকে অগ্রাধিকার দিবে নতুন এই সার্ভিস।"
উল্লেখ্য, ২০১৫ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের লোকাল কাউন্সিল পরিচালিত ২৭৬টি সুইমিং পুল বন্ধ হয়ে গেছে। ২০২২ সালে ২৮টি আর ২০২৩ সালে ২৩ টি বন্ধ হয়। অন্যদিকে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল তহবিল কর্তন সহ নানামুখি আর্থিক চাপ সত্ত্বেও সুষ্ঠু বাজেট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুইমিং পুল সাতটি লেজার সেন্টার পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের অধীনে এনেছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ব্রাডফোর্ডে ১৯ বছর বয়সে

কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন।
বিলেতের মাটিতে নির্বাচিত সর্বকনিষ্ঠ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাউন্সিলর ঈসমাইল সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার কারিকোনা গ্রামের প্রবাসী জমির উদ্দিন ও আসমা বেগমের প্রথম ছেলে। তিনি ৪ বোন ও ২ ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়।
পাঁচ দশক আগে ১৯৭৩ সালে যুক্তরাজ্যে ব্রাডফোর্ড কাউন্সিলে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার হাজারীগাঁও গ্রামের মনোয়ার হোসেন প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলেন।
জানা গেছে, ঈসমাইল উদ্দিন গত ২ মে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী লেবার পার্টি থেকে তিনবারের নির্বাচিত কাউন্সিলর হাসান খানকে ১৮২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঈসমাইল উদ্দিন পান ১ হাজার ৫৩২ ভোট, তাঁর নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী হাসান খান পান ১ হাজার ৪৫০। ব্রাডফোর্ড মেট্রোপলিটন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের বোউলিং অ্যান্ড ব্যাকার অ্যান্ড ওয়ার্ডে ভোটারদের ৭০ শতাংশ পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ও বাকি ৩০ শতাংশ ভোটার বাংলাদেশি ও অন্যান্য দেশের নাগরিক। ফিলিস্তিন ইস্যুতে সোচ্চার ঈসমাইল ব্রাডফোর্ডে নতুন গণজাগরণ তৈরি করতে পেরেছেন। তারই ফল পেয়েছেন নির্বাচনে।
সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার জমির উদ্দিন ও আসমা বেগম দম্পতির সন্তান ঈসমাইল উদ্দিন ২০০৪ সালের জুলাই মাসে ব্রাডফোর্ড শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ঈসমাইল ব্রাডফোর্ড হ্যানসন একাডেমিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সময় স্কুল ক্যাপ্টেন ও ব্রাডফোর্ড ডিকসন কলেজের স্টুডেন্টস ইউনিয়নের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ঈসমাইল উদ্দিন বর্তমানে লিডস ইউনিভার্সিটিতে পলিটিক্যাল সায়েন্সে অধ্যয়নরত। সেখানকার মুসলিম স্টুডেন্ট ফেডারেশনের এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট তিনি।

পাওয়ার অব অ্যাটর্নি জটিলতায়

ব্যবসা- বিনিয়োগসহ নানা ক্ষেত্রে স্থবিরতা দেখা দিতে পারে। মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন প্রবাসীরা।
গত ৭ মে দুপুরে সিলেট প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন, যুক্তরাজ্য প্রবাসী আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার নাজির আহমদ। তিনি বলেন, 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ইস্যুর ক্ষেত্রে বাংলাদেশি পাসপোর্ট থাকার বাধ্যবাধকতা ও সশরীরে উপস্থিত হওয়ার যে নিয়ম করা হয়েছে তাতে বৃটেনে বসবাসরত বাংলাদেশিরা চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন। বিশেষত বয়োজ্যেষ্ঠ ও শারীরিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার। এ নিয়ে প্রবাসী বাঙালিদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে।'
তিনি জানান, 'সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর, বণ্টন, মামলা দায়ের ও মামলা পরিচালনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রয়োজন পড়ে। এটা শত শত বছর ধরে চলে আসা স্বীকৃত আইনি পন্থা। আগে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ইস্যুর ক্ষেত্রে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার বিধান ছিল না। গত কয়েক বছর ধরে এটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
প্রবাসী বাঙালিদের বরাত দিয়ে ব্যারিস্টার নাজির আরও বলেন, 'বাংলাদেশি পাসপোর্ট ইস্যু করতে গিয়েও অনেকে বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন। পাসপোর্টের জন্য আবেদন করলে ৬ থেকে ৮ মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় অপেক্ষা করেও পাওয়া যাচ্ছে না। অসুস্থ অনেকে সশরীরে উপস্থিত হতে অক্ষম হলে তার কাজ সম্পাদন করার সুযোগ থাকে না। এতে বাংলাদেশি প্রবাসীদের সম্পত্তি রক্ষা ও অধিকার দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে।' তিনি বলেন, 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সম্পাদন করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথা হাইকমিশন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে বিভিন্ন ধরনের স্বীকৃত আইডি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি পাসপোর্ট থাকার বাধ্যতামূলক এই নিয়মটি চালু করা হয়েছে মাত্র দু'বছর আগে। যা আগে ছিল না। নতুন নিয়ম করে এ জটিলতা বাড়ানো হয়েছে।' পুরাতন নিয়মের কথা উল্লেখ করে ব্যারিস্টার নাজির বলেন, 'সাত থেকে আট বছর আগ পর্যন্ত বৃটেন থেকে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দেয়ার নিয়ম ছিল ড্রাফট করে আইডিসহ যেকোনো ব্যারিস্টার বা সলিসিটরের সামনে গিয়ে দস্তখত করতে হতো। পরে ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিসে পাঠিয়ে লিগেলাইজেশন করে হাইকমিশনে অ্যাটাস্টেশনের জন্য পাঠানো হতো। তখন সশরীরে কেবলমাত্র ব্যারিস্টার বা সলিসিটরের সামনে উপস্থিত হতে হতো।'
তিনি আরও বলেন, 'সাত বছর আগে করা নিয়মে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সশরীরে হাইকমিশনে আইডিসহ (যেকোনো ধরনের পাসপোর্ট) উপস্থিত হতে হয়। এতে প্রবাসীরা বিশেষ করে যারা দূরে থাকেন বা বয়স্ক বা শারীরিক প্রতিবন্ধী তারা সমস্যায় পড়েন। হাইকমিশন কয়েক জায়গায় মোবাইল কনস্যুলার সেবা চালু করায় সমস্যা কিছুটা দূর হয়েছিল। কিন্তু দু'বছর আগে বৈধ বাংলাদেশি পাসপোর্ট থাকার বাধ্যতামূলক নিয়ম চালু করায় কয়েক লাখ প্রবাসী পড়েছেন বিপাকে।'
যেকোনো স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের ইস্যুকৃত পাসপোর্টই সর্বোচ্চ আইডি উল্লেখ করে ব্যারিস্টার নাজির বলেন, 'বৃটিশ পাসপোর্ট বা বৃটিশ পাসপোর্টে যাদের 'নো ভিসা রিকয়ার্ড ফর ট্রাভেল টু বাংলাদেশ' স্টিকার আছে তাদেরকে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি করতে আলাদা পাসপোর্ট করার বাধ্যবাধকতা অমূলক। কারণ- বাংলাদেশি নাগরিকত্ব বা পিতা-মাতার নাগরিকত্ব বা বাংলাদেশের সঙ্গে যথাযথ যোগাযোগের প্রকৃত প্রমাণপত্র ছাড়া এ স্টিকার ইস্যু করা হয় না। এত কিছুর পরও কেন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দিতে বাংলাদেশি পাসপোর্ট বাধ্যতামূলক তার ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি।' জটিলতা তৈরি করায় বাংলাদেশে বিনিয়োগে প্রবাসীরা আগ্রহ হারাচ্ছেন বলে মনে করেন ব্যারিস্টার নাজির। তিনি আরও বলেন, 'নতুন নিয়ম করে প্রবাসীদের বিড়ম্বনায় ফেলে, তাদের সম্পত্তির অচলাবস্থায় প্রবাসীরা দেশের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছেন। অন্যান্য দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এসব জটিলতা নেই বলে তারা সেদিকে ঝুঁকছেন।'

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে যুক্তরাষ্ট্রের প্রজন্মগত মতপার্থক্য ফুটে উঠেছে

একেএম শামসুদ্দিন

গাজায় ইসরাইলের একতরফা যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। তারা গাজায় যুদ্ধবিরতি ও ইসরাইলকে সামরিক সহায়তা বন্ধের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এ বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তাঁবু টানিয়ে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়েছে শিক্ষার্থীরা। এরই মধ্যে শত শত শিক্ষার্থীকে আটক করা হলেও বিক্ষোভ দমন করা যায়নি। শিক্ষার্থীদের এ বিক্ষোভ এখন ইহুদিপন্থি শিক্ষার্থী ও পুলিশের সহিংসতার শিকার হচ্ছে। ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকারের পক্ষে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের পাশাপাশি ইসরাইলপন্থিরাও হামলা চালাচ্ছে। লসঅ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যাম্পাসে বেশ কয়েকদিন ধরে তাঁবু টানিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছিলেন ইসরাইলবিরোধী শিক্ষার্থীরা। ৩০ এপ্রিল রাতে হঠাৎ করেই ইসরাইলপন্থিরা লোহার পাইপ, লাঠিসোঁটা নিয়ে ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁবু ও প্ল্যাকার্ড ভাঙচুর করে। তাদের ওপর আতশবাজি, কাচের বোতল ও কাঁদানে গ্যাসের শেলও নিক্ষেপ করা হয়। হামলার পর দুপক্ষের শিক্ষার্থীরা হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়েন। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশ সেখানে হস্তক্ষেপ করলে ইসরাইলপন্থি আক্রমণকারীরা নিরাপদেই সেখান থেকে সরে যায়। সহিংসতার পর লসঅ্যাঞ্জেলেসে পুলিশ কর্তৃপক্ষ যথারীতি বলেছে, "ক্যাম্পাসে সহিংসতার একাধিক ঘটনার পর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং 'জননিরাপত্তার' স্বার্থে পুলিশ ডেকেছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।"

ইসরাইলের গাজায় আক্রমণের পর গত পাঁচ মাসেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ইসরাইলি সেনাবাহিনীর গণহত্যার শিকার ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে প্রতিবাদ ও সমাবেশ করে আসছে। অনেকটা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে শিক্ষার্থীরা এ আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। ইতোমধ্যে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সমর্থনকারী শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে, গাড়িচাপা দেওয়া হয়েছে, এমনকি তাদের ওপর ইসরাইলি দখলদার বাহিনীর ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ ছোড়াও হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী চি□ত করে বরখাস্ত ও গ্রেফতার করার পাশাপাশি তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। এসব শিক্ষার্থী ইসরাইলের আগ্রাসন বন্ধ ও যুদ্ধবিরতির পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য আন্দোলন যাতে আরও বেগবান হয়, সেজন্য বিভিন্ন সূত্র থেকে সীমিত তহবিল সংগ্রহ করেছে। এ দফার বিক্ষোভ আন্দোলন সপ্তাহ দুয়েক আগে নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হয়। ধীরে ধীরে এ বিক্ষোভ যুক্তরাষ্ট্রের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানসহ বিশ্বের বিভিন্ন শহরে এ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। এসব বিক্ষোভ থেকে অবিলম্বে গাজায় ইসরাইলের বর্বর হামলা বন্ধের দাবি জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে ইসরাইল ও গাজা যুদ্ধে সমর্থন করে এমন সব কোম্পানির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে ইসরাইলবিরোধী এ বিক্ষোভে কেবল সাধারণ শিক্ষার্থীরাই অংশগ্রহণ করছে না, অনেক ইহুদি শিক্ষার্থীও ফিলিস্তিনি পতাকা হাতে বিক্ষোভ-সমাবেশে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন।

শিক্ষার্থীদের এ আন্দোলনকে যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিবাদী গোষ্ঠীর ভয় পাওয়ার কারণ আছে। পাঁচ দশক আগে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল, সে আন্দোলনের তীব্রতাই যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করেছিল পরাজয় মেনে নিয়ে ভিয়েতনাম ত্যাগ করতে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাজয়ের সেই স্মৃতি যেন আজও তাড়া করে বেড়াচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে। সপ্তাহ দুয়েক আগে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হওয়া শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ যেন পঞ্চাশ বছর আগের ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। ১৯৬৮ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা করে তখন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর অধীন বার্নাড কলেজের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের পাঁচটি ভবন দখল করে নিয়েছিল। হ্যামি□ন হল সেই ভবনগুলোর একটি ছিল। গাজায় ইসরাইলের একতরফা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা সেই হ্যামিলটন হল দখল করে নেয়। ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনেও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কোয়ালিশন ফর আ ফ্রি আফ্রিকা (সিএফএস) নামক একটি সংগঠন ওই বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। ১৯৮৫ সালের ৪ এপ্রিল সিএফএস-এর কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যামি□ন হলের মেইন গেট অবরোধ করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ম্যানহাটনের রাজ্য সুপ্রিমকোর্টের একজন বিচারকের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভকারীরা মেইন গেট ছেড়ে দিয়ে হ্যামি□ন হলের সিঁড়িসংলগ্ন প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ করে। যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থীদের এমন তীব্র বিক্ষোভের আরও অনেক উদাহরণ আছে। ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সর্বশেষ ২০২০ সালে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন অন্যতম। সর্বশেষ এ বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইসরাইলের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের এভাবে ফুঁসে ওঠাকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির জন্য ভালো লক্ষণ হিসাবে দেখছেন না। শিক্ষার্থীদের এ চলমান বিক্ষোভ ইসরাইলের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের ভেতর প্রজন্মগত মতপার্থক্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। মার্কিন তরুণ প্রজন্ম যে ফিলিস্তিনিদের প্রতি আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি সহানুভূতিশীল, তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে তারা। প্রবীণ ও তরুণ প্রজন্মের এ মতপার্থক্যকে দেশটির সর্বকালীন ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরাইলের জন্য হুমকি হিসাবে দেখা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এমন অনেক বড় আন্দোলন জনমতে বিরাট পরিবর্তন আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি শিক্ষার্থীদের এ আন্দোলন দেশের রাজনীতিতে পরিবর্তনের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। বিভিন্ন সময়ে ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে প্রবীণ প্রজন্মের ইসরাইলকে অন্ধভাবে সমর্থন করার বিষয়ে তরুণ প্রজন্মের ভেতর যথেষ্ট অসন্তোষ রয়েছে। ইসরাইলের যে কোনো অন্যায় কর্মকাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির দীর্ঘকালের এ অপরিবর্তনশীল অবস্থান মার্কিন তরুণ প্রজন্মের ভেতর ক্রমেই হতাশা বাড়িয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা, পরামর্শক পরিষদ থেকে শুরু করে হোয়াইট হাউজ ও ইসরাইলপন্থি সংগঠনগুলোর অভিযোগ, তাদের ভাষায়, তরুণ প্রজন্মের এ বিক্ষোভ-আন্দোলন ইহুদিবিদ্বেষকে উসকে দিচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের ইসরাইলবিরোধী বিক্ষোভের বিরুদ্ধে ইহুদি ধনকুবেরা একজোট হয়েছেন। তারা দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের ইসরাইলবিরোধী আন্দোলনকে সংক্রামক ব্যাধির মতো ঘৃণা ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করে আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছেন। শিক্ষার্থীদের এ মারমুখী আন্দোলন ইহুদি গোষ্ঠীর ভেতর এক ধরনের আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। তারা এ আন্দোলনের ভেতর ইসরাইলের জন্য সর্বনাশের অশনিসংকেত দেখতে পাচ্ছেন। কাজেই বিক্ষোভ দমনে তারা সর্বমুখী প্রচেষ্টা শুরু করেছেন। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের শুরু থেকেই কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দাতা ও ইহুদি বিলিয়নিয়ার রবার্ট ক্রাফট সব ধরনের সাহায্য বন্ধের হুমকি দিয়েছেন। পাশাপাশি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারী আরেক বিলিয়নিয়ার লিওন কুপারমেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহায্য প্রদান বন্ধ করে দিয়েছেন। পেনসিলভানিয়া ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ইহুদি দাতাও সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক ইহুদি দাতা বিল একম্যান আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের কেউ যাতে ভবিষ্যতে চাকরি না পান, সে ব্যবস্থা করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে নামের তালিকা চেয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের এ ইহুদিবাদী গোষ্ঠী ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। নেতানিয়াহু সম্প্রতি ফিলিস্তিনির পক্ষে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে ইহুদিবিদ্বেষ বলে দাবি করেছেন। আন্দোলন দমনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের জন্যই নেতানিয়াহু 'ইহুদিবিদ্বেষ' ইস্যুটি সবার সামনে নিয়ে এসেছেন। এর ফলও তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গেছেন। নেতানিয়াহুর এ বক্তব্য প্রকাশের পরপর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে ইহুদিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে একটি বিলও পাশ করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসরাইলের প্রভাব এতই প্রবল, এ বিল পাশের মধ্য দিয়ে তা আবারও প্রমাণিত হলো। বিলের পক্ষে-বিপক্ষের ভোট হিসাব করে দেখলেও ইসরাইলের প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। বিলটি পাশের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৩২০ জন সদস্য। আর বিলটির বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন মাত্র ৯১ জন। বিলটিতে বলা আছে, ইসরাইলকে আক্রমণ করে কিছু বলা ইহুদিবিদ্বেষ হিসাবে গণ্য করা হবে। সিনেটে পাশ হওয়ার পর বিলটি যদি আইনে পরিণত হয়, তাহলে এর মধ্য দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল হলোকোস্ট রিমেমব্র্যান্স অ্যালায়েন্সের (আইএইচআরএ) দেওয়া ইহুদিবিদ্বেষের সংজ্ঞাকে বিধিবদ্ধ করা হবে। ধারণা করা হচ্ছে, ইহুদিবিদ্বেষের সংজ্ঞাকে চলমান ইসরাইলবিরোধী বিক্ষোভ দমনে ব্যবহার করা হতে পারে।

মারমুখী পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলোতে ঢুকে শিক্ষার্থীদের তাঁবু সরিয়ে দিয়ে আন্দোলনকে এক ধরনের পণ্ড করে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের ইসরাইলবিরোধী আন্দোলন দমনে যতই চেষ্টা করুক, শিক্ষার্থীরা আবারও ফিরে আসবেন। এটাই শেষ নয়, তারা আবার ফিরে আসবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না গাজায় গণহত্যা ও ইসরাইলকে মার্কিন সহায়তা বন্ধ করা হয়। কিছুদিন আগেও মার্কিন এ শিক্ষার্থীরা ইসরাইলের প্রতি অনেক সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু চলমান ইসরাইলি বর্বরতা সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে ফেলায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ধৈর্যের বাঁধও যেন ভেঙে পড়েছে। এখন থেকে পাঁচ দশক আগে ভিয়েতনাম যুদ্ধ বন্ধে যে বিক্ষোভে কাঁপন ধরিয়েছিল মার্কিন প্রশাসনে; এবারও একই ধরনের বিক্ষোভ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি, এ বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এক ধরনের প্রজন্মগত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এ বিক্ষোভ যদি অব্যাহত থাকে এবং আরও তীব্র আকার ধারণ করে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম যুদ্ধ বন্ধের মতো গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসন বন্ধের উদ্যোগ নিতেও পারে। সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরাইলের সম্পর্কের নতুন এক চিত্র হয়তো দেখতে পাব।

একেএম শামসুদ্দিন : অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা

ময়লার গাড়ি এখন নয়া ঘাতক

অ্যাডভোকেট তোফাজ্জল বিন আমীন

মৃত্যু জীবনের এক বাস্তবতা। এটি অস্বীকার করার সুযোগ বা সাধ্য জগৎ সংসারে কারো নেই। সড়ক দুর্ঘটনায় যেভাবে মৃত্যু হচ্ছে তা মেনে নেয়া যায় না। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) ভাষ্য অনুযায়ী, গত বছরের প্রথম তিন মাসের তুলনায় চলতি বছর দুর্ঘটনা বেড়েছে ৪৩.৯৫ শতাংশ এবং মৃত্যু বেড়েছে ৩০ শতাংশ। জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে এক হাজার ৪৬৪টি সড়ক দুর্ঘটনায় এক হাজার ৩৬৭ নিহত ও এক হাজার ৭৭৮ জন আহত হয়েছেন। (সূত্র ডেইলি স্টার, ৮ এপ্রিল, ২০২৪) শিশু-কিশোর-যুবক থেকে শুরু করে সব বয়সী মানুষ সড়কে প্রাণ হারাচ্ছে। ঘর থেকে বের হয়ে নিরাপদে ঘরে ফেরা নিয়ে সর্বত্র সংশয়।

নতুন আতঙ্কের নাম রাজধানী ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের ময়লার গাড়ি। কেড়ে নিচ্ছে নগরবাসীর প্রাণ। গত ৯ বছরে শিক্ষার্থীসহ ২০ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে সিটি করপোরেশনের ময়লার গাড়ি। সর্বশেষ গত ২৫ এপ্রিল ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ময়লার গাড়ি মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র মাহিনের প্রাণ কেড়ে নেয়। এ বিয়োগান্ত ঘটনায় মাহিনের পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা আমাদের জানা নেই।

সিটি করপোরেশনের ময়লা গাড়ি নাগরিকদের সেবা দেয়ার জন্য রাস্তায় চলাচল করে। এখন এগুলো কেড়ে নিচ্ছে জীবন? প্রায় প্রতিটি দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, নির্ধারিত চালকের পরিবর্তে অন্যরা গাড়িচালকের আসনে ছিল। ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও তাদের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দেয়া হচ্ছে। এতগুলো মানুষের জীবন কারো কারো কাছে তুচ্ছ মনে হতে পারে! কিন্তু' স্বজনদের কাছে তারা অত্যন্ত প্রিয়। প্রতিটি দুর্ঘটনা ঘটার পর তদন্ত হয়। কিছু কর্তা স্বজনহারা পরিবারে সান্ত্বনার দেন। যেকোনো প্রয়োজনে তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু দিন কয়েক পর যখন নতুন আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটে, তখন আর ওই পরিবারের কথা মনে পড়ে না। অথচ একটি পরিবারে যখন শোকের ছায়া নেমে আসে তখন পুরো পরিবারকে যুগ যুগ ধরে সে শোক বইতে হয়। প্রতিটি দুর্ঘটনার শিকার পরিবারকে সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যেন পরিবারগুলোকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নামতে না হয়।

২০১৮ সালের ২৯ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট রাজপথে সাধারণ শিক্ষার্থীরা নিরাপদ সড়ক দাবিতে আন্দোলন করেছিল। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন জাতির চোখ খুলে দিয়েছিল। রাষ্ট্র মেরামত করার স্লোগান উচ্চারিত হয়েছিল। কিছু দিন সড়কে শৃঙ্খলাও ছিল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ওই সময় সড়কে শৃঙ্খলার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল যে, ঢাকায় অবস্থিত সব সংস্থার আওতাধীন যানবাহন ও কর্মচারীরা যেন ট্রাফিক আইন মেনে চলে। ওই পর্যন্তই শেষ। এখন আর কেউ নির্দেশনা মানছে না। ক্ষমতার দাপটে অনেকে উ□াপথে গাড়ি চালাতেও দ্বিধাবোধ করছে না।

সিটি করপোরেশনের ময়লা সরানোর সময় রাত ১০টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত। কিন্তু দিনের বেলায়ও ময়লা পরিবহনের গাড়ি রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তায় চলছে। ২০২১ সালের নভেম্বরে প্রথম আলোয় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে, দুই সিটি করপোরেশনের ময়লার গাড়ি চালকদের অনেকেরই ভারী যান চালানোর লাইসেন্স নেই, মশককর্মী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও বাইরের লোকজন দিয়ে এসব ভারী যানবাহন চালানো হচ্ছে। এ কাজে সিটি করপোরেশনের পরিবহন বিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তা সহযোগিতা করছেন। 'টাকার বিনিময়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের হাতে বর্জ্য পরিবহনের গাড়ি' দেয়ার অভিযোগ শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। (সূত্র ৬ জুন ২০২৩, দৈনিক প্রথম আলো)

বছরের পর বছর এমন কাণ্ড ঘটে চললেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। ফলে ময়লা গাড়ির ধাক্কায় দীর্ঘ হচ্ছে লাশের মিছিল। এসব ঘটনাকে দুর্ঘটনা না বলে হত্যাকাণ্ড বলতে হবে।

ময়লার গাড়ি নগরবাসীর প্রাণ কেড়ে নেয়ার কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো :

২০২৩ সালের ৬ মার্চ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ময়লাবাহী গাড়িচাপায় আবু তৈয়ব নামে এক কাপড় ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়। ২০২২ সালের ২ এপ্রিল রাজধানীর খিলগাঁওয়ে ডিএনসিসির ময়লার গাড়ির ধাক্কায় নাসরিন খানম নামে এক নারী নিহত হন। ২৩ জানুয়ারি মহাখালীর উড়াল সড়কের কাছে ময়লার গাড়ির ধাক্কায় শিখা রানী ঘরামি নামে এক নারীর মৃত্যু হয়। তিনি ডিএনসিসির পরিচ্ছন্নতাকর্মী ছিলেন।

২০২২ সালের জুলাইয়ে মিরপুরে পুলিশ স্টাফ কলেজের সামনে ময়লার গাড়ির ধাক্কায় সাব্বির আহমেদ নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়। ২০২২ সালের ৩১ মে রাজধানী মুগদার টিটিপাড়া মোড়ে দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ময়লা গাড়ির ধাক্কায় নাজমা বেগম নামে এক নারীর মৃত্যু হয়। ২০২২ সালে ময়লার গাড়ির ধাক্কায় অন্তত চারজন মৃত্যুবরণ করেন।

২০২১ সালের ২৪ নভেম্বর রাজধানীর গুলিস্তানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ময়লার গাড়ির ধাক্কায় নটর ডেম কলেজের ছাত্র নাঈম হাসানের মৃত্যু হয়। এর একদিন পর ২৫ নভেম্বর দুপুরে পান্থপথ এলাকায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১০ চাকার ডাম্প ট্রাকের ধাক্কায় প্রথম আলোর সাবেক সংবাদকর্মী আহসান কবীর খানের মৃত্যু হয়। হানিফ নামে এক বহিরাগত চালক গাড়িটি চালিয়েছিল। ২০২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর ওয়ারী এলাকায় ময়লার গাড়ির ধাক্কায় স্বপন কুমার সরকার নামে এক মজুরের মৃত্যু হয়। উপরোক্ত ঘটনাগুলো প্রমাণ করে- দুই সিটি করপোরেশনের জবাবদিহি না থাকায় বারবার সড়কে রক্ত ঝরছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ সেভাবে গড়ে উঠছে না। ফলে বারবার দুর্ঘটনা ঘটেছে। এজন্য দায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইনের আওতায় আনা এবং আর্থিক জরিমানার বিধান নিশ্চিত করা দরকার। যেন ময়লার গাড়ির নিচে আর কোনো মাহিনের জীবন চলে না যায়।

Rishi Sunak Vows to Fight On Despite Tory Gloom After Election Losses

Prime Minister Rishi Sunak has insisted the general election result is "not a foregone conclusion", despite the Conservatives suffering significant losses in the recent local elections. Speaking publicly for the first time since the extent of the Tory defeats became clear, Sunak acknowledged it was "a disappointing" set of results but said he was "determined to fight" on.

The Conservative party lost a staggering 470 council seats across the country, as well as being defeated in all but one of the mayoral contests. The poor performance has left many Tory MPs feeling pessimistic about their prospects in the next general election.

One senior party figure described the coming months as a period of "managed decline", suggesting the Conservatives are simply waiting for their inevitable fate. However, there appears to be no immediate threat of a leadership challenge against Sunak.

When challenged over

suggestions of a potential hung Parliament, the Prime Minister argued that "independent analysis shows that whilst of course this was a disappointing weekend for us, that the result of the next general election isn't a foregone conclusion." He claimed the situation is "closer than many people are saying - or indeed some of the opinion polls are predicting."

Yet this optimistic outlook is not shared by many Conservative MPs. One dismissed talk of a hung Parliament as "delusional", arguing the Tories would be fortunate to win more than 200 of the 650 seats up for grabs – a result even worse than Jeremy Corbyn's Labour in 2019.

Others fear the Tory seat count could resemble the 1997 nadir under John Major when the party returned just 165 MPs. Even among those who believe a hung Parliament is possible, few think the Conservatives have a realistic chance of emerging as the largest party.

The prime minister now faces the daunting task of rallying his demoralized troops and persuading them all is not lost. But significant divisions remain over the path forward, with vigorous debates raging about policy direction.

Former PM Liz Truss is among those arguing that changing leaders would be "mad" but that the party needs to offer "fundamental reform" by shaking up its policy platform rather than just its personnel. Figures on the right are agitating for a more hardline stance, including calls to withdraw from the European Convention on Human Rights and move ahead with further tax cuts.

However, centrist One Nation Tories align with Andy Street – who narrowly lost the West Midlands mayoral race – in advocating for a return to "moderate, inclusive, tolerant Conservatism." As one MP bluntly stated, talk of tacking to the right is "barmy" since "they are in a minority."

With the general election likely just over a year away, Sunak faces an uphill battle to unite the Conservative ranks and change the narrative around his flailing premiership. But the scale of the local election losses has left many in his party fearing much darker days lie ahead.

Israel Claims Control of Key Rafah Crossing After Rejecting Ceasefire with Hamas

Israel claims it has seized control of the Gazan side of the vital Rafah border crossing with Egypt, pushing forward with an offensive in the southern city as ceasefire negotiations with Hamas remain in perilous territory.

The Israeli military says it has taken over the crucial Rafah crossing between Gaza and Egypt - just hours after rejecting a ceasefire deal that Hamas had accepted. Israel stated it was conducting "targeted strikes" against Hamas in the east of Rafah, which is the militant group's final stronghold in Gaza.

A spokesperson for the Gaza border authority told Reuters the crossing, a major route for aid into the devastated Palestinian enclave, has been closed due to the presence of Israeli tanks in the area. The Israel Defense Forces confirmed special forces are now operating in Rafah and claimed 20 gunmen were

killed in the operation, which also uncovered "significant" tunnel shafts.

While describing the activity as a "very precise and limited-in-space counterterrorist operation", the IDF said the Kerem Shalom crossing has also been shuttered for "security reasons". However, Palestinian health officials report the overnight Israeli tank and air strikes pounded several residential areas, killing 20 civilians and wounding many others.

Despite international pressure not to advance deeper into the densely populated southern Gaza city, where 1.4 million Palestinians have taken refuge, Israel insists victory over Hamas is impossible without taking Rafah. The long-threatened attack came as hopes of a ceasefire appeared to be fading.

Hamas had said it accepted a truce proposal from Qatari and Egyptian mediators, but Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's office claimed the deal fell short of its demands. Israel has agreed to send a delegation to meet negotiators on Tuesday to reach an agreement.

Qatar's foreign ministry stated its delegation will head to Cairo to continue the indirect negotiations between Israel and Hamas, as Egypt and Qatar have been mediating talks for months. Thousands of Israelis have protested nationwide, calling for an immediate ceasefire agreement.

An Israeli official dismissed Hamas' ceasefire acceptance as "a ruse intended to make Israel look like the side refusing a deal". On Sunday, Hamas fighters near Rafah fired mortars into southern Israel, killing four Israeli soldiers.

With the situation rapidly deteriorating, the US and UN have urged both sides to go the "extra mile" to reach an agreement and avoid further bloodshed. Over 34,600 Palestinians have already been killed in the conflict, around two-thirds of them women and children according to Hamas figures, though the toll does not distinguish civilians from combatants. The UN has warned Gaza is now on the brink of famine as the devastating war grinds on.

ঋণের বোঝা নিয়ে উড়ছে বিমান

লাখ বেশি যাত্রী পরিবহন করলেও এর প্রতিফলন নেই বিমানের নিট মুনাফায়। ২০২১-২২ অর্থবছরে যেখানে ৪৩৭ কোটি টাকা মুনাফা হয়েছিল, সেখানে গত অর্থবছরে সংস্থাটি লাভ করেছে কেবল ২৮ কোটি টাকা। এজন্য বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে ডলারের বিপরীতে টাকার অবনমনকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিমানের কর্মকর্তারা বলছেন, পরিচালন বাবদ গত অর্থবছরে বিমানের মোট লাভ ছিল ১ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা। তবে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমায় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে সংস্থাটির ১ হাজার ৩৬৬ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। ফলে গত অর্থবছরে মুনাফা নেমে এসেছে ২৮ কোটি টাকায়।

রুটভিত্তিক লাভ-লোকসানের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিমান সবচেয়ে বেশি লোকসান করে ঢাকা-ম্যানচেস্টার রুটে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫১টি ফ্লাইট পরিচালনা করে এই এক রুটেই বিমান লোকসান করেছে প্রায় পৌনে ২ কোটি টাকা। যদিও ২০১২ সালে লোকসান ও এয়ারক্রাফট স্বল্পতায় বন্ধ রাখা হয়েছিল ম্যানচেস্টার রুটের ফ্লাইট। ম্যানচেস্টার রুটে বিমান চালুর পর থেকে কখনো লাভের মুখ দেখেনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। ২০২১ সালে দ্বিতীয় দফায় ফ্লাইট চালুর পর আবারও বিপুল পরিমাণ লোকসানের মুখে পড়ে সংস্থাটি। প্রায় সাড়ে ১২ হাজার কিলোমিটার দূরত্বের বিরতিহীন ১৭ ঘণ্টার, ঢাকা-টরন্টো রুটে গত অর্থবছরে লোকসানের পরিমাণ প্রায় ১৩০ কোটি টাকা। মধ্যপ্রাচ্যকে বলা হয় বিমানের রেভিনিউ জেনারেটিং রুট। প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটা বড় অংশ থাকে এখানে। অথচ কুয়েত, আবুধাবি, দুবাই এর মতো জনপ্রিয় রুটেও বিমানকে লোকসান করতে হয় বছরে প্রায় ৩৮০ কোটি টাকা।

বিমানের সবচেয়ে ব্যবসাসফল রুট ঢাকা-জেদ্দা। গত এক বছরের হিসাবে দেখা যায়- এই রুটে ৫ শতাধিক ফ্লাইট পরিচালনা করে লাভ হয়েছে ১০০ কোটি টাকা। এভিয়েশন বিশেষজ্ঞদের মতে, বিমানের এই লাভজনক রুটগুলো এখন প্রবল ঝুঁকিতে। কারণ কাতার, কুয়েত, ইথিওপিয়ান ও ইজিপ্ট এয়ারের মতো অন্তত ১০টি জনপ্রিয় এয়ারলাইনস যাত্রীদের নানা সুযোগ সুবিধা নিয়ে এখন বাংলাদেশে আসছে।

ছোট-বড় ২১টি এয়ারক্রাফট নিয়ে, ২২টি আন্তর্জাতিক রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। এই ২২ রুটের ১৬টিতে লোকসান গুনছে প্রতিষ্ঠানটি। ৬টি রুটে লাভের পরিমাণ ৩৭৫ কোটি টাকা হলেও বাকি ১৬ রুটে পরিচালনগত লোকসানের পরিমাণ প্রায় ১২০০ কোটি টাকা। বিমান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে গত ৫১ বছরে লোকসানের পরিমাণ প্রায় একই।

বিমানের ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থাপিত লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিমানের পরিচালন খাতে লাভ হয় ১ হাজার ৭৭৫ কোটি টাকা। অপরিচালন খাত থেকে লাভ হয় আরও ১৩২ কোটি টাকা। এ টাকা থেকে সুদ বাবদ ব্যয়, আয়করসহ আনুষঙ্গিক খাতগুলো বাদ দিয়ে পরিচালন ও অপরিচালন খাত থেকে নিট মুনাফা হয় ১ হাজার ৩৯৪ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। আর এ সময়ে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কারণে ক্ষতি হয় ১ হাজার ৩৬৫ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে গত অর্থবছর বিমানের নিট মুনাফা হয়েছে ২৮ কোটি ৬৫ লাখ টাকা।

বিমানের সিইও শফিউল আজিম গণমাধ্যমকে বলেন, গত অর্থবছর আমরা অ্যারোনটিক্যাল চার্জ বাবদ সিভিল এভিয়েশনকে ৫০৪ কোটি টাকা পরিশোধ করেছি। এটা চলতি হিসাব। আর পুরনো দেনা হিসাবে আমরা তাদের দিয়েছি ১৫০ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ সালে পদ্মার বিল ছিল ১ হাজার ৭০৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে তাদের পেমেন্ট করা হয়েছে ১ হাজার ৭৪৪ কোটি টাকা। পুরনো বকেয়ার মধ্যে ১১০ কোটি টাকা শোধ করেছি। পুরনো যে বকেয়া আছে, সেগুলো নিজের আমলে হয়নি উল্লেখ করে শফিউল আজিম বলেন, এসব বকেয়া কোম্পানি হওয়ার আগে থেকেই ছিল। মূল বকেয়ার পরিমাণ কিন্তু অনেক কম। সারচার্জ, সুদ ইত্যাদি মিলে টাকার অঙ্কটা বেড়ে গেছে। তারপরও চেষ্টা করছি পর্যায়ক্রমে দেনার পরিমাণ কমিয়ে আনতে।

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে প্রেস ক্লাবের আলোচনা সভা

সাংবাদিক, প্রথম আলোর সাবেক কনসালটিং এডিটর কামাল আহমেদ ও এটিনএন বাংলার প্রেজেন্টার মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ঊর্মি মাজহার ।

প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জুবায়ের।

আলোচনায় অংশ নিয়ে সাংবাদিক কামাল আহমেদ বলেন, বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস বিষয়ে আলোচনা করার আগে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের স্মরণ করা এবং তাদের হত্যার বিচারের দাবি জানানো বেশি প্রয়োজন।

তিনি বলেন, গাজা এবং ইসরাইলের সংঘাতে গাজায় যতজন সাংবাদিক মারা গেছেন এক দশকেও তত সাংবাদিক মারা যাননি। গাজা-ইসরাইল সংঘাত

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কী পরিমান প্রভাব পড়ছে সেই বিষয়ে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের কুইন মেরি কলেজের এক গবেষণার কথা তুলে ধরে কামাল আহমেদ জানান, গাজা যুদ্ধের প্রথম দুই মাসে আকাশপথে বা সাগরে উষ্ণায়নের জন্য দায়ী ক্ষতিকর কার্বন গ্যাসের যতটা উদগিরণ ঘটেছে, তা জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা ২০টি দেশের বার্ষিক কার্বন নিঃসরণের সমান।

সাংবাদিক কামাল আহমেদ আরো বলেন, পরিবেশ রক্ষায় সাংবাদিকতা করতে গিয়ে বাংলাদেশে অন্তত ১০ জন সাংবাদিক ক্ষমতাসীনদের প্রভাবে নিগ্রহের শিকার হয়েছেন।

সাংবাদিক ও টিভি প্রেজেন্টার উর্মি-মাজহার বলেন, পরিবেশ নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে সাংবাদিকরা অনেক সময় প্রতিবন্ধকার শিকার হন। কখনো কখনো সমাজের রাঘব বোয়ালরা এমনকি সরকারও এর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাংবাদিকদের নির্যাতনের উদাহরণও তুলে ধরেন তিনি। উর্মি-মাজহার আরো বলেন, পরিবেশ নিয়ে সাংবাদিকতার জন্য পড়াশোনার প্রয়োজন রয়েছে।

ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জুবায়ের বলেন, পরিবেশ রক্ষায় সর্বক্ষেত্র থেকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে সাংবাদিকতার পাশা-পাশি টিভিতে লাইভ প্রোগ্রাম ও কমিউনিটির বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।

ক্লাব সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ বলেন, স্বাধীন সাংবাদিকতা আমাদের অধিকার। তবে সৎ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতাও সময়ের দাবী । সাংবাদিকতা পেশায় অর্ধসত্য মিথ্যার চেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায়। তিনি কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে) এর সাম্প্রতিক প্রকশিত তথ্য উল্লেখ করে বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে চলতি বছরের ৩ মে পর্যন্ত গাজায় কমপক্ষে ৯৭ জন সাংবাদিক মারা গেছেন। এরমধ্যে ৯২জনই হচ্ছেন ফিলিস্তিনী সাংবাদিক।

অনুষ্ঠানে মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন ক্লাবের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী, সাপ্তাহিক সুরমা সম্পাদক শামসুল আলম লিটন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মাসিক দর্পণ সম্পাদক রহমত আলী, কবি ও সাংবাদিক হামিদ মোহাম্মদ, বায়ান্ন বাংলা টিভির এডিটর আনোয়ারুল ইসলাম অভি, কবি ও কমিউনিটি নেতা মজিবুল হক মনি, ক্লাবের সাবেক নির্বাহী সদস্য আহাদ চৌধুরীর বাবু ও সদস্য জি আর সোহেল।

আলোচনা শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ফিলিস্তিনের গাজায় নিহত সাংবাদিকদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ক্লাবের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রেজাউল করিম মৃধা, অর্গানাইজিং এবং ট্রেনিং সেক্রেটারি আকরামুল হোসাইন, মিডিয়া এবং আইটি সেক্রেটারি মোঃ আব্দুল হান্নান, এক্সিকিউটিভ মেম্বার আনোয়ার শাহজাহান ও ফয়সল মাহমুদ। অনুষ্ঠান শেষে ক্লাবের পক্ষ থেকে সাংবাদিক কামাল আহমদের হাতে কিছু উপহার তুলে দেওয়া হয়।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS

Legal Aid (Family, Housing & Crime)

Our contact: 07576 299951

Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

ঋণের বোঝা নিয়ে উড়ছে বিমান

● ১৬ রুটে বছরে লোকসান ১২০০ কোটি টাকা
● সবচেয়ে বেশি লোকসান ঢাকা-ম্যানচেস্টার রুটে

ঢাকা প্রতিনিধি, ১০ মে ২০২৪ : ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে উড়ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) ও পদ্মা অয়েল কোম্পানির কাছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের রয়েছে বিপুল পরিমাণ দেনা। এর মধ্যে গত বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বেবিচকে বিমানের দেনা ছিল ৫ হাজার ৬১৭ কোটি টাকা। আয়-ব্যয় বিবরণীতে লাভ দেখালেও গত বছরের নভেম্বর পর্যন্ত বিমানের কাছে পদ্মা অয়েলের পাওনা ছিল ১ হাজার ৯৯৭ কোটি টাকা। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস সর্বশেষ ২০২২-২৩ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রুটে ৩১ লাখ যাত্রী পরিবহন করেছে। আগের অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ২২ লাখ। সে হিসাবে ৯ ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে প্রেস ক্লাবের আলোচনা সভা

গাজা যুদ্ধে প্রথম দুই মাসে পরিবেশের ক্ষতি ২০টি দেশের বার্ষিক কার্বন নিঃসরণের সমান

লন্ডন, ১০ মে ২০২৪: জলবায়ু পরিবর্তনের সংকটকালে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে গণমাধ্যমের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে 'পরিবেশ সংকটে সাংবাদিকতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলার পাশাপাশি পরিবেশ বিষয়ক সাংবাদিকতার জন্য কর্মক্ষেত্রের স্বাধীনতার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

গত ৩ মে শুক্রবার লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব অফিসে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন সিনিয়র ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

HALAL MEAT BAZAR

UN-STUNNED HALAL MEAT& POULTRY SUPLIER

HMC CERTIFIED

WE DO AQIQAH AND QURBANI

We have Bangladeshi Fish & Vgetables

We also do Orgnic & Healthy Items

BOAL UNDER 4KG £7.99/KG

BOAL 4KG + £8.99/KG

ROHU UNDER 4KG EACH –£9.49

2 FOR –£18.00

MEGA Sale

Sheep Whole/ Half £6.39 KG

From Wednesday 8th May To Sunday 12th May

127 CHAPMAN STREET LONDON , E1 2PH | TEL : 0207 791 0580

Editor: Taysir Mahmud

Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP

Telephone:
0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876

Email:
info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk